ভক্তিগীতি মাধুরী

কাজী নজরুল ইসলাম

কবির ৫০১ টি ভজন-কীর্তন-শ্যামাসংগীত ও
ইসলামী গানের সুনির্বাচিত সমষ্টি

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ

মহালয়া : ১৩৬৩

গ্রন্থস্বত্ব

কাজী সব্যসাচী। কাজী অনিরুদ্ধ

কাজী সব্যসাচী। কাজী অনিরুদ্ধ
বিশ্বনাথ দে
সম্পাদিত

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮ এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
সরোজকুমার রায়
শ্রীমুদ্রণালয়
১২ বিনোদ সাহা লেন
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

যোগসাধনা ॥ কাজী নজরুল ইসলাম

বহু বৎসর আগেকার কথা।—বাংলার সাহিত্য-আকাশে আমার উদয় তখন ধূমকেতুর মত ভীতি ও কৌতূহল জাগাইয়া তুলিয়াছে, গত মহাসমরের রক্তস্নাত রুদ্রের তাণ্ডব-নৃত্য আমার রক্তধারায় ছন্দহিল্লোল তুলিয়াছে। আমি তখন আবিষ্টের মত লিখিতেছি, বলিতেছি, তাহার কোন অর্থ হয় কি না জানিতাম না, কিন্তু মনে হইতেছে তাহার প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজন সাধিত হইতেছিল যাঁহার ইচ্ছায়, সেদিন তিনি আমায় এমনি গ্রাস করিয়া ছিলেন যে তাঁহাকে জানিবার ইচ্ছাটুকু পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখেন নাই। এক সাথে যশের সিংহাসন; গালির গালিচা, ফুলের মালা, কাঁটার জ্বালা—আনন্দ আঘাত পাইতে লাগিলাম। কিন্তু যিনি চালাইতেছিলেন, সেই অদৃশ্য সারথি আমায় চলিতে দিলেন না। লেখার মাঝে বলার মাঝে সহসা প্রকাশিত হইয়া পড়িত সেই অদৃশ্য সারথির কথা। নিজেই বিস্মিত হইয়া ভাবিতাম। মনে হইত তাঁহাকে আজও দেখি নাই, কিন্তু দেখিলে চিনিতে পারিব। এই কথা বহুবার লিখিয়াছি ও বহু সভায় বলিয়াছি।

সহসা একদিন তাঁহাকে দেখিলাম। নিমন্ত্রিতা গ্রামে এক বিবাহ সভায় সকলে বর দেখিতেছে, আর আমার ক্ষুধাতুর আঁখি দেখিতেছে আমার প্রলয়-সুন্দর সারথিকে। সেই বিবাহ-সভায় আমার বধূরূপিণী আত্মা তাহার চির-জীবনের সাথীকে বরণ করিল। অন্তঃপুরে মুহুর্মুহু শঙ্খ-ধ্বনি হইতেছে, স্রক-চন্দনের শুচি সুরভি ভাসিয়া আসিতেছে, নহবতে সানাই বাজিতেছে—এমনি শুভক্ষণে আনন্দ-বাসরে আমার সে ধ্যানের দেবতাকে পাইলাম। তিনি এই গ্রন্থ-গীতার উদ্গাতা—শ্রীশ্রীবরদাচরণ মজুমদার মহাশয়। আজ তিনি বহু সাধকের পথপ্রদর্শক। সাধনপথের প্রতিটি পথিক আজ তাঁহাকে চেনে। কিন্তু যেদিন আমি তাঁহাকে দেখি, তখনও তিনি বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যতীত অনেকের কাছেই ছিলেন অপ্রকাশ।

সেদিন হইতে আমার বহির্মুখী চিত্ত অন্তরে যেন অভাব বোধ করিতে লাগিল। তখন ভারতে রাজনীতির ভীষণ ঝড় উঠিয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনকে বাংলার প্রলয়ঙ্কর রুদ্রের চেলারা ভ্রূকুটি-ভঙ্গে ভয় দেখাইতেছে; আমি ধূমকেতুরূপে সেই রুদ্র-ভৈরবদের মশাল জ্বালাইয়া চলিয়াছি।

কিছুদিন পরে যখন আমি আমার পথ খুঁজিতেছি, তখন আমার প্রিয়তম পুত্রটি

সেই পথের ইঙ্গিত দেখাইয়া আমার হাত পিছলাইয়া মৃত্যুর সাগরে হারাইয়া গেল! মৃত্যু এই প্রথম আমায় ধর্মরাজরূপে দেখা দিলেন। সেই মৃত্যুর পশ্চাতে আমার অন্তরাত্মা নিশিদিন ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। ধর্মরাজ আমার হাত ধরিয়া তাঁহারই কাছে লইয়া গেলেন, যাঁহাকে নিমতিতা গ্রামে বিবাহ-সভায় দেখিয়াছিলাম, ধ্যানে বসিয়া আবিষ্টের মত তাঁহাকে বাইশবার প্রদক্ষিণ করিলাম। ধর্মরাজ আমার পুত্রকে শেষবার দেখাইয়া হাসিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহারই চরণতলে বসিয়া যিনি আমার চিরকালের ধ্যেয় তাঁহার জ্যোতিরূপ দেখিলাম। তিনি আমার হাতে দিলেন যে অনির্বাণ দীপ-শিখা, সেই দীপ-শিখা হাতে লইয়া আজ বার বৎসর ধরিয়া পথ চলিতেছি—আর অগ্রে চলিতেছেন তিনি পার্থসারথিরূপে।

আজ আমার বলিতে দ্বিধা নাই, তাঁহারই পথে চলিয়া আজ আমি আমাকে চিনিয়াছি। আমার ব্রহ্ম-ক্ষুধা আজও মিটে নাই কিন্তু সে ক্ষুধা এই জীবনেই মিটিবে, সে বিশ্বাসে স্থিত হইতে পারিয়াছি। আমি আমার আনন্দ-রস ঘন স্বরূপকে দেখিয়াছি কি পাইয়াছি, কি পাইয়াছি আজও তাহা বলিবার আদেশ পাই নাই। হয়তো আজ তাহা গুছাইয়া বলিতেও পারিব না, তবুও কেবল মনে হইতেছে—আমি ধন্য হইলাম, আমি বাঁচিয়া গেলাম। আমি অসত্য হইতে সত্যে আসিলাম, তিমির হইতে জ্যোতিতে আসিলাম, মৃত্যু হইতে অমৃতে আসিলাম।

যে অমৃত-পারাবারের এক কণামাত্র পাইয়া আমি আজ প্রমত্ত হইয়াছি, সেই অমৃত আজ পাত্র পুরিয়া আমার অমৃত-অধিপ সকলকে পরিবেশন করিতেছেন, অমৃত-পিয়াসী যাঁহারা, তাঁহারা আমারই মত তৃপ্ত হইবেন, তৃষ্ণা তাঁহাদের মিটিবে, তাঁহারা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

তাঁহার যে দীপ্ত-শিখা আমায় পথ দেখাইয়া অমৃত-সাগরের তীরে জ্যোতি-লোকের দ্বারে লইয়া আসিয়াছে, সেই দীপ-শিখার প্রাণ এই গ্রন্থ। বহু পথহারা সাধক এই সাধনায় দীপ-শিখার অনুবর্তী হইয়া পথ পাইয়াছেন—আজ তাঁহারা জীবন্মুক্ত হইয়া দুঃখ-শোকের অতীত অবস্থায় স্থিত। সংসারকে "মজার কুটীর" জানিয়া তাঁহারা আজ আনন্দস্বরূপ হইয়া বসিয়া আছেন।

সারাজীবন ধরিয়া বহু সাধু-সন্ন্যাসী, যোগী-ফকির, দরবেশ খুঁজিয়া বেড়াইয়া যাঁহাকে দেখিয়া আমার অন্তর জুড়াইয়া গেল, আলোক পাইল, তিনি আমাদের মত গৃহী। এই গৃহে বসিয়াই তিনি মহাযোগী শিবস্বরূপ হইয়াছেন। এই গৃহের

উদ্বায়ন দিয়াই আসিয়াছে তাঁহার মাঝে ব্রহ্মজ্যোতি। তাঁহার সেই সাধনার ইঙ্গিত এই "পথহারার পথে" রহিয়াছে।

আমার যোগসাধনার গুরু যিনি তাঁহার সম্বন্ধে বলিবার ধৃষ্টতা আমার নাই। সে সময় আজও আসে নাই। আমার যাহা কিছু শক্তির প্রকাশ হইয়াছে—কাব্যে, সঙ্গীতে, অধ্যাত্ম জীবনে, তাহার মূল যিনি, আমি যাঁহার শক্তি প্রকাশের আধার মাত্র, তাঁহাকে জানাইবার আজ আদেশ হইয়াছে বলিয়াই জানাইলাম। লোকে শ্রীরামচন্দ্রকেই দেখে, তাঁহার পশ্চাতে যে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ, যাঁহার সাধনার ফল শ্রীরামচন্দ্র, তাঁহার কথা কয়জন ভাবে? এই দুর্দিনে এই বাংলাদেশেই যে সাম্যবাদী, নির্লোভ, নিরহঙ্কার, নিরভিমান, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ-যোগী আত্মগোপন করিয়া আছেন, যাঁহার শক্তিতে আজ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে শত শত বিখ্যাত বাঙালী উদ্‌বুদ্ধ হইয়া জনগণ-কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রণাম নিবেদন করাই এই ভূমিকার উদ্দেশ্য। স্বয়ম্প্রকাশ সূর্যোদয়ের আগে যেমন অকারণে বিহগ-কাকলী ধ্বনিত হইয়া উঠে, আমারও এই কয়েকটি অসম্বদ্ধ কথা সেই অরুণোদয়ের আনন্দে আকুতির ক্ষীণ আভাস মাত্র। আদেশ পাইলে এই মহাযোগীর জীবন ও সাধন সম্বন্ধে বিশেষভাবে লিখিতে ইচ্ছা রহিল।

[লালগোলা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বর্গত বরদাচরণ মজুমদার ছিলেন গৃহীযোগী। যোগসাধনার কয়েকটি সহজ দিক নিয়ে তিনি 'পথহারার পথ' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। মাত্র ৩৬ পৃষ্ঠায় এই পুস্তিকাটি ১৩৪৭ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়। এই সময় কবি নজরুল শ্রীবরদাচরণ মজুমদারের নির্দেশমত যোগসাধনায় সক্রিয়ভাবে তৎপর ছিলেন এবং তাঁর 'পথহারার পথ' গ্রন্থের একটি আবেগপূর্ণ ভূমিকাও লেখেন। নানান্ ব্যাপারে কবি-লিখিত ভূমিকাটি অত্যন্ত মূল্যবান, তাই এখানে প্রকাশ করা হলো।]

সূচীক্রম

তিলং — অদ্ধা কাওয়ালী ও মন

— · —

অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে।
প্রদীপ-শিখা সম কাঁপিছে প্রাণ মম
তোমারে, সুন্দর, বন্দিতে!
সঙ্গীতে সঙ্গীতে॥
তোমার দেবালয়ে ~~[illegible]~~
কি সুখে কি জানি
দুলে দুলে ওঠে আমার দেহখানি
আরতি-নৃত্যের ভঙ্গীতে।
সঙ্গীতে সঙ্গীতে॥
পুলকে বিকশিল প্রেমের শতদল
গন্ধে রূপে রসে টলিছে টলমল।

তোমার মুখে চাহি আমার বাণী যত
লুটাইয়া পড়ে ঝরা ফুলের মত
তোমার পদতল রঙ্গিতে।
সঙ্গীতে সঙ্গীতে॥

নজরুল ইসলাম

রমজানের ঐ রোজার শেষে
এল খুশীর ঈদ।
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে
শোন্ আসমানী তাগিদ্ ॥

তোর সোনাদানা বালাখানা
সব রাহে লিল্লাহ্—
দে জাকাত্, মুর্দা মুসলিমের আজ
ভাঙাইতে নিঁদ্ ॥

আজ পড়বি ঈদের নামাজ রে মন
সেই সে ঈদগাহে
যে ময়দানে সব গাজী মুসলিম
হয়েছে শহীদ্ ॥

আজ ভুলে যা তোর দোস্ত দুশমন
হাত মিলাও হাতে,
তোর প্রেম দিয়ে কর বিশ্ব নিখিল
ইসলামে মুরীদ ॥

ঢাল্ হৃদয়ের তোর তশ্তরীতে
শিরনী তৌহিদের
তোর দাওত কবুল করবে হজরত
হয় মনে উম্মীদ ॥

১

অন্তরে তুমি আছ চিরদিন
ওগো অন্তর-যামী।
বাহিরে বৃথাই যত খুঁজি তাই
পাইনা তোমারে আমি॥

প্রাণের মতন আত্মার সম
আমাতে আছ হে অন্তর-তম
মন্দির রচি' বিগ্রহ করি'
দেখে হাসো তুমি স্বামী॥

সমীরণ সম আলোর মতন
বিশ্বে রয়েছ ছড়ায়ে,
গন্ধে কুসুমে সৌরভ সম
প্রাণে প্রাণে আছ জড়ায়ে॥

তুমি বহুরূপী তুমি রূপহীন
তব লীলা হেরি অন্তবিহীন,
তব লুকোচুরি-খেলা-সহচরী
আমি যে দিবস যামী॥

২

এবার নবীন মন্ত্রে হবে জননী তোর উদ্বোধন।
নিত্য হ'য়ে রইবি ঘরে হবে না তোর বিসর্জন॥
সকল জাতির পুরুষ নারীর প্রাণ
সেই হবে তোর পূজা বেদী
মা তোর পীঠস্থান
(সেথা) শক্তি দিয়ে, ভক্তি দিয়ে পাতব মা তোর্ সিংহাসন॥
(সেথা) রইবে না কো ছোঁওয়া ছুঁয়ি উচ্চনীচের ভেদ,
সবাই মিলে উচ্চারিব মাতৃনামের বেদ।
(মোরা) এক জননীর সন্তান সব জানি
ভাঙব দেয়াল ভুলব হানাহানি।
দীন-দরিদ্র রইবে না কেউ সমান হবে সর্বজন।
বিশ্ব হবে মহাভারত নিত্য প্রেমের বৃন্দাবন॥

৩

আঁধার-ভীত এ চিত যাচে মাগো আলো
বিশ্ব বিধাত্রী আলোক-দাত্রী নিরাশ পরানে
আশার সবিতা জ্বালো
জ্বালো, আলো আলো॥
হারিয়েছি পথ গভীর তিমিরে
লহ হাত ধরে প্রভাতের তীরে
পাপ তাপ মুছি' কর মাগো শুচি
আশিস্ অমৃত ঢালো॥
দশ প্রহরণধারিণী দুর্গতিহারিণী দুর্গে
মা অগতির গতি
সিদ্ধি বিধায়িনী দনুজদলনী
বাহুতে দাও মা শকতি।

তন্দ্রা ভুলিয়া যেন মোরা জাগি
এবার প্রবল মৃত্যুর লাগি'
রুদ্র দহনে ক্ষুদ্রতা দহ
বিনাশো গ্লানির কালো ॥

৪

আয় মা চঞ্চলা মুক্ত কেশী শ্যামা কালী।
নেচে নেচে আয় বুকে আয় দিয়ে তাথৈ তাথৈ করতালি ॥
দশদিক আলো ক'রে
ঝঞ্ঝার মঞ্জীর প'রে
দুরন্ত রূপ ধ'রে
আয় মায়ার সংসারে আগুন জ্বালি' ॥
আমার স্নেহের রাঙাজবা পায়ে দ'লে
কালো রূপ-তরঙ্গ তুলে গগনতলে
সিন্ধু-জলে আমার কোলে আয় মা আয়।
তোর চপলতায় মা কবে
শান্ত ভবন প্রাণ-চঞ্চল হবে ?
এলোকেশে এনে ঝড় মায়ার এ খেলাঘর
ভেঙে দে মা আনন্দ দুলালী ॥

৫

আর লুকাবি কোথায় মা কালী
বিশ্ব-ভুবন আঁধার ক'রে তোর রূপে মা সব ভুলালি।
সুখের গৃহ শ্মশান করি
বেড়াস মা তুই আগুন জ্বালি'
আমায় দুঃখ দেওয়ার ছলে মা তোর
ভুবন-ভরা রূপ দেখালি ॥

পূজা ক'রে পাইনি তোরে মাগো
এবার চোখের জলে এলি ; .
বুকের ব্যথায় আসন পাতা
বস্ মা সেথায় রূপ-দুলালী।
আর লুকাবি কোথায় মা কালী॥

৬

আমায় যারা দেয় মা ব্যথা
আমায় যারা আঘাত করে
তোরই ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী।
আমায় যারা ভালবাসে
বন্ধু বলে বক্ষে ধরে
তোরই ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী॥
আমায় অপমান করে যে
মাগো তোরই ইচ্ছা সে যে
আমায় যারা যায় মা ত্যজে
যারা আমার ঘরে আসে
তোরই ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী॥
আমার ক্ষতি করতে পারে
অন্য লোকের সাধ্য কি মা!
দুঃখ যা পাই তোরই সে দান
মাগো সবই তোর মহিমা।
তাই পায়ে কেহ দলে যবে
হেসে সয়ে যাই নীরবে
কে কারে দুখ দেয় মা কবে
তোর আদেশ না পেলে পরে
তোরই ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী॥

৭

আয় মা ডাকাত কালী, আমার ঘরে কর ডাকাতি।
যা আছে সব কিছু মোর লুটে নে মা রাতারাতি।
আয় মা মশাল জ্বেলে
ডাকাত ছেলে ভৈরবদের করে সাথী
জমেছে ভবের ঘরে অনেক টাকা যশঃ খ্যাতি
কেড়ে মোর ঘরের চাবি, নে মা সবই পুত্র-কন্যা-স্বজন-জ্ঞাতি
মায়ার দুর্গে আমার
দুর্গা নামও হার মেনেছে
ভেঙে দে সেই দুর্গ
আয় কালিকা তাথৈ নেচে।
রবে না কিছুই যখন রইবি শুধু মা ভবানী
মুক্তি পাবো সেদিন টান্‌বো না আর মায়ার ঘানি।
খালি হাতে তালি দিয়ে কালী বলে উঠব মাতি
"কালী কালী" বলে উঠব মাতি।
"কালী কালী কালী" বলে খালি হাতে
তালি দিয়ে উঠবো মাতি॥

৮

আমার কালো মেয়ে রাগ করেছে
কে দিয়েছে গালি
(তাকে) কে দিয়েছে গালি॥
রাগ ক'রে সে সারা গায়ে
মেখেছে তাই কালি॥
যখন রাগ করে মোর অভিমানী মেয়ে
আরও মধুর লাগে তাহার হাসি মুখের চেয়ে

কে কালো দেউল করল আলো
(অনু) রাগের প্রদীপ জ্বালি'॥
পরেনি সে বসন-ভূষণ, বাঁধেনি সে কেশ
তারি কাছে হার মানে রে ভুবনমোহন বেশ।
রাগিয়ে তারে কাঁদি যখন দুখে
দয়াময়ী মেয়ে আমার ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকে।
(আমার) রাগী মেয়ে তাই তারে দিই
জবা ফুলের ডালি॥

৯

বল্ মা শ্যামা বল্, তোর বিগ্রহ কি মায়া জানে।
(আমি) যত দেখি তত কাঁদি, ঐরূপ দেখি মা সকলখানে॥
মাতৃহারা শিশু যেমন মায়ের ছবি দেখে
চোখ ফিরাতে নারে মাগো, কাঁদে বুকে রেখে
তোর মূর্তি মোরে তেমনি ক'রে টানে মাগো মরণ-টানে॥
ওমা রাত্রে নিতুই ঘুমের ঘোরে দেখি বুকের কাছে
যেন প্রতিমা তোর মায়ের মত জড়িয়ে মোরে আছে।
জেগে উঠে আঁধার ঘরে
কাঁদি যবে মা তোরই তরে
দেখি প্রতিমা তোর কাঁদছে যেন, চেয়ে চেয়ে আমার পানে

১০

ওরে সর্বনাশী! মেখে এলি এ কোন্ চুলোর ছাই?
শ্মশান ছাড়া খেলার তোর জায়গা কি আর নাই॥
মুক্তকেশী কেশ এলিয়ে
বেড়াস্ কখন কোথায় গিয়ে
(আমি) এক নিমেষও তোকে নিয়ে শান্তি নাহি পাই॥

(ওরে) হাড়-জ্বালানী মেয়ে! হাড়ের মালা কোথায় পেলি
ভুবনমোহন গৌরীরূপে কালি মেখে এলি।
তোর গায়ের কালি চোখের জলে
(আমি) ধুইয়ে দেব আয় মা কোলে,
তোরে বুকে ধ'রেও মরি জ্বলে, (আমি) দিই মা গালি তাই॥

১১

মহাকালের কোলে এসে
গৌরী হল মহাকালী
শ্মশান চিতার ভস্ম মেখে
ম্লান হল মা'র রূপের ডালি॥
তবু মায়ের রূপ কি হারায়
সে যে ছড়িয়ে আছে চন্দ্র তারায়
মায়ের রূপের আরতি হয়
নিত্য সূর্য-প্রদীপ জ্বালি'॥
উমা হল ভৈরবী হায়
বরণ করে ভৈরবেরে
হেরি শিবের শিরে জাহ্নবীরে
শ্মশানে মশানে ফেরে।
অন্ন দিয়ে ত্রি-জগতে
অন্নদা মোর বেড়ায় পথে,
ভিক্ষু শিবের অনুরাগে
ভিক্ষা মাগে রাজদুলালী॥

১২

কোথায় গেলি মাগো আমার
খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখে
ক্লান্ত আমি খেলে খেলে
এ সংসারের ধূলি মেখে ॥
বলেছিলি সন্ধ্যা হ'লে
ধূলি মুছে নিবি কোলে
(ওমা) ছেলেরে তুই গেলি ছলে
(এখন) পাইনা সাড়া মাকে ডেকে ॥
একি খেলার পুতুল মাগো,
দিয়েছিলি মন ভুলাতে
আধেক তাহার হারিয়ে গেছে
আধেক ভেঙে আছে হাতে ॥
এ পুতুলও লাগছে মা ভার
তোর পুতুল তুই নে মা এবার
(এখন) সন্ধ্যা হল নাম্‌ল আঁধার
ঘুম পাড়া মা আঁচল ঢেকে ॥

১৩

তোর কালোরূপ দেখতে মাগো
কাল হল মোর আঁখি।
চোখের ফাঁকে যাস্‌ পালিয়ে
মা তুই কালো পাখি ॥
আমার নয়ন দুয়ার বন্ধ ক'রে এই দেহ-পিঞ্জরে
চঞ্চলা গো বুকের মাঝে রাখি তোরে ধ'রে
চোখ চেয়ে তাই খুঁজে তোরে পাইনে ভুবন ভ'রে।
সাধ যায় মা জন্ম-জন্ম অন্ধ হয়ে থাকি ॥

তোর কালোরূপের বিজলি চমক কোটি লোকের জ্যোতি,
অনন্ত তোর কালোতে মা সকল আলোর গতি।
তোর কালোরূপ কে বলে মা তমঃ
ঐরূপে তুই মহাকালী মাগো নমো নমঃ
তুই আলোর আড়াল টেনে মাগো দিস্‌নে মোরে ফাঁকি ॥

১৪

থির্‌ হয়ে তুই বস্‌ দেখি মা
খানিক আমার আঁখির আগে
দেখব নিত্য লীলাময়ী
থির হলে তুই কেমন লাগে ॥
শান্ত হলে ডাকাত মেয়ে
কেমন দেখায় দেখব চেয়ে
চিন্ময় শিব-শম্ভু কেন চরণতলে শরণ মাগে ॥
দেখব চেয়ে জননী তুই
সাকারা না নিরাকারা
কেমন করে কালী হয়ে
নামে ব্রহ্ম জ্যোতিধারা।
কোলে নিতে কোলের ছেলে
শ্মশান জাগিস্‌ বাহু মেলে
কেমন করে মহামায়ার বুকে মায়ের মায়া জাগে ॥

১৫

(মা) খড়গ নিয়ে মাতিস্‌ রণে
নয়ন দিয়ে বহে ধারা।
(নয়ন) একাধারে নিষ্ঠুরতা কৃপা, তোরই সাজে তারা ॥

করে অসুর-মুণ্ডরাশি
অধরে না ধরে হাসি
তুই জানিস্, মর্‌লে তোর আঘাতে
তোরই কোলে যাবে তারা ॥
(মা) দুই হাতে তোর বর ও অভয়
আর দু'হাতে মুণ্ড অসি,
ললাটে তোর পূর্ণিমা-চাঁদ
কেশে কৃষ্ণা-চতুর্দশী।
(তুই) জননী প্রায় আঘাত করে
দিস্ মা দোলা বক্ষে ধ'রে
তুই পাপ মুক্ত করার ছলে
অসুর বধিস ভব-দারা ॥

১৬

মহাবিদ্যা আদ্যাশক্তি পরমেশ্বরী কালিকা,
পরমা প্রকৃতি জগদম্বিকা, ভবানী ত্রিলোক পালিকা ॥
মহাকালী মহা সরস্বতী
মহালক্ষ্মী তুমি ভগবতী
তুমি বেদমাতা তুমি গায়ত্রী, ষোড়শী কুমারী বালিকা ॥
কোটি ব্রহ্ম বিষ্ণু রুদ্র মা, মহামায়া তব মায়ায়
সৃষ্টি করিয়া করিতেছ লয়, সমুদ্রের জলবিম্ব প্রায়
অচিন্ত্য পরমারূপিণী
সুর-নর-চরাচর প্রসবিনী
নমস্তে শিবা অশুভ নাশিনী তারা মঙ্গল-সাধিকা ॥

মা এলো রে, মা এলো রে

বরষ পরে আপন ছেলের ঘরে ;

সাত কোটি ভাই বোন মিলিয়া আজ

ডাকি আকুল স্বরে— মা এলো রে।

মাগো, আনন্দময়ী মাগো,

মা এসেছে মা এসেছে

আকাশ পাতাল 'পরে ;

আনন্দ তাই ধরে না যে

আজকে জলে থলে।

শিউলি ফুলের মত আজ আনন্দ গান ঝরে

মাগো, শক্তিময়ী মাগো, আনন্দময়ী ॥

কমল মুকুল শাপ্‌লা বনে ভ্রমর শোনায় গীতি

জাগো আজকে মোদের আগমনীর তিথি।

জল-তরঙ্গ বেজে ওঠে নদীর বালুচরে

মাগো শান্তিময়ী মাগো আনন্দময়ী ॥

বুকের মাঝে বাঁশী বাজে অঝোর কলরোলে

দূর প্রবাসী কাজ ভুলে আয় আপন মায়ের কোলে

আজকে পেলাম মা'কে যেন কত যুগের পরে।

মাগো, কল্যাণময়ী মাগো, আনন্দময়ী ॥

১৮

লুকোচুরি খেলতে হরি
হার মেনেছ আমার কাছে
লুকাতে চাও বৃথাই হে শ্যাম,
ধরা পড় ক্ষণে ক্ষণে।
গহন মেঘে লুকাতে চাও
অম্‌নি রাঙা চরণ লেগে
যে পথে ধাও সে পথ ওঠে
ইন্দ্রধনুর রঙে ছেয়ে ;
চপল হাসি চম্‌কে বেড়ায়
বিজলীতে নীল গগনে ;
লুকাতে চাও বৃথাই হে শ্যাম,
ধরা পড় ক্ষণে ক্ষণে॥
রবি শশী গ্রহ তারা
তোমার কথা দেয় প্রকাশি,
ঐ আলোতে হেরি তোমার
তনুর জ্যোতি মুখের হাসি॥
হাজার কুসুম ফুটে ওঠে
লুকাও যখন শ্যামল বনে ;
মনের মাঝে যেম্‌নি লুকাও
মন হয়ে যায় অম্‌নি মুনি।
ব্যথায় তোমার পরশ যে পাই
ঝড়ের রাতে বংশী শুনি
তুষ্টু তুমি দৃষ্টি হয়ে
আছ আমার এই নয়নে ;
লুকাতে চাও বৃথাই হে শ্যাম,
ধরা পড় ক্ষণে ক্ষণে॥

১৯

নন্দ লোক হতে আমি এনেছি রে মহামায়ায়।
বন্ধ যেথায় বন্দী যত কংস-রাজার অন্ধকারায়
বন্দী জাগো! ভাঙো আগল
ফেল্‌রে ছিঁড়ে পায়ের শিকল
বুকের পাষাণ ছুঁড়ে ফেলে
মুক্ত লোকে বেরিয়ে আয়।
আমার বুকের গোপাল কে রে রেখে এলাম 'নন্দালয়ে'
সেইখানে সে বংশী বাজায় আনন্দ-গোপ-দুলাল হয়ে।
মা'র আদেশে বাজাবে সে
অভয় শঙ্খ দেশে দেশে
(তোরা) নারায়ণী সেনা হবি এবার নারায়ণীর কৃপায়॥

২০

খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে
প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা
নিরজনে প্রভু নিরজনে॥
শূন্যে মহা আকাশে
(তুমি) মগ্ন লীলা বিলাসে;
ভাঙিছ গড়িছ নিতি ক্ষণে ক্ষণে॥
তারকা রবি-শশী খেলনা তব
হে উদাসী
পড়িয়া আছে রাঙা পায়ের কাছে
রাশি রাশি।
নিত্য তুমি হে উদার
সুখে দুখে অ-বিকার;
হাসিছ খেলিছ তুমি আপন সনে॥

২১

রাধা তুলসী প্রেম পিয়াসী গোলকবাসী
শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ।
নাম জপ মুখে মুরতি রাখ বুকে
ধেয়ানে দেখ তারি রূপ মোহন॥
অমৃত-রসঘন কিশোর সুন্দর
নব নীরদ শ্যাম-মদন-মনোহর।
সৃষ্টি প্রলয় যুগল নূপুর
শোভিত যাহার রাঙা চরণ॥
মগ্ন সদা যিনি লীলারসে
যে লীলা রসভরা গোপি-কলসে।
কান্না হাসির আলো ছায়ার
মায়ায় যাহার মোহিত ভুবন॥

২২

বর্ণচোরা ঠাকুর এল রসের নদীয়ায়
তোরা দেখবি যদি আয়।
তারে কেউ বলে শ্রীমতি রাধা
কেউ বা বলে শ্যাম রায়।
কেউ বলে তার সোনার অঙ্গে
রাধা কৃষ্ণ খেলেন রঙ্গে
কেউ বলে তায় গৌর-হরি
কেউ অবতার বলে তায়॥
(আজ) ভক্ত তোরে ষড়্‌ভুজ
শ্রীনারায়ণ বলে।
(কেউ) দেখেছে কি রাসের ঘরে
কেউ বা নীলাচলে।

দুই হাতে তার ধনুর্বাণ
ঠিক যেন শ্রীরাম
দুই হাতে তার মোহন বাঁশী
যেন রাধা শ্যাম ॥
আর দুহাতে দণ্ড ঝুলি
নবীন সন্ন্যাসীর প্রায় ॥

২৩

নাচিয়া নাচিয়া এস নন্দ-দুলাল
মোর প্রাণে মোর মনে এস ব্রজ-গোপাল ॥
এস নূপুর রুনুঝুনু পায়ে,
এস প্রেম-যমুনা নাচায়ে,
এস বেণু বাজায়ে এস ধেনু চরায়ে
এস কানাই রাখাল ॥
এস ঝুলনে হোরীতে রাসে,
কুরুক্ষেত্র-রণে, এস প্রভাসে,
এস শিশুরূপে, এস কিশোর বেশে,
এস কংস-অরি, এস মৃত্যু-করাল ॥

২৪

ওরে রাখাল ছেলে বল্ কি রতন পেলে দিবি হাতের বাঁশী
তোর ঐ হাতের বাঁশী।
আন্‌ব ক্ষীরের নাড়ু, বাঁধা দিয়ে খাড়ু
অম্‌নি হেলেদুলে একবার নাচ্‌রে আসি' ॥

দেখ্‌ মাখাতে তোর গায়ে ফাগের গুঁড়া
আমার আঙিনাতে ঝরে কৃষ্ণচূড়া,
আমার গলার হার খুলে পরাব আয় কিশোর
তোর পায়ে ফাঁসি ॥
যেন কালি-দহের জলে সাপের-মানিক জ্বলে, চোখের হাসি
তোর ঐ চোখের হাসি,
তুই কি চাস্‌ চপল্‌ মোরে বল্‌, আমি মরেছি যে
তোরে ভালোবাসি'।
আসিল্‌ আমার বাড়ি রাখাল দিন ফুরালে,
আমার চুড়ির তালে দুল্‌বি কদম-ডালে,
ছেড়ে গৃহ-সংসার ওরে বাঁশুরিয়া
হব চরণ-দাসী ॥

২৫

নন্দদুলাল নাচে নাচে রে
হাতে সরের নাড়ু নিয়ে নাচে।
ব্রজের গোপাল নাচে নাচে রে
হাতে সরের নাড়ু নিয়ে নাচে ॥
হাতের নাড়ু মুখে ফেলে
আড়্‌-চোখে চায় হেলে-দুলে
যেথায় গোপীর ক্ষীর নবনী
দই-এর হাঁড়ি আছে ॥
শূন্য দু'হাত শূন্যে তুলে দেয় সে করতালি
বলে "তাই তাই তাই"—
নন্দ পিতায় কয় ইশারায়—"নাই ননী নাই" ;
নন্দ ধরতে গেলে যায় পিছিয়ে—মুচ্‌কি হেসে যায় এগিয়ে
যশোমতীর কাছে রে যশোমতীর কাছে ॥

(কহে) শিউরে উঠে শিমুল ফুল "নাচ্‌রে গোপাল নাচ্‌—
সারা গায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচে ডুমুর গাছে রে
নাচ্‌রে গোপাল নাচ্‌"—
শিমুল গাছের গায়ে সুখে কাঁটা দিয়ে ওঠে
(ফুল) ফোটে মোর আকাশে ॥
নাচ ভুলে সে থম্‌কে দাঁড়ায়
মা'র চোখে জল দেখতে সে পায় রে,
ননীমাখা দু'হাত দিয়ে চোখ মুছিয়ে
লুকায় বুকের কাছে ॥

২৬

আমাব কালো মেয়ের পায়ের তলায়
দেখে যা আলোর নাচন।
মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব
যা'র হাতে মরণ বাঁচন ॥
আমার কালো মেয়ের আঁধার কোলে
শিশু রবি শশী দোলে ;
মায়ের একটুখানি রূপের ঝলক্‌
ঐ স্নিগ্ধ বিরাট নীল-গগন ॥
পাগলী মেয়ে এলোকেশী
নিশীথিনীর দুলিয়ে কেশ,
নেচে বেড়ায় দিনের চিতায়
লীলার রে তার নাইকো শেষ।
সিন্ধুতে ঐ বিন্দু খানিক
তার ঠিক্‌রে পড়ে রূপের মানিক ;
বিশ্বে মায়ের রূপ ধরে না—
মা আমার তাই দিগ্‌বসন ॥

২৭

আমার নয়নে কৃষ্ণ নয়নতারা

হৃদয়ে মোর রাধা প্যারী।

আমার প্রেম প্রীতি ভালোবাসা

শ্যাম-সোহাগী গোপ-নারী॥

আমার স্নেহ জাগে সদা

পিতা নন্দ মা যশোদা,

ভক্তি আমার শ্রীদাম সুদাম,

আঁখি-জল যমুনা-বারি॥

আমার সুখের কদম-শাখায়

কিশোর হরি বংশী বাজায়,

আমার দুখের তমাল-ছায়ায়

লুকিয়ে খেলে বন-বিহারী॥

মুক্ত আমার প্রাণের গোঠে

চরায় ধেনু রাখাল কিশোর,

আমার প্রিয়জনে নেয় সে হরি'—

সেই ত' ননী খায় ননী-চোর।

কৃষ্ণ-রাধা-কথা শুনায়--

দেহ ও মন শুক-সারি॥

২৮

আজি নন্দ-দুলালের সাথে

ঐ খেলে ব্রজনারী হোরি।

কুঙ্কুম আবীর হাতে—

দেখো খেলে শ্যামল খেলে গোরী

থালে রাঙা ফাগ,

নয়নে রাঙা রাগ,

ঝরিছে রাঙা সোহাগ—
রাঙা পিচ্‌কারী ভরি' ॥
পলাশ শিমুলে ডালিম ফুলে
রঙনে অশোকে মরি মরি।
ফাগ-আবীর ঝরে
তরুলতায় চরাচরে,
খেলে কিশোর কিশোরী ॥

২৯

আয় মা উমা! রাখব এবার
ছেলের সাজে সাজিয়ে তোরে।
ওমা মা'র কাছে তুই রইবি নিতুই,
যাবি না আর শ্বশুর-ঘরে ॥

মা হওয়ার মা কী যে জ্বালা
বুঝবি না তুই গিরি-বালা।
তোরে না দেখলে শূন্য এ বুক
কী যে হাহাকার করে ॥

তোর টানে মা শঙ্কর শিব
আসবে নেমে জীব-জগতে,
আনন্দেরই হাট বসাবি
নিরানন্দ ভূ-ভারতে।
না দেখে যে মা, তোর লীলা
হ'য়ে আছি পাষাণ-শীলা।
আয় কৈলাসে তুই ফিরবি নেচে
বৃন্দাবনের নূপুর প'রে ॥

৩০

এলো শ্যামল কিশোর তমাল-ডালে বাঁধো ঝুলনা।
স্নীল সাড়ী পর ব্রজনারী,
পর নব নীপমালা অতুলনা ॥
ডাগর চোখে কাজল দিও,—
আকাশ-রঙ্ প'রো উত্তরীও ;
নব ঘনশ্যামের বসিয়া বামে—
দুলে দুলে বলিব, "বঁধু ভুলোনা" ॥
নৃত্য-মুখর আজি মেঘলা দুপুর,
বৃষ্টির নূপুর বাজে টুপুর টুপুর।
বাদল-মেঘের তালে বাজিছে বেণু
পাণ্ডুর হ'ল শ্যাম মাখি' কেয়া-রেণু
বাহুতে দোলনায় বাঁধিবে শ্যামরায়,
বলিব, "শ্যাম, এ-বাঁধন খুলোনা" ॥

৩১

ওমা নির্গুণেরে প্রসাদ দিতে
তোর মত কেউ নাই।
তোর পায়ে মা তাই রক্তজবা
পায়ে মাখা ছাই ॥
দৈত্য-অসুর হনন ছলে
ঠাঁই দিস্ তুই চরণ তলে
আমি তামসিকের দলে মা গো
তাই নিয়েছি ঠাঁই ॥

কালো ব'লে গৌরী তোরে
কে দিয়েছে গালি
(ওমা) ত্রিভুবনের পাপ নিয়ে তোর
অঙ্গ হ'ল কালি।
অপরাধ না কর্‌লে শ্যামা
ক্ষমা যে তোর পেতাম না মা
(আমি) পাপী ব'লে আশা রাখি
চরণ যদি পাই॥

৩২

ঘর ছাড়াকে বাঁধতে এলি কে মা অশ্রুমতী ?
লীলাময়ী মহামায়া দাক্ষায়ণী সতী॥
মাগো কে তুই কার দুলালী
যোগীন্দ্রেরও যোগ ভুলালি
তোর ছোঁওয়াতে স্নিগ্ধ হ'ল শিবের তপের জ্যোতিঃ॥
সৃষ্টিরে তোর বাঁচাতে মা করিস্ কতই রঙ্গ।
তোর মায়াতে শঙ্করেরও ধ্যান হ'ল তাই ভঙ্গ।
শুদ্ধ শিবে মুগ্ধ ক'রে
চঞ্চলা তুই গেলি স'রে
হরের যদি জ্ঞান হরিস মা মোদের কোথায় গতি ?
আমরা যে তোর মায়ায় অন্ধ, জীব দুর্বল মতি

৩৩

(তুই) কালি মেখে জ্যোতি ঢেকে
পারবি না মা ফাঁকি দিতে
(ঐ) অসীম আঁধার হয় যে উজল
মা, তোর ঈষৎ চাহনিতে॥

মায়ের কালি মাখা কোলে
শিশু কি মা, যেতে ভোলে ?
(আমি) দেখেছি যে, বিপুল স্নেহের সাগর দোলে তোর আঁখিতে ॥
কেন আমায় দেখাস মা ভয় খড়্গ নিয়ে, মুণ্ড নিয়ে ?
আমি কি তোর সেই সন্তান ভুলাবি মা ভয় দেখিয়ে।
তোর সংসার কাজে শ্যামা,
বাধা আমি হব না মা
মায়ার বাঁধন খুলে দে মা ব্রহ্মময়ী রূপ দেখিতে ॥

৩৪

জয় বিগলিত করুণা রূপিণী গঙ্গে।
জয় কলুষ হারিণী পতিত পাবনী
নিত্যা পবিত্রা যোগী ঋষি সঙ্গে ॥

হরি শ্রীচরণ ছুঁয়ে আপন হারা
পরম প্রেমে হ'লে দ্রবিভূত ধারা
ত্রিলোকের ত্রিতাপ পাপ তুমি নিলে মা,
নির্মলে ! তোমার পবিত্র অঙ্গে ॥

৩৫

জাগো হে রুদ্র জাগো রুদ্রাণী
কাঁপে ধরা দুখ জরজর।
জাগো গৌরী জাগো হর ॥

গ্রাসিল বিশ্ব লোভ দানব
হা-হা স্বরে কাঁদিছে মানব
বাজিছে শ্মশানে রোদনে বোধন
এসো হে শ্মশান-সঙ্কর।

সহিতে পারিনা অত্যাচার
লহ এ অসহ ধরার ভার।

শস্য-শ্যামলা তোদেরি কন্যা
পীড়নে পীড়নে আজি অরণ্যা
আনো আরবার প্রলয় বন্যা
ত্রিশূল খড়্গ ধর ধর ॥

৩৬

জয় হরপ্রিয়া শিবরঞ্জনী।
শিব-জটা হতে সুরধুনী স্রোতে
ঝরি' শতধারে ভাসাও অবনী ॥
দিবা দ্বিপ্রহরে প্রথম বেলা
কাফি-সিন্ধুর তীরে কর খেলা
দীপ্ত নিদাঘে সারঙ্গ রাগে
অগ্নি ছড়ায় তব জটার ফণী ॥
কভু ধানশ্রীতে মায়া রূপ ধর
জ্ঞানী শিবের তেজ কোমল কর
পিলু বারোঁয়ায় বিষাদ ভোলানো
নূপুরের চটুল ছন্দ আনো।
বাগীশ্বরী হ'য়ে মহিমা শান্তি ল'য়ে
আসো গভীর যবে হয় রজনী।
বরষার মল্লারে মেঘে তুমি আসো
অশনিতে চমকাও, বিদ্যুতে হাসো
সপ্ত সুরের রঙে সুরঞ্জিতা
ইন্দ্রধনু-বরণী ॥

৩৭

জয় দুর্গা দুর্গতি নাশিনী।
হরি-হৃদি-কমল বাসিনী॥
সব বন্ধন পাপ তাপ হরা
সব শোক দুঃখ ব্যথা শীতল করা
জয় অভয়া, শুভদা, শিব স্বয়ম্বরা।
জয় জননী-রূপা চির-সুমঙ্গলা।
শুভ্র রুচির-হাসিনী॥
জয় দুর্গা, জয় দুর্গা, জয় দুর্গা॥

৩৮

জয়, রক্তাম্বরা রক্তবর্ণা জয় মা রক্তদন্তিকা।
নমো, রক্তায়ুধা রক্তনেত্রা ভীষণা উগ্রচণ্ডিকা॥
রক্ত-কেশা, রক্তভূষণা,
রক্ত-রসনা, রক্ত-দশনা,
জয় দাড়িম্ব কুসুমোপমা দনুজ-দলনী অম্বিকা
জয় সর্বভয় অপহারিণী জয়
জয় অতি রৌদ্রানিস্তারিণী জয়
জয় মা পৃথিবী পালিনী।
ভক্তের তুমি জননী রূপিণী
করুণাময়ী অভয়দায়িনী (মা গো)
জয় অসুর-মুণ্ডমালিনী॥
অখিলব্যাপ্ত যোগেশ্বরী
আমি দেখি রূপ একি মরি মরি।
চেলী-পরা লাল টুক্‌টুকে মেয়ে
আনন্দিনী বাসন্তিকা॥

৩৯

জাগো জাগো শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী।
কাঁদে ধরিত্রী নিপীড়িতা কাঁদে ভয়ার্ত নরনারী॥
আনো আরবার ন্যায়ের দণ্ড
দৈত্যত্রাসন ভীম প্রচণ্ড
অসুর বিনাশী উদ্যত অসি ধর ধর দানবারি॥
ঐ বাজে তব আরতি-বোধন
কোটি অসহায় কণ্ঠে রোদন।
ব্যথিত হৃদয়ে ফেলিয়া চরণ
বেদন বিহারী এসো নারায়ণ।
রুদ্ধকারার বদ্ধপ্রাকারে বন্ধন অপসারি'॥

৪০

জয় মহাকালী মধু-কৈটভ বিনাশিনী।
জয় যোগনিদ্রা জয় মহামায়া ধর্ম প্রদায়িনী॥
ভয়াতুর ব্রহ্মা অসুর আশঙ্কায়
বিষ্ণু নিদ্রাতুর তোমার মায়ায়
রাজসিক সাত্ত্বিক দুই মহাদেবতায়
রক্ষা কর মা তুমি মহাভয় হারিণী॥
নীল জ্যোতির্ময়ী অসীম তিমিরকুন্তলা মাগো,
আসন্ন প্রলয়পয়োধির ঊর্ধ্বে দেখা দাও, জাগো!
দশ পায়ে দশ দিকে আঘাত হানো
দশ হাতে দশবিধ আয়ুধ আনো।
দশমুখ কমলে অভয়বাণী
শোনাও আর্তজনে বিপদবারিণী॥

৪১

হ্রীঙ্কার রূপিণী মহালক্ষ্মী
নমো, অনন্ত কল্যাণদাত্রী।
পরমেশ্বরী মহিষমর্দিনী
চরাচর বিশ্ববিধাত্রী॥
সর্ব দেব-দেবী-তেজোময়ী
অশিব-অকল্যাণ-অসুরজয়ী,
সহস্র ভুজা ভীতজন তারিণী
জননী জগৎধাত্রী॥
দীনতা ভীরুতা লাজ গ্লানি ঘুচাও
দলন কর মা লোভ-দানবে।
রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, মান দাও
দেবতা কর ভীরু মানবে।
শক্তি বিভব দাও, দাও মা আলোক,
দুঃখ, দারিদ্র্য অপগত হোক,
জীবে জীবে হিংসা এই সংশয়
দূর হোক, পোহাক এ দুর্যোগ-রাত্রি॥

৪২

হে নিঠুর—
তোমাতে নাই আশার আলো, হে নিঠুর
তাই কি তোমার রূপ কৃষ্ণ-কালো।
হে নিঠুর।

তুমি ত্রিভঙ্গ তাই তব সকলি বাঁকা
চোখে তব ছলনার কাজল মাখা
নিষাদের হাতে বাঁশী সেজেছে ভালো
হে নিঠুর ॥
তোমাতে নাই আশার আলো, হে নিঠুর ॥

৪৩

হে মাধব, হে মাধব, হে মাধব।
তোমারেই প্রাণের বেদনা কব
তোমারি শরণ লব ॥

সুখের সাগরে লহরী সমান
হিল্লোলি ওঠে যেন তব নাম গান,
দুখে শোকে কাঁদে যবে প্রাণ—
যেন নাম না ভুলি তব ॥

তুমি ছাড়া এ বিশ্বে কাহারও কাছে
এ প্রাণ যেন কিছু নাহি যাচে।

যেন তোমার অধিক কেহ প্রিয় নাহি হয়
বিশ্বভুবন যেন হেরি তুমিময়
কলঙ্ক-লাঞ্ছনা যত বাধা ভয়
তব প্রেমে সকলি স'ব ॥

৪৪

তিমির বিদারী অলখ বিহারী
কৃষ্ণ মুরারি আগত ঐ!
টুটিল আগল নিখিল পাগল
সর্বসহা আজি সর্বজয়ী ॥

বহিছে উজান অশ্রু যমুনায়
হৃদি-বৃন্দাবনে আনন্দ ডাকে 'আয়'
বসুধা যশোদার স্নেহধার উথলায়
কাল রাখাল নাচে থৈ-তা-থৈ ॥

বিশ্ব ভরি' ওঠে স্তব নমো নম ॥
অরির পুরী মাঝে এলে অরিন্দম।
ঘিরিয়া দ্বার বৃথা জাগে প্রহরীজন,
কারার মাঝে এলে বন্ধ বিমোচন।
ধরি' অজানা পথ আসিলে অনাগত
জাগিয়া ব্যথাহত ডাকে মাভৈঃ ॥

৪৫

প্রণমামি শ্রীদুর্গে নারায়ণী
গৌরি শিবে সিদ্ধি বিধায়িনি।
মহামায়া অম্বিকা আদ্যাশক্তি
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ প্রদায়িনী ॥
শুম্ভ নিশুম্ভ-বিমর্দিনি চণ্ডি
নমো নমঃ দশ-প্রহরণ ধারিণি
দেবী সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-বিধাত্রি
জয় মহিষাসুর-সংহারিণি ॥
যুগে যুগে দনুজ-দলনি মহাশক্তি
যোগ-নিদ্রা মধুকৈটভ নাশিনি
বেদ-উদ্ধারিণি মণিদ্বীপ-বাসিনি
শ্রীরাম অবতারে বরাভয় দায়িনি ॥

৪৬

খড়ের প্রতিমা পূজিস্‌রে তোরা
মাকে তো তোরা পূজিস্‌নে।
প্রতিমার মাঝে প্রতিমা বিরাজে
হায়রে অন্ধ বুঝিস্‌ নে ॥
বছর বছর মাতৃপূজার ক'রে যাস্‌ অভিনয়
ভীরু সন্তানে হেরি' লজ্জায় মা ও যে পাষাণময়।
মাকে জিনিতে সাধন-সমরে
সাধক ত কেহ বুঝিস্‌ নে ॥
মাটির প্রতিমা গ'লে যায় জলে,
বিজয়ায় ভেসে যায়,
আকাশ বাতাসে মা'র স্নেহ জাগে
অতন্দ্র করুণায়।
তোরই আশে পাশে তাঁর কৃপা হাসে
কেন সেই পথে তাঁরে খুঁজিস্‌ নে

৪৭

দোলে নিতি নব রূপের ঢেউ-পাথার
ঘনশ্যাম তোমারি নয়নে।
আমি হেরি যে নিখিল বিশ্বরূপ—
সম্ভার তোমারি নয়নে ॥

তুমি পলকে ধর নাথ সংহার-বেশ,
হও পলকে করুণা-নিদান পরমেশ,
নাথ ভরা যেন বিষ অমৃতের ভাণ্ডার
তোমার দুই নয়নে ॥

ওগো মহা-শিশু, তব খেলাঘরে
এ কি বিরাট সৃষ্টি বিহার করে,
সংসার চক্ষে তুমিই হে নাথ,
সংসার তোমারি নয়নে ॥

তুমি নিমেষে রচি' নব বিশ্বছবি
ফেল নিমেষে মুছিয়া হে মহাকবি,
করে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভুবন—
সঞ্চার তোমারি নয়নে ॥

তুমি ব্যাপক বিশ্ব চরাচরে
জড় জীব জন্তু নারী নরে,
কর কমল-লোচন, তোমার রূপ—
বিস্তার হে আমারি নয়নে ॥

৪৮

নিপীড়িতা পৃথিবী ডাকে জাগো চণ্ডিকা মহাকালী।
মৃতের শ্মশানে নাচো মৃত্যুঞ্জয়ী মহাশক্তি দনুজ দলনী করালী ॥
প্রাণহীন শবে শিব-শক্তি জাগাও
নারায়ণের যোগ-নিদ্রা ভাঙাও
অগ্নি শিখায় দশ দিক্ রাঙাও
বরাভয়দায়িনী, নৃমুণ্ড মালী ॥
শ্রীচণ্ডীতে তোরই শ্রীমুখের বাণী
কলিতে আবির্ভাব হবে তোর ভবানী।
এসেছে কলি, কালিকা এলি কই!
শুম্ভ নিশুম্ভ জন্মেছে পুনঃ ঐ
অভয় বাণী তব মাভৈঃ মাভৈঃ
শুনিব কবে মাগো খর-করতালি ॥

৪৯

নীলোৎপল-নয়না নীলবর্ণা শাকম্ভরী।
শত চোখে শত নীল পদ্ম ফুটিয়াছে মরি, মরি॥
দয়াময়ী মা'র কর-পল্লবে
ফল-মূল-ফুল-পল্লব শোভে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা ও জ্বরা নাশিনী মহাদেবী, বিষহরি॥
দারুণ দৈন্য দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির কালে
এই জননী আমার শতাক্ষীরূপে শস্যে বৃষ্টি ঢালে।
নাশি' দুর্গম দৈত্যে জননী
হ'লেন দুর্গা দুষ্ট দমনী,
ইনিই পার্বতী, বিশোকা চণ্ডী, কালী পরমেশ্বরী

৫০

সতী মা কি এলি ফিরে ভোলানাথে ভুলাতে।
শ্মশান বাসী হরের গলায় বরণ-মালা দুলাতে॥
সতীর শোকে ভৈরব বেশ
প্রলয়-ধ্যানে মগ্ন মহেশ
তাই, নেমে এলি হিমালয়ে অটল শিবে টলাতে॥
তোর মায়াকে করবে মা জয় নেই হেন কেউ ত্রিলোকে;
অনন্ত দেবদেবীরে তুই ভুলাস্ মায়ায় পলকে।
কৈলাসে তুই শিবালয়ে
রইলি এবার নিত্যা হ'য়ে
ওমা, প্রেমের কাছে হার মেনে তুই নেমে এলি ধূলাতে॥

৫১

সখি সে হরি কেমন বল্‌।
নাম শুনে যার এত প্রেম জাগে
চোখে আনে এত জল ॥
সেকি আসে এই পৃথিবীতে
গাহি' রাধা নাম বাঁশরীতে ?
যার অনুরাগে বিরহ-যমুনা হয়ে উঠে চঞ্চল ॥
তারে কি নামে ডাকিলে আসে
কোন্‌ রূপ কোন্‌ গুণ পাইলে সে রাধা সম ভালোবাসে ?
সখি শুনেছি সে নাকি কালো
জ্বালে কেমনে সে এত আলো
মায়া ভুলাইতে মায়াবী সে নাকি
করে গো মায়ার ছল ॥

৫২

যাস্‌নে মা ফিরে, যাস্‌নে জননী—
ধরি দুটি রাঙা পায়।
শরণাগত দীন সন্তানে ফেলি' ধরার ধূলায়।
(মাগো) ধরি দু'টি রাঙা পায় ॥
(মোরা) অমর নহি মা দেবতাও নহি
শত দুখ সহি' ধরণীতে রহি'
মোরা অসহায়, তাই অধিকারী মাগো তোর করুণায় ॥
দিব্য শক্তি দিলি দেবতারে
মৃত্যু-বিহীন প্রাণ,
তবু কেন মাগো তাহাদেরি তরে
তোর এত বেশী টান ?

(আজো) মরেনি অসুর মরেনি দানব
ধরণীর বুকে নাচে তাণ্ডব
সংহার নাহি করি' সে অসুরে কে'ন যাস্ বিজয়ায় ॥

৫৩

বিজয়োৎসব ফুরাইল মাগো,
ফিরে আয় ফিরে আয়।
আনন্দিনী গিরি-নন্দিনী!
শিবলোকে অমরায় ॥
কৈলাসে শিব যাপিতেছে দিন
শব-সম, হ'য়ে শক্তি বিহীন।
সপ্ত স্বর্গ দেবদেবী কাঁদে
আঁধারে মা নিরাশায় ॥

৫৪

যাহা কিছু মম আছে প্রিয়তম
সকলি নিয়ো হে স্বামী।
যত সাধ আশা প্রীতি ভালবাসা
সঁপিনু চরণে আমি ॥

ধরে যারে রাখি আমার বলিয়া
সহসা কাঁদায়ে যায় সে চলিয়া
অনিমেষ-আঁখি তুমি ধ্রুবতারা
জাগো দিবসযামী ॥

মায়ার ছলনায় পুতুল খেলায়
ভুলাইয়া প্রভু রেখেছিলে আমায়,
ভুলেছি সে খেলা, আজি অবেলা
তোমারি দুয়ারে থামি ॥

৫৫

বিষ্ণু সহ ভৈরব অপরূপ মধুর মিলন
শম্ভু মাধব ॥

দক্ষিণে শঙ্কর শ্রীহরি বামে
মিলিয়াছে যেন রে কানু বলরামে
দেখি একসাথে যেন দেখিরে
স্বয়ম্ভু কেশব ॥

বিমল চেতনা আনন্দ মগন
শিব নারায়ণের যুগল মিলন
একসাথে ব্রজধাম শিবলোকে
অরূপ স্বরূপ নেহারি চোখে
শোন্‌রে একসাথে বেণু্কার প্রণব ।

৫৬

ব্রহ্মময়ী জননী মোর
মোরে অব্রাহ্মণ কে বলে ।
শ্যামা নামের জঠরে মোর
নব জন্ম ভূতলে ॥

মা চণ্ডীকারে মা ব'লেরে
আমি হলাম দ্বিজ
[আমি দ্বিতীয় বার জন্ম নিলাম
চণ্ডীকারে মা বলে আমি দ্বিতীয় বার জন্ম নিলাম]

মা আদর ক'রে নাম রেখেছেন
পুত্র মনসিজ।
অক্ষ-মালার যজ্ঞোপবীত
মা, পরালেন মোব গলে
রুদ্রাক্ষ মালার যজ্ঞোপবীত
মা, পবালেন মোব গলে ॥

মোরে কে কবে অস্পৃশ্য ব'লে
দিয়েছিল গালি
আমি কেঁদেছিলাম ' মা" ব'লে তাই
মা হ'লেন মোব কালী।
মা হলেন ভদ্রকালী ॥

মোরে পতিত ব'লে ঘৃণা যা'বা কবেছিল আগে
আজ মায়ের কোলেই তাহাদেরেই
ডাকি অনুরাগে।
ওরে আয়বে তোরা আয়রে চ'লে
জগত-জননীর কোলে ॥

৫৭

ভবানী শিবানী দশপ্রহরণ ধারিণী
দুখ পাপ তাপ-হারিণী ভবানী ॥
কলুষ রিপু দানব-জয়ী
জগত-মাতা করুণাময়ী
জয় পরমা শক্তি মাগো
ত্রিলোক-ধারিণী ॥

৫৮

ভারত লক্ষ্মী মা আয় ফিরে এ-ভারতে।
ব্যথায় মোদের চরণ ফেলে – অরুণ আশার সোনার রথে ॥
অশ্রু-গঙ্গার জলে ধুই মা তোর চরণ নিতি—
ত্রিশ কোটি কণ্ঠে বাজে রোদনে তোর বোধন গীতি,
আয় মা দলিত রাঙা হৃদয় বিছানো পথে ॥
বিজয়া তোর হল কবে শতাব্দি চলিয়া যায়—
ভারত-বিজয়-লক্ষ্মী ভারতে ফিরিয়া আয়।
বিসর্জনের কান্না মা
তুই এবার এসে থামা,
সফল কর্ এ-তপস্যা মা স্থান দে স্বাধীন জগতে ॥

৫৯

ভারত শ্মশান হ'ল মা তুই শ্মশান বাসিনী ব'লে।
জীবন্ত শব নিত্য মোরা চিতাগ্নিতে মরি জ্ব'লে ॥
আজ হিমালয় হিমে ভরা
দারিদ্র্য-শোক-ব্যাধি জ্বরা।
নাই যৌবন, সেদিন হ'তে শক্তিময়ি, গেছিস্ চ'লে ॥

"(তুই) ছিন্নমস্তা হ'য়েছিস, তাই হানাহানি হয় ভারতে।
নিত্য-আনন্দিনী, কেন টানিস নিত্যানন্দ পথে ?
শিব-সিমন্তিনী-বেশে
খেল মা আবার হেসে হেসে
ভারত মহাভারত হবে আয় মা ফিরে মায়ের কোলে

৬০

মায়ের আমার রূপ দেখে যা
মা যে আমার কেবল জ্যোতিঃ।
মা'র কৌশিকী রূপ দেখরে চেয়ে
মা শুদ্ধা মহাসরস্বতী ॥
পরম শুভ্র জ্যোতির্ধারায়
নিখিল বিশ্ব যায় ডুবে যায়।
কোটি শ্বেত-শতদলে বিরাজে মা বেদবতী ॥
সপ্ত স্বর্গ, সপ্ত পাতাল
শুদ্ধ হয়ে উঠল নেয়ে
সাত্বিকী মোর জগন্মাতার
জ্যোতিঃ সুধার প্রসাদ পেয়ে।
নৃত্যময়ী শব্দময়ী কালী
এল শান্ত-কল্যাণ দীপ জ্বালি'
দেখরে পরমাত্মায় সব
জননী সে জ্যোতিষ্মতী ॥

৬১

মাগো কে তুই, কার নন্দিনী
ভ্রমর লয়ে করিস্ খেলা
তনুতে মা তোর সপ্তবর্ণ
ইন্দ্রধনুর রঙের মেলা ॥
একি অপরূপ চিত্রকান্তি
স্নিগ্ধ নয়নে একি প্রশান্তি
চিত্র-ভ্রমর মুঠো মুঠো নিয়ে
আকাশে ছড়াস্ সারাটি বেলা।
ভূষিতা চিত্র-আভরণে তুই
তেজো মণ্ডল-বিমণ্ডিতা
কে তুই ত্রিলোক-হিতার্থিনী
ভ্রামরী রূপা আনন্দিতা।
কোন সে অসুর বধিবার আশে
ভ্রমর ছাড়িস্ আকাশে বাতাসে
সব উৎপাৎ বিনাশিনী শিবে
দে মা আমারে চরণ ভেলা ॥

৬২

মাকে ভাসায়ে ভাটির স্রোতে,
কেমনে রহিব ঘরে।
শূন্য ভবন শূন্য ভুবন
কাঁদে হাহাকার ক'রে ॥

মা যে নদীর জল তরঙ্গ প্রায়
ভরা কূলে কূলে, তবু, ধরা নাহি যায়,
রাখিতে নারিনু পাষাণীরে মোরা
পাষাণ দেউলে ধ'রে ॥

৬৩

মোরা মাটির ছেলে, দু'দিন পরে মাটিতে মিশাই।
আসে খড়ের প্রতিমা হ'য়ে মা আমাদের তাই ॥
সে কয়না কথা, দেয় না স্নেহ-কোল্
মা, মা ব'লে যতই কেন বাজা না ঢাক্-ঢোল্,
তোর ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা মেটে হ'য়ে শ্মশান-ছাই ॥
সে দেবতাদের চিন্ময়ী মা, অসুরও পায় দেখা
মার অসুরও পায় দেখা।
মা'র জড় পাষাণ মূর্তি হেরে শুধু মানুষ একা
রে ভাই শুধু মানুষ একা
মোরা ম'রে এবার আস্‌ব অসুর হ'য়ে
মুণ্ড মোদের দুল্‌বে রে ভাই
মা'র কণ্ঠে র'য়ে।
নাই বিসর্জন যে জননীর সেই মাকে মোরা চাই ॥

৬৪

মুরলী ধ্বনি শুনি ব্রজ-নারী।
যমুনা তটে আসিল ছুটে
কুল-মান, যৌবন দিল চরণে ডারি ॥
পবন গতিহীন রহে
যমুনা উজান বহে
বাঁশরী শুনি বিসরে গীত
ময়ুর ময়ূরী শুক-সারি ॥

সচকিত ধেনুগণ তৃণ নাহি পরশে ;
পূবালী-হাওয়া কানন-পথে
নীপ কেশর বরষে ।
বেভুল আহিরিণী
চেয়ে থাকে উদাসিনী
বাঁশরী শুনি বিসরি' গেল
নিতে গাগরীতে বারি ॥

৬৫

মা তোর্ কালো রূপের মাঝে
রসের সাগর লুকিয়ে আছে ।
তোর্ কৃষ্ণ-জ্যোতির আড়ালে টেনে
মোর প্রেমময় নাচে নাচে ॥
(নাচে গো)
আমি যাঁহার পরম তৃষ্ণা লয়ে কাঁদি
ওমা কৃষ্ণা কেন রাখ্‌লি তারে বাঁধি
ওমা যোগমায়া সে যে বাজায় বাঁশী
তোরই রূপের কদম গাছে ॥
আমার অভয়-সুন্দরেরে কেন ভয়ের আবরণে
রাখ্‌লি ঢেকে মাগো
আমি কাঁদব কত এই বিরহের বৃন্দাবনে ।
ওমা তার শক্তি যমুনারই তীরে
নাম লয়ে মোর শ্যাম যে কেঁদে ফিরে,
তুই কোলে করে মেয়েরে তোর
নিয়ে যা তার পায়ের কাছে ॥

৬৬

মম মধুর মিনতি শুন ঘনশ্যাম গিরিধারী
কৃষ্ণমুরারী, আনন্দ ব্রজে তব সাথে মুরারী ॥
যেন নিশিদিন মুরলীধ্বনি শুনি
উজান বহে প্রেম-যমুনারি বারি।
নূপুর হয়ে যেন হে বন-চারী
চরণ জড়ায়ে ধ'রে কাঁদিতে পারি ॥

৬৭

কোথায় তুই খুঁজিস্ ভগবান
সে যে রে তোর্ মাঝে রয়,
চেয়ে দেখ্ সে তোর্ মাঝে রয়।
সাজিয়া যোগী ও দরবেশ
খুঁজিস্ যারে পাহাড় জঙ্গলময়।
চেয়ে দেখ্ সে তোর্ মাঝে রয় ॥
আঁখি খোল্ ইচ্ছা-অন্ধের দল
নিজেরে দেখ্না আয়নাতে,
দেখিবি তোরই এই দেহে
নিরাকার তাহার পরিচয় ॥
ভাবিস্ তুই ক্ষুদ্র কলেবর,
ইহাতেই অসীম নীলাম্বর,
এ দেহের আধারে গোপন
রহে রে বিশ্ব চরাচর,
প্রাণে তোর প্রাণের ঠাকুর
বেহেশ্তে স্বর্গে—কোথাও নয় ॥

এই তোর মন্দির মস্‌জিদ
এই তোর কাশী বৃন্দাবন,
আপনার পানে ফিরে চল্‌
কোথা তুই তীর্থে যাবি মন !
এই তোর মক্কা মদিনা,
জগন্নাথ-ক্ষেত্র এই-হৃদয় ॥

৬৮

মেঘে আর বিজুরীতে মিশায়ে
কে রচিল তনুখানি তোর্‌।
ওরে সুন্দর নওল-কিশোর।
যশোদার অন্তর কামনা
রাধিকার যত প্রেম-সাধনা
হরণ কবিলে চিত-চোর
সুকোমল প্রেম-কিশোর ॥
কুঞ্জে ঘিরিয়া তোরে ফুল ব'লে ভুল ক'রে
বনের ভ্রমরী যদি যায়
রূপ দেখে ভালবেসে বনের ময়ূরী এসে
শিখি পাখা যতনে সাজায়।
চাঁদ মুখখানি চেয়ে
ছুটে যায় আপনি চকোর,
অপরূপ রূপ কিশোর।
সুন্দর নওল-কিশোর ॥

৬৯

তোমার মহাবিশ্বে কিছু হারায় নাকো কভু।
আমরা অবোধ অন্ধ মায়ায় তাইতো কাঁদি প্রভু॥
তোমার মতন তোমার ভুবন
চির-পূর্ণ হে নারায়ণ
দেখতে না পায় অন্ধ নয়ন
তাই এ দুঃখ প্রভু॥
ঝরে যে ফল ধূলায় জানি হয়না কভু হারা
ঐ ঝরা ফলে নেয় যে জনম তরুণ তরুর চারা।
(জানি হয় না কভু হারা)।
হারাল মোর প্রিয় যারা
তোমার কাছে আছে তারা
আমার কাছে নাই তাহারা
হারায়নি তো তবু॥

৭০

কোন্ রস যমুনার কূলে বেণু-কুঞ্জে
হে কিশোর বেণুকা বাজাও॥
মোর অনুরাগ যায় যেথা, তনু যেতে নারে
তুমি সেই ব্রজের পথ দেখাও।
মোর অন্ধ আঁখি কাঁদে চাঁদের তৃষায়
তব পানে চেয়ে রাত কেটে যায়
বঁধু এই ভিখারিণী সেই মাধুকরী চায়
মধুবনে, গোপীগণে যে মধু দাও॥

প্রেমহীন-নীরস জীবন লয়ে,
পথে পথে ফিরি বৈরাগিণী হ'য়ে--
বুঝি আমি চাই তাই তব প্রেম নাহি পাই
কৃপা কর, প্রেমময় তুমি মোরে নাও

৭১

জয় বাণী বিদ্যাদায়িনী।
জয় বিশ্ব লোক-বিহারিণী ॥

সৃজন-আদিম তমঃ অপসারি'
সহস্র দল কিরণ বিথারি
আসিলে মা তুমি গগন বিদারি
মানস-মরাল-বাহিনী ॥

ভারতে ভারতী মূক তুমি আজি
বীণাতে উঠিছে ক্রন্দন বাজি
ছিন্ন-চরণ শতদল রাজি
কহিছে বিষাদ-কাহিনী ॥

উঠ মা আবার কমলাসীনা
করে ধর পুনঃ সে রুদ্র বীণা,
নব সুর তানে বাণী দীনাহীনা
জাগাও অমৃত ভাষিণী ॥

৭২

জয় বিবেকানন্দ বীর সন্ন্যাসী চির গৈরিকধারী।
জয় তরুণ যোগী, শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রত-সহায়কারী ॥
যজ্ঞাহুতির হোম-শিখা সম
তুমি তেজস্বী তাপস পরম
ভারত অরিন্দম নমো নমো
ভারত অরিন্দম নমো নমো
বিশ্ব মঠ-বিহারী ॥
(মদ) গর্বিত বল-দর্পীর দেশে মহাভারতের বাণী
শুনায়ে বিজয়ী, ঘুচাইলে স্বদেশের অপযশ গ্লানি
(নব) ভারতে আনিলে তুমি নব বেদ
মুছে দিলে জাতি ধর্মের ভেদ
জীবে ঈশ্বরে অভেদ আত্মা
জানাইলে হুঙ্কারি ॥

৭৩

অরুণ কান্তি কে গো যোগী ভিখারী
নীরবে হেসে দাঁড়াইলে এসে
প্রখর তেজে তব নেহারিতে নারি ॥
রাস-বিলাসিনী আমি আহিরিণী
শ্যামল কিশোর রূপ শুধু চিনি
অম্বরে হেরি আজ একি জ্যোতিঃপুঞ্জ
হে গিরিজাপতি! কোথা গিরিধারী ॥
সম্বর সম্বর মহিমা তব হে ব্রজেশ ভৈরব, আমি ব্রজবালা
হে শিব সুন্দর, বাঘছাল পরিহর, ধর নটবর বেশ পর নীপ-মালা ॥

নব মেঘ চন্দনে ঢাকি অঙ্গজ্যোতিঃ
প্রিয় হ'য়ে দেখা দাও ত্রিভুবন-পতি
পার্বতী নহি আমি আমি শ্রীমতী
বিষাণ ফেলিয়া হও বাঁশরী ধারী ॥

৭৪

রোদনে তোর বোধন বাজে
আয় মা শ্যামা জগন্ময়ী।
আমরা যে তোর মানব-ছেলে
আমরা ত মা দানব নই ॥
তোর মাথায় গেছে রক্ত চড়ে'
তাই পা রেখেছিস শিবের 'পরে
স্বামী কে তুই মা চিন্‌তে নারিস্
চিনবি ছেলেয় কেম্‌নে কই ॥
তোর বাবা যেমন অটল পাষাণ
তেমনি অটল তোরও কি প্রাণ!
তুই সব খেয়েছিস সকল-খাগি
এবার শুধু ভিক্ষা মাগি'
তোর আপনার ছেলের মাথা খা তুই
মোরাও দুঃখ মুক্ত হই ॥

৭৫

তুমি দুখের বেশে এলে ব'লে ভয় করি কি হরি।
দাও ব্যথা যতই, তোমায় ততই নিবিড় ক'রে ধরি
আমি ভয় করি কি হরি ॥

আমি　　শূন্য ক'রে তোমার ঝুলি

দুঃখ নেব বক্ষে তুলি',

আমি　　করব দুঃখের অবসান আজ

সকল দুঃখ বরি'।

আমি　　ভয় করি কি হরি॥

তুমি　　তুলে দিয়ে সুখের দেয়াল

ছিলে আমার প্রাণের আড়াল,

আজ　　আড়াল ভেঙে দাঁড়ালে মোর

সকল শূন্য ভরি'।

আমি ভয় করি কি হরি।

৭৬

বল্‌রে জবা বল্।

কোন্ সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণতল

মায়া তরুর বাঁধন টু'টে

মায়ের পায়ে পড়লি লুটে,

মুক্তি পেলি, উঠলি ফুটে

আনন্দ বিহ্বল।

তোর সাধনা আমার লেখা জীবন হোক সফল॥

কোটি গন্ধ-কুসুম ফোটে বনে মনোলোভা,

কেমনে মা'র চরণ পেলি তুই তামসিক জবা!

তোর মত মা'র পায়ে রাতুল

হব কবে প্রসাদী ফুল,

কবে উঠবে রেঙে—

ওরে মায়ের পায়ের ছোঁওয়া লেগে উঠবে রেঙে,

কবে তোরই মত রাঙবে রে মোর মলিন চিত্ত-দল॥

৭৭

তুই পাষাণ-গিরির মেয়ে হলি
পাষাণ ভাল বাসিস্ বলে
(ওমা) গলবে কি তোর পাষাণ হৃদয়
তপ্ত আমার নয়ন জলে
তুই বইয়ে নদী পিতার চোখে
লুকিয়ে বেড়াস লোকে লোকে
মহেশ্বরও পায় না তোকে—
প'ড়ে মা তোর চরণতলে ॥
কোটি ভক্ত যোগী ঋষি
ঠাঁই পেল না তোর চরণে
তাই, ব্যথায় রাঙা তাদের হৃদয়
জবা হয়ে ফোটে বনে ॥
(আমি) শুনেছি মা ভক্তিভরে
মা বলে যে ডাকে তোরে
(তুই) অমনি গ'লে অশ্রু-লোরে
ঠাঁই দিস্ তোর অভয় কোলে ॥

৭৮

তোর মেয়ে যদি থাকত উমা
বুঝতিস্ তোর মায়ের ব্যথা
যেমন বাবা তেমনি মেয়ে
এইটুকু নাই মমতা ॥

ওমা, কেউ আছে কি ত্রিসংসারে
এই চাঁদ মুখ ভুল্‌তে পারে
মোর ঘর-বিরাগী জামাই গাহেন
পঞ্চমুখে তোরই কথা ॥
ওমা, দিন গুণে আর পথ চেয়ে মোর যে অনলে
পরান জ্বলে ।
তুই যদি তা জানতিস্ উমা (তোর) পাষাণ হিয়াও
যেত গ'লে ॥
(তোর) আগমনী বাঁশী বাজে
নিশিদিন এ বুকের মাঝে
কেঁদে কেঁদে শুধাই সবে আস্‌বি কবে সেই বারতা ।

৭৯

মোর লীলাময় লীলা করে আমার দেহের আঙিনাতে
রসের লুকোচুরি খেলা নিত্য আমার তা'রি সাথে ॥
(তারে) নয়ন দিয়ে খুঁজি যখন
অন্তরে সে লুকায় তখন ।
(আবার) অন্তরে তা'য় ধরতে গেলে লুকায় গিয়ে নয়ন পাতে ।
ঐ দেখি তা'র হাসির ঝিলিক আমার ধ্যানের ললাট মাঝে
ধরতে গেলে দেখি সে নাই, কোন সুদূরে নূপুর বাজে ।
(যেন) বর-ক'নে এক বাসরঘরে
অনন্তকাল বিরাজ করে—
তবু তা'দের হয় না দেখা হয় না মিলন হাতে হাতে ॥

৮০

মা তোর চরণ-কমল ঘিরে
চিত্ত ভ্রমর বেড়ায় ঘুরে।
(ওমা) সাধ মেটে না দেখে দেখে
(যত) দেখি তত নয়ন ঝুরে ॥
ঐ চরণ চিহ্ন বক্ষে এঁকে
চরণ পরাগ ধূলি মেখে
(আমি) গ্রহ-তারায় লোকে লোকে
(তোর) নাম গেয়ে যাই সুরে সুরে ॥
তোর চরণের ধূলি নিয়ে ললাটে মোর তিলক আঁকি
ঐ চরণের পানে চেয়ে ধ্রুবতারা হল আঁখি।
তোর চরণের মধু যদি
পাই মা আমি নিরবধি
(আমি) লক্ষ কোটি জনম নিয়ে (মাগো
বেড়াব ত্রিভুবন জুড়ে ॥

৮১

বর্ষা গেল, আশ্বিন এল, উমা এল কই
শূন্য ঘরে কেমন করে পরান বেঁধে রই
ও গিরিরাজ! সবার মেয়ে
মায়ের কোলে এল ধেয়ে
আমারই ঘর রইল আঁধার
আমি কি মা নই?
নাই শাশুড়ী ননদ উমার, আদর করার নাই
(কেহ) আদর করার নাই
(মা) অনাদরে কালী সেজে বেড়ায় নাকি তাই।

মোর গৌরী বড় অভিমানী
সে বুঝ্‌বে না মা'র প্রাণ-পোড়ানী
আস্‌তে তারে সাধতে হবে
ওর যে স্বভাব ওই ॥

৮২

মাগো, আজও বেঁচে আছি তোরই প্রসাদ পেয়ে
তোর দয়ায় মা অন্নপূর্ণা তোরই অন্ন খেয়ে।
কবে কখন খেলার ছলে ডেকেছিলাম শ্যামা বলে
সেই পুণ্যে ধন্য আমি আজ তোরই নাম গেয়ে ॥
তোরই নাম গান বিনা পুণ্য কিছুই নাই
পাপী হয়েও পাই আমি তাই যখন যাহা চাই
দুঃখে শোকে বিপদ ঝড়ে বাঁচাস মা তুই বক্ষে ধরে
দয়াময়ী নাই কেহ মা ভবানী তোর চেয়ে ॥

৮৩

কানে আজও বাজে আমার
তোমার গানের রেশ।
নয়নে মোর জাগে তোমার
নয়নের আবেশ ॥
তোমার বাণী অনাহত
দুলে কানে ফুলের মত
ও গান যদি কুসুম হ'ত
সাজাতাম মোর কেশ ॥
নদীর ধারে যেতে নারি শুনে জলের সুর
মনে আনে তোমারই গান করুণ বিধুর।

শুনি বুনো পাখির গীতি
জাগে তোমার গানের স্মৃতি
পরান আমার যায় যে ভেসে
তোমার সুরের দেশ ॥

৮৪

সুখ-দিনে ভুলে থাকি,
বিপদে তোমারে স্মরি,
ডুবাবে কি তব নাম
আমারে ডুবাইয়া ॥
মা'র কাছে মার খেয়ে
শিশু যেমন ডাকে মাকে
যত দাও দুখ শোক
ততই ডাকি তোমাকে।
জানি শুধু তুমি আছ
আসিবে আমার ডাকে,
তোমারি এ তরী প্রভু,
তুমি চল বাহিয়া ॥

৮৫

জয় নারায়ণ অনন্তরূপধারী বিশাল
কভু প্রশান্ত উদার কভু কৃতান্ত করাল ॥
কভু পার্থ-সারথী-হরি
বংশীধারী কংস-অরি
কভু গোপাল বনমালী কিশোর রাখাল ॥

বিপুল মহা বিরাট কত বৃন্দাবন-বিলাসী
শঙ্খচক্র-গদা পদ্মপাণি মুখে মধুর হাসি !
স্বষ্টি বিনাশে লীলা বিলাসে
মগ্ন তুমি আপন ভাবে অনাদিকাল ॥

৮৬

পায়েল বোলে রিনিঝিনি
নাচে রূপ মঞ্জরী শ্রীরাধার সঙ্গিনী ॥
ভাব-বিলাসে
চাঁদের পাশে
ছড়ায়ে তারার ফুল নাচে যেন নিশীথিনী
নাচে উড়ায়ে নীলাম্বরী অঞ্চল।
মৃদু মৃদু হাসে আনন্দ-রাসে
শ্যামল চঞ্চল।
কভু মৃদু মন্দ
কভু ঝরে দ্রুত তালে
সুমধুর ছন্দ।
বিরহের বেদনা মিলন-আনন্দ
ফোটায় তনুর ভঙ্গিমাতে—
ছন্দ-বিলাসিনী ॥

৮৭

প্রভু, লহ মম প্রণতি
(আমি) জনমে জনমে নিবেদিতা—
লহ প্রেম-আরতি ॥
তোমারি লাগিয়া সব সুখ ছাড়িনু
প্রভুজী—ফিরায়ো না মোরে।

সকল তেয়াগি পেয়েছি হৃদয়ে
তব প্রিয় মূরতি ॥
পরানে বাজে মোর মিলনবাঁশী
নয়নে তবু বহে ধারা
বিরহের রাতে মম দুখ-ভাগী
কে হবে প্রভু তুমি ছাড়া ?
কত না স্রোতের ফুল তোমারি পূজাতে
ঠাঁই পায় তব চরণে
আমার হৃদয় প্রভু, সেও তো স্রোতের ফুল
রাখ' মম বিনতি ॥

৮৮

পথে কি দেখ্‌লে যেতে আমার গৌর দেবতারে।
যারে কোল যায় না দেওয়া, কোল দেয় সে ডেকে তারে
নবীন সন্ন্যাসী, সে রূপে তার পাগল করে
আঁখির ঝিনুকে তার অবিরল মুক্তা ঝরে
কেঁদে সে কৃষ্ণের প্রেম ভিক্ষা মাগে দ্বারে দ্বারে ॥
(আমার গৌর)
জগতের জগাই-মাধাই মগ্ন যারা পাপের পাঁকে
সকলের পাপ নিয়ে সে সোনার গৌর-অঙ্গে মাখে।
উদার বক্ষে তাহার ঠাঁই দেয় সকল জাতে
দেখেছ প্রেমের ঠাকুর সচল জগন্নাথে ?
একবার বল্‌লে হরি যায় নিয়ে সে ভবপারে ॥
(আমার গৌর)

৮৯

রাধাকৃষ্ণ নামের মালা
জপ দিবানিশি নিরালা ॥
অগতির গতি গোকুলের পতি
শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি দেয় যে শ্রীমতী
ভব-সাগরে কৃষ্ণনাম ধ্রুবজ্যোতি
(সেই) কৃষ্ণের প্রিয়া ব্রজবালা।
পাপ-তাপ হবে দূর হরির নামে
শ্রীমতী রাধা যে হরির বামে
ঐ নাম জপি যাবি গোলকধামে
রাধানাম হরে দুঃখ জ্বালা ॥
কৃষ্ণ মূরতি হৃদি মন্দিরে রাখ
সাধনে সিদ্ধি হবে রাধা বলে ডাক—
জপ রে যুগল নাম রাধাশ্যাম রাধাশ্যাম
আঁধার জগত হবে আলো ॥

৯০

শ্যামসুন্দর গিরিধারী
মানস মধুবনে মধু মাধবী সুরে
মুরলী বাজাও বনচারী ॥
মধুরাতে হে হৃদয়েশ
মাধবী চাঁদ হয়ে এস
হৃদয়ে তুলিও ভাবেরই উজান
রস-যমুনা-বিহারী

অন্তরমন্দিরে প্রীতি-ফুল-শয্যায়
বিলাস কর লীলা-বিলাসী
আঁখির প্রদীপ জ্বালি শিয়রে জাগিয়া রব
শ্যাম তব রূপ-পিয়াসী।
যত সাধ আশা গেল ঝরিয়া
পর তাই গলে মালা করিয়া
নূপুর করিব তব চরণে
গাঁথি মম নয়নের বারি॥

৯১

শ্রীকৃষ্ণ মুরারি গদাপদ্মধারী
মধুবনচারী গিরিধারী
ত্রিভুবন-বিহারী॥
লীলাবিলাসী গোলকবাসী
রাধা তুলসী প্রেম পিয়াসী।
মহাবিরাট বিষ্ণু ভূভার হরণকারী
নব নীরদ কান্তি শ্যাম
চিরকিশোর অভিরাম
রসঘন আনন্দ রূপ
মাধব বনোয়ারী॥

৯২

খেলে নন্দের আঙিনায় আনন্দদুলাল
রাঙা চরণে মধুর সুরে বাজে নূপুর তাল
নবীন নটুয়াবেশে
নাচে কভু হেসে হেসে

যশোমতীর কোলে এসে
দোলে কভু গোপাল ॥
"ননী দে" বলিয়া কাঁদে প্রভু রোহিণী কোলে
জড়ায়ে ধরে কভু কদম-তরু, তমাল-ডালে দোলে
(কভু) দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে
বাজায় মুরলী লয়ে
কভু সে চরায় ধেনু
বনের রাখাল ॥

৯৩

দোলে ঝুলন-দোলায় দোলে নওল কিশোর
গিরিধারী হরষে।
মৃদঙ্গ বাজে নভচারী মেঘে
বারিধারা রুমুঝুমু বরষে ॥
নাচে ময়ূর নাচে কুরঙ্গ
কাজরী গাহে বন-বিহঙ্গ
যমুনা জলে বাজে জলতরঙ্গ
শ্যামসুন্দর রূপ দরশে ॥

৯৪

দিও বর হে মোর স্বামী যবে যাই আনন্দ-ধামে
যেন প্রাণ ত্যজি হে স্বামী শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ নামে ॥
ভাসি যেন আমি ভাগীরথী নীরে
অথবা প্রয়াগে যমুনা তীরে
অন্তিম সময় হেরি আঁখি নীরে
যেন মোর রাধাশ্যামে ।

ব্রজ গোপালের শুনায়ে নূপুর
মরণ আমার করিও মধুর
বাজায়ো বাঁশী, দাঁড়ায়ো আসি
রাধারে লইয়া বামে ॥

৯৫

দোলে বন-তমালের ঝুলনাতে কিশোরী কিশোর
চাহে দুঁহু দোঁহার মুখপানে চন্দ্র-চকোর
যেন চন্দ্র-চকোর
প্রেম আবেশে বিভোর ॥
মেঘ মৃদং বাজে সেই ঝুলনের ছন্দে
রিম্‌ঝিম্‌-বারিধারা ঝরে আনন্দে
হেরিতে যুগল শ্রীমুখচন্দে
গগন ঘেরিয়া এল ঘন-ঘটা ঘোর ॥
নব নীরদ দরশনে চাতকিনী প্রায়
ব্রজ-গোপিনী-শ্যামরূপে তৃষ্ণা মিটায়
গাহে বন্দনা গান দেবদেবী অলকায়
ঝরে বৃষ্টির সৃষ্টির প্রেমাশ্রু-লোর ॥

৯৬

ওগো অন্তর্যামী ভক্তের শোন নিবেদন
যেন থাকে নিশিদিন তোমারি সেবায় মোর
তনু-প্রাণ-মন ॥
নয়নে কেবল দেখি যেন আমি
তোমারি স্বরূপ ত্রিভুবন স্বামী,
শিরে বহি যেন তোমারই পূজার অর্ঘ্য অনুক্ষণ

এ রসনা শুধু জপে তব নাম এই বর দাও নাথ,
তোমারই চরণে সেবায় লাগুক মোর দুটি হাত,
ওঠে তব নাম প্রতি নিঃশ্বাসে
শ্রবণে কেবলি তব নাম ভাসে
তব মন্দির-পথে যেন সদা চলে মোর এ চরণ ॥

৯৭

ব্রজদুলাল ঘনশ্যাম মোর
হৃদে কর বিহার হে ॥
নব অনুরাগের জ্বালায়ে বাতি
অঙ্গে অঙ্গে রাখি তব শেজ পাতি
গাঁথি অশ্রু-মোতিহার হে ॥
আরতি-প্রদীপ আঁখিতে জ্বালায়ে রাখি
পথ-পানে চাহি বার বার হে ॥
নিবেদন করি নাথ তব চরণে
নিত্য পূজা-উপচার হে,
বিরহ গন্ধ-ধূপ বেদনা চন্দন
পূজাঞ্জলি আঁখি-ধার হে ॥
দেবতা এস খোল দ্বার হে ॥

৯৮

মোর শ্যামসুন্দর এস।
প্রেমের বৃন্দাবনে এস হে
ব্রজধাম-সুন্দর এস ॥

এস হৃদয়ে হৃদয়েশ
মোর নয়নের আগে এস হে
মোর নব-অনুরাগ এস শ্যাম
কোটি-কাম-সুন্দর এস ॥
রসমানস গঙ্গার কূলে রসরাজ এস এস হে
এস ময়ূরে নাচায়ে, মাধব,
মধু-বনমাঝে, এস এস হে ॥
মোর মুখের ভাষায় এস, মোর প্রাণের আশায় এস
নবীন নীরদ ঘনশ্যাম রূপে রূপ-পিপাসায় এস
এস মদন মোহন শোভন অভিরাম-সুন্দর এস ॥

৯৯

মম বন ভবনে
ঝুলন-দোলনা দে দুলায়ে
উতল পবনে।
মেঘ-দোলা দোলে বাদল গগনে ॥
আয় ব্রজের ঝিয়ারি পরি সুনীল শাড়ি
(নীল) কমল কুঁড়ি দুলায়ে শ্রবণে ॥
নবীন ধানের মঞ্জরী কর্ণে
তপ্ত বক্ষ ঢাকি শ্যামল পর্ণে
ছুপায়ে ওড়না রাঙা রামধনু বর্ণে
আয় প্রেমকুমারীরা আয় লো ॥
উদাসী বাঁশীর সুরে ডাকে শ্যামরায় লো ॥
ঝরিবে আকাশে অবিরল বৃষ্টি
শ্যাম সখা সাথে হবে শুভদৃষ্টি
এই ঝুলনের মধু লগনে ॥

১০০

শ্রীকৃষ্ণ-রূপের কর ধ্যান অনুক্ষণ
হবে নিমেষে সংসার-কালীয়দমন ॥
নব-জলধর-শ্যাম
রূপ যাঁর অভিরাম
(যাঁর) আনন্দ ব্রজধাম লীলা নিকেতন
বিদ্যুৎ বর্ণ পীতাম্বর ধারী
বনমালা বিভূষিত মধুবনচারী
গোপ-সখা গোপী-বঁধু মনোহারী
নওল কিশোর তনু মদনমোহন ॥

১০১

শোন্ ও সন্ধ্যা-মালতী
বালিকা তপতী
বেলা শেষের বাঁশী বাজে ।
মাধবী চাঁদের মধুর মিনতি
উদাস আকাশ মাঝে ॥
তব মৌন ব্রত ভাঙো কও কথা কও
মোর নৃত্য-আরতির সঙ্গিনী হও ;
মাধবী-হেনা হের এলো বাহিরে
রসরাজে হেরি রাসনৃত্যের সাজে ।
তুমি যার লাগি' সারাদিন
বিরহ ধ্যান-লীন
একাকিনী কুঞ্জে
হের সে মাধব
রাতের ভ্রমর হ'য়ে

তব পাশে গুঞ্জে ॥

সুন্দর দাঁড়ায়ে তব দ্বার আঁধারে

মঞ্জরী দীপ জ্বালো ডাকো তাহারে

বুকের চন্দন সুরভি ঢালো

পাতার আঁচলে মুখ ঢেকো না লাজে ॥

১০২

লক্ষ্মী মাগো নারায়ণী আয় এ আঙিনাতে

সুধার পাত্র সোনার ঝাঁপি লয়ে হাতে

সৌভাগ্যদায়িনী তুই মা এসে

দারিদ্র্য ক্লেশ নাশ কর মা হেসে

কোজাগরী পূর্ণিমা আন মা দুঃখের

আঁধার রাতে ॥

আন কল্যাণ শান্তি শ্রীজননী কমলা

এ অভাবের সংসারে থাক মা হয়ে অচঞ্চলা

রূপ দে মা যশ দে

দে জয়, অভয়-পদে দে মা আশ্রয়

ধরা ভরবে শস্যে ফুলে ফলে

মা তোর আসার সাথে ॥

১০৩

নমস্তে বাণী পুস্তক হস্তে দেবী বীণাপাণি

শতদল-বাসিনী সিদ্ধি-বিধায়িনী সরস্বতী বেদবাণী ॥

এস অমল ধবল শুভ সাত্বিক বর্ণে

হংস-বাহনে লীলা উৎপল কর্ণে

এস বিদ্যারূপিণী মা শারদ ভারতী

এস ভীত জনে বরাভয় হানি ॥

শুদ্ধ জ্ঞান দাও, শুভ্র আলোক
অজ্ঞান-তিমির অপগত হোক
মৃতজনে সঙ্গীত অমৃত দাও মা
বীণাতে মাভৈঃ ঝঙ্কার দানি ॥

১০৪

নমো নমো নমো হে নটনাথ
নব ভবনে কব শুভ চরণপাত
নৃত্য-ভঙ্গীতে সৃজন-সঙ্গীতে
বিশ্বজন-চিতে আনো নব প্রভাত।
তোমার জটাজূটে বহে যে জাহ্নবী
তাহারি সুরে প্রাণ জাগাও আদি কবি
শুচি ললাট তলে
যে শিশু শশী ঝলে
তারি আলোকে হর দুঃখ-তিমির রাত ॥
হে চির সুন্দর, দেহ আশীর্বাদ—
হউক দূর সব অতীত অবসাদ
লঙ্ঘি সব বাধা
তব পতাকা বহি
ফুল্ল মুখে সহি সকল সংঘাত ॥
নব জীবনে লয়ে আশা অভিনব
ভুলি সকল লাজ গ্লানি পরাভব
এ নাট-নিকেতনে আরতি করি তব
হে শিব, কর নব জীবন সঞ্জাত ॥

১০৫

থেকো প্রিয়ে পাশে···সাঁঝ-পাখী আসে নেমে
আঁধার ঘনায় প্রভু, থেকো পাশে প্রেমে।
যবে ছেড়ে যায় সবে—সুখ নাহি হাসে,
অনাথের নাথ, তুমি থেকো মোর পাশে।
জীবনের ছোট দিনখানি হয় মায়া···
ধরণীর খেলা দীপ মেলা হয় ছায়া
মরণে অচিরে সবই ঝরে অবিকাশ
হে চিরন্তন, তুমি থেকো মোর পাশে।
পলক আড়াল নয়—থেকো কাছে কাছে
তুমি ছাড়া আর বলো কে আমার আছে?
তুফানে কে আর তারা দিশা উদ্ভাসে?
আঁধারে আলোকে তুমি থেকো মোর পাশে।
কাছে এসো—যবে আঁখি মুদিব হে শেষে
দেখায়ো আকাশ কালো বুকে আলো রেশে।
ধরা ছায়া সরে—অ-ধরার উষা আসে
জীবনে মরণে নাথ, থেকো মোর পাশে॥

১০৬

হে প্রবল প্রতাপ দর্পহারি, কৃষ্ণ মুরারি
শরণাগত আর্ত পরিত্রাণ পরায়ণ
যুগ যুগ সম্ভব নারায়ণ দানবারি॥
ভূ-ভার হরণে এস জনার্দন হৃষিকেশ
কল্কীরূপে অধর্ম নিধনে এস দনুজারি
কংসারি, গিরিধারী ডাকে ভয়ার্ত নরনারী॥

দুর্বল দীনের বন্ধু জনগণ-ত্রাতা
নিঃস্বের সহায় পরমেশ বিশ্ব-বিধাতা।
তিমির বিদারী এস মহা-ভারত বিহারী ॥
এস উৎপীড়িতের নীরব বেদনে এস,
এস বীরের আত্মদানে প্রাণ-উদ্বোধনে এস,
দেশ-দ্রৌপদীর লজ্জাহারী, দৈত্য গর্ব-খর্বকারী
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ॥

১০৭

জাগো জাগো গোপাল নিশি হ'ল ভোর
কাঁদে ভোরের তারা হেরি তোর ঘুম ঘোর
ওরে দামাল ছেলে তুই জাগিসনে তাই
বনে জাগেনি পাখি ঘুমে মগ্ন সবাই
বাতাস নিশাস ফেলে খুঁজিছে বৃথাই
বাঁশরী লুটায় কেঁদে আঙিনায় তোর ॥
তুই উঠিসনে ব'লে দেখ রবি ওঠেনি
ঘরে আনন্দ নাই বনে ফুল ফোটেনি।
ধোওয়াবে বলিয়া তোর মুখের কাজল
থির হ'য়ে আছে ঘাটে যমুনার জল
অঞ্চল ঢাকা মোর ওরে চঞ্চল
চেয়ে আছি কবে ঘুম ভাঙিবে তোর

১০৮

তুমি যদি রাধা হতে শ্যাম
আমারি মত দিবস-নিশি
জপিতে শ্যাম-নাম ॥

কৃষ্ণ-কলঙ্কেরই জ্বালা
মনে হত মালতী মালা।
চাহিয়া কৃষ্ণপ্রেম জনমে জনমে
আসিতে ব্রজধাম ॥
কত অকরুণ তব বাঁশরীর সুর
তুমি হইলে শ্রীমতী ব্রজ-কুলবতী
বুঝিতে নিঠুর।
তুমি যে কাঁদনে কাঁদায়েছ মোরে
আমি কাঁদাতাম তেমনি ক'রে
বুঝিতে কেমন লাগে এই গুরু গঞ্জনা
এ প্রাণ-পোড়ানি অবিরাম ॥

১০৯

নাচো শ্যাম নটবর কিশোর মুরলীধর
অঙ্গ মিশায়ে মম অঙ্গে।
তোমার নাচের শ্রী ফুটুক আমার এই
নৃত্য-বিভঙ্গে ॥
(মম) বক্ষে বাজুক তব পায়ের নূপুর
আমার কণ্ঠে দাও বাঁশরীর সুর–
তব বাঁশরীর সুর
লীলায়িত হয়ে উঠুক এ-তনু
তোমার প্রেম আনন্দ-তরঙ্গে ॥

আমার মাঝে হরি নাচো যবে তুমি
আমি নাচি আপনা ভুলি,
সমর ভরম যায়, এই দেহ যমুনায়
ছন্দের হিল্লোল তুলি।
মনে হয় আমি যেন রাসের রাধা
জনম জনম আমি নাচি তব সঙ্গে

১১০

আমি রচিয়াছি নব ব্রজধাম হে মুরারি
সেথা করিবে লীলা, এস গোলকবিহারী।
মোর কামনার কালীদহ করি মন্থন,
কালীয় নাগে হরি করিও দমন,
আছে গিরি গোবর্ধন মোর অপরাধ
যদি সাধ যায় সেই গিরি ধরো গিরিধারী॥
আছে ষড়রিপু কংসের অনুচর দল,
আছে অবিদ্যা-পুতনা শোক-দাবানল,
আছে শত জনমের সাধ আশা-ধেনুগণ
আছে অসহায় রোদনের যমুনা বারি॥
আছে জটিলা-কুটিলা প্রেমের বাধা,
হরি সব আছে নাই শুধু আনন্দরাধা,
তুমি আসিলে হরি ব্রজে রাসেশ্বরী
আসিবেন হ্লাদিনী রূপে রাধা প্যারী।

১১১

সখি, সেই ত পুষ্প শোভিতা হল আবার মাধবী-লতা
মাধবী চাঁদ উঠেছে আকাশে, আমার মাধব কোথা ?
রাধা আজি নিরাধারা সখি রাধা-মাধব কোথা ?
মধুপ গুঞ্জরে মালতী বিতানে
নূপুর-গুঞ্জরণ নাহি শুনি কানে
মোর মনোমধুবনে মধুপ কানু কই—
আনন্দ-রাস নাই—রাস-বিহারী নাই—
আমি আর রাধা নাই ॥
সখি, পূর্ণরাসে জনম লভিয়া
পুষ্প আহরণ তরে
(কৃষ্ণপূজার লাগি পুষ্প আহরণ তরে)
ধেয়েছিনু বনে অনুরাগ ভরে
তাই মোর রাধা নাম বিদিত ভুবনে ॥
সখি আজও প্রেমফুল লয়ে খুঁজি বনে বনে
বৃন্দাবন-চারী কৃষ্ণ না পেয়ে
রাধা কাঁদে ব্রজপথে ধেয়ে ধেয়ে
রাধা হল আজি অশ্রুর ধারা
কৃষ্ণ-আনন্দিনী রাধা বিনোদিনী কবে হবে ॥

১১২

ফুটিল মানস মাধবী কুঞ্জে
প্রেম কুসুম পুঞ্জে পুঞ্জে
মাধব তুমি এস হে ॥
হে মধু পিয়াসী চপল মধুপ
হৃদে এস হৃদয়েশ হে
(নীল) মাধব তুমি এস হে ॥

তুমি আসিলে না বলি শ্যামরায়
অভিমানে ফুল লুটায়ে ধূলায়
মাধব তুমি এস হে।

বনমালী! বনে বনে ফুলহার
(হায়) শুকাইয়া যায়, আঁখিজলে তায়
জিয়াইয়া রাখি কত আর?
(এস) গোপন পায়ে
চিত চোর এস গোপন পায়ে।
যেমন নবনী চুরি ক'রে খেতে
এস শ্যাম সেই গোপন পায়ে
না হয় নূপুর খুলিয়ো
(শ্যাম) যমুনার থির নিরে বাঁশরীর তানে না হয় লহরী না তুলিয়ো
(যেমন) নীরবে ফোটে ফুল
(যেমন) নীরবে রেঙে ওঠে সন্ধ্যা গগন কূল
(এসো) তেমনি গোপন পায়ে
অনুরাগ-ঘষা হরি-চন্দন শুকায়ে যায়
(আর) রহিতে নারী এস হৃষিকেশ শ্যামরায়॥

১১৩

সুবল সখা!
এই দেখ্ এই পথে তাহার
সোনার নূপুর আছে পড়ে
বৃন্দাবনের বনমালী গেছে রে এই পথ ধরে॥
হরি চন্দন গন্ধ পথে পথে পাই
ঝরা ফুলে ছেয়ে আছে বন-বীথি তাই

ভ্রমে ভ্রমর শ্রীচরণ-চিহ্ন ঘিরে

(রাঙা কমল ভ্রমে, ভ্রমে ভ্রমর শ্রীচরণ-চিহ্ন ঘিরে)

ভাসে বাঁশীর বেদন তার মৃদু সমীরে ॥

তারে খুঁজ্‌ব কোথায়—

সেই চোরের রাজায় খুঁজবো কোথায় ?

তারে খুঁজলে বনে মনে লুকায়

চোরের রাজায় খুঁজবো কোথায় ?

তারে খুঁজলে হৃদে অশ্রু হয়ে লুকায় নয়নকোণে

তারে নয়নজল চাইলে মনোচোর হয় সে মনে মনে।

শ্রীদাম দেখেছে তাঁরে রাখাল দলে

গোপিনীরা দেখিয়াছে যমুনার জলে

বাঁশরী দেখেছে তাঁরে কদম-শাখায়

কিশোরী দেখেছে তাঁরে ময়ূর-পাখায়

বৃন্দা এসেছে দেখে, রাজা মথুরায়

জানি না কোথায় সে

দে রে দেখায়ে দে কোথা ঘনশ্যাম

কবে বুকে পাব তাঁরে, মুখে জপি যাঁর নাম ॥

১১৪

শ্যামে হারায়েছি ব'লে কাঁদি না বিশাখা

হারায়েছি শ্যামের হৃদয়।

(আমি তারি তরে কাঁদি গো ;

সেই নিদয়ের তরে নয়

তার হৃদয়ের তরে কাঁদি গো)

হারায়েছি শ্যামের হৃদয় ॥

যে হৃদয় ছিল একা গোপিকার রাধিকার

কুবুজা করেছে তারে জয় ॥

(কুবুজা তারে কুবুঝায়েছে
যে রাধা ছাড়া কিছু জান্‌ত না সই
কুবুজা তারে করেছে জয়)
কি হবে মথুরা গিয়া
হেরি সে হৃদয়হীন পাষাণ দেবতায় ?
(সে দেবতাই বটে গো, দেবো তায় সবকিছু
সে কিছুই দেবে না
সে দেবতাই বটে গো)
তোরা যেতে চাস, যা লো
ঠাকুর দেখিতে তোরা যেতে চাস যা লো
রাজসাজে রাংতাপরা ঠাকুর দেখিতে তোরা
যেতে চাস যা লো ॥
ধরম করম মম তনু মন যৌবন সঁপিনু
চরণে যার
সে পর-পুরুষ, হ'ল আজি অপরার
পুরুষ স্বভাব ভ্রমরার ।
(সে ভ্রমরারই সমতুল
ফুলে ফুলে ভ্রমে সে যে ভ্রমরারই সমতুল
তারে দেখ্‌লে ভ্রমে জাতিকুল ; সে ভ্রমরারই সমতুল
পুরুষ স্বভাব ভ্রমরার)
যার হরি ছাড়া বোধ নাই প্রবোধ দিস না
তায় সজনী ।
সবারই পোহাবে নিশি, পোহাবে না রাধারই
এ আঁধার রজনী ॥

ছি ছি ছি কিশোর হরি হেরিয়া লাজে মরি

সেজেছ এ কোন রাজসাজে

(যেন সং সেজেছ, ফাগ মুছে তুমি পাগ বেঁধেছ—

হরি হে যেন সং সেজেছ ;

সংসারে তুমি সং সাজায়ে নিজেই এবার সং সেজেছ)

যেথা বামে শোভিত তব মধুরা গোপিনী নব

(সেথা) মথুরার কুবুজা বিরাজে ॥

(মিলেছে ভাল, বাঁকায় বাঁকায় মিলেছে ভাল,

ত্রিভঙ্গ অঙ্গে কুবুজা সঙ্গে বাঁকায় বাঁকায় মিলেছে ভাল

যেমন কুবুজা বাঁকা, কৃষ্ণ বাঁকা, বাঁকায় বাঁকায় মিলেছে ভাল,

হরি ভাল লাগিল না বুঝি হৃদয় আসন

তাই সিংহাসনে তব মজিয়াছে মন।

প্রেম ব্রজধাম ছেড়ে নেমে এলে কামরূপ

হরি এতদিনে বুঝিলাম তোমার স্বরূপ ॥

(তব স্বরূপ বুঝি না হে)

(রাখাল রূপ ছেড়ে ভূপাল রূপ নিলে স্বরূপ বুঝি না হে)

হরি হে, তোমার মোহনমুরলি কে হরি নিল

কুসুম কোমল হাতে এমন নিঠুর রাজদণ্ড দিল

(হরি দণ্ড দিল কে, রাধারে কাঁদালে বলে দণ্ড দিল কে

দণ্ডবৎ করি শুধাই শ্রীহরি দণ্ড দিল কে)

রাঙা চরণ মুড়েছে কে সোনার জরিতে, খুলে রেখে মধুর নূপুর ॥

হেথা সবাই কি কালা গো
কারুর কি কান নাই, নূপুর কি শোনে নাই, সবাই কি কালা গো
কালায় পেয়ে হল হেথায় সবাই কি কালা গো
এরূপ দেখিতে নারি, হরি আমি ব্রজনারী, ফিরে চল তব মধুপুর।
সেথা সকলেই যে মধুময়, অন্তরে মধু বাহিরে মধু
সকলেই যে মধুময়—ফিরে চল হরি তব মধুপুর ॥

১১৬

আজও মা তোর পাইনি প্রসাদ
আজও মুক্ত নহি।
আজও অন্যে আঘাত দিয়ে
কঠোর ভাষা কহি ॥
মোর আচরণ, আমার কথা
আজও অন্যে দেয় মা ব্যথা
আজও আমার দাহন দিয়ে
শতজনে দহি ॥
শত্রুমিত্র মন্দভালোর যায়নি আজও ভেদ
কেহ পীড়া দিলে, প্রাণে আজও জাগে খেদ
আজও জাগে দুঃখশোকে
অশ্রু ঝরে আমার চোখে
আমার আমার ভাব মা
আজও জাগে রহি' রহি' ॥

১১৭

আয় নেচে আয় আয় এ বুকে
দুলালী মোর কালো মেয়ে।
দগ্ধ দিনের বুকে যেমন
আসে শীতল আঁধার ছেয়ে॥
আমার হৃদয় আঙিনাতে
খেল্‌বি মা তুই দিনে রাতে
আমার সকল দেহ নয়ন হ'য়ে
দেখ্‌বে মা তাই চেয়ে চেয়ে॥
হাত ধ'রে মোর নিয়ে যাবি
তোর খেলাঘর দেখাবি মা,
এইটুকু তুই মেয়ে আমার
কেমন ক'রে হ'স্ অসীমা।
নিবি লুটে চতুর্ভুজা
আমার স্নেহ প্রেম-পূজা
নাম ধ'রে তোর ডাক্‌ব মা যেই
যেথায় থাকিস্ আস্‌বি ধেয়ে॥

১১৮

করুণা তোর জানি মাগো
আস্‌বে শুভদিন।
হোক্‌না আমার চরম ক্ষতি
থাক্‌না অভাব ঋণ॥

আমায় ব্যথা দেওয়ার ছলে
টানিস্ মা তোর অভয় কোলে
সন্তানে মা দুঃখ দিয়ে
রয় কি উদাসীন ॥
তোর কঠোরতার চেয়ে দয়া বেশি জানি ব'লে
ভয় যত মা দেখাস্ তত লুকাই তোরই কোলে।
সন্তানে ক্লেশ দিস্ যে এমন
হয়ত মা তার আছে কারণ,
তুই কাঁদাস ব'লে বল্‌ব কি মা
হ'লাম মাতৃহীন ॥

১১৯

মা কবে তোরে পার্‌ব দিতে
আমার সকল ভার।
ভাব্‌তে কখন পারব মাগো
নাই কিছু আমার ॥
(কারেও) আনিনি মা সঙ্গে ক'রে
রাখ্‌তে নারি কারেও ধ'রে
তুই দিস্ তুই নিস্ মা হ'রে
কোথায় অধিকার
আমার কোথায় অধিকার ॥
হাসি খেলি চলি ফিরি ইঙ্গিতে মা তোরই
তোর মাঝে মা জনম লভি, তোরই মাঝে মরি।
পুত্র মিত্র কন্যা জায়া
মহামায়া তোর এ মায়া
মা তোর লীলার পুতুল আমি
ভাব্‌তে দে এবার ॥

১২০

জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছিস্
শ্যামা কি তুই জেলের মেয়ে।
(তোর) মায়ার জালে মহামায়া
বিশ্বভুবন আছে ছেয়ে ॥
প'ড়ে মা তোর মায়ার ফাঁদে
কোটি নরনারী কাঁদে,
তোর মায়াজাল তত বাঁধে
পালাতে চায় যত ধেয়ে ॥
চতুর যে মীন সে জানে মা,
জাল থেকে কি মুক্তি আছে?
(তাই) জেলে যখন জাল ফেলে, সে
লুকায় জেলের পায়ের কাছে
ওমা জাল এড়িয়ে তাই সে বাঁচে।
তাই মা আমি নিলাম শরণ
তোর ও দুটি রাঙা চরণ,
(আমি) এড়িয়ে গেলাম মায়ার বাঁধন
মা তোর অভয় চরণ পেয়ে ॥

১২১

কালী কালী মন্ত্র জপি
ব'সে লোকের ঘোর শ্মশানে
মা অভয়ার নামের গুণে
শান্তি যদি পাই এ প্রাণে ॥

এই শ্মশানে ঘুমিয়ে আছে
যে ছিল মোর বুকের কাছে
সে হয়ত আবার উঠবে জেগে
মা ভবানীর নাম গানে ॥

সকল সুখ শান্তি আমার
হ'রে নিল যে পাষাণী
শূন্য বুকে বন্দী ক'রে
রাখ্‌ব আমি তারেই আনি।
মোর যাহা প্রিয় মাকে দিয়ে
জেগে আছি আশা-দীপ জ্বালিয়ে,
মা'র সেই চরণের নিলাম শরণ
যে চরণে আঘাত হানে ॥

১২২

আদরিণী মোর শ্যামা মেয়েরে
কেমনে কোথায় রাখি।
রাখিলে চোখে বাজে ব্যথা বুকে
(তারে) বুকে রাখিলে দুখে ঝুরে আঁখি ॥
শিরে তারে রাখি যদি
মন কাঁদে নিরবধি,
(সে) চলতে পায়ে দল্‌বে ব'লে
পথে হৃদয় পেতে থাকি ॥

কাঙাল যেমন পাইলে রতন
লুকাতে ঠাঁই নাহি পায়।
তেমনি আমার শ্যামা মেয়েরে
জানিনা রাখিব কোথায়।
দুরন্ত মোর এই মেয়েরে
বাঁধিব আমি কি দিয়ে রে,
(তাই) পালিয়ে যেতে চায় সে যবে
অমনি মা ব'লে ডাকি॥

১২৩

আমি নামের নেশায় শিশুর মত
ডাকি গো মা ব'লে।
নাই দিলি তুই সাড়া মাগো
নাই নিলি তুই কোলে॥
শুন্‌লে মা নাম জেগে উঠি
ব্যাকুল হ'য়ে বাইরে ছুটি,
ঐ নামে মোর নয়ন দুটি
ভ'রে ওঠে জলে॥
ও নাম আমার মুখের বুলি, ও নাম খেলার সাথী
ও নাম বুকে জড়িয়ে ধ'রে পোহায় দুখের রাতি।
মা হারানো শিশুর মত
জানি ও নাম অবিরত
ঐ নামের মন্ত্র আমার বুকে
কবচ হ'য়ে দোলে॥

১২৪

শ্যামা তোর নাম যার জপমালা
তার কি মা ভয় ভাবনা আছে।
দুঃখ অভাব রোগ শোক জ্বরা
লুটায় তাহার পায়ের কাছে।
যার চিত্ত নিবেদিত তোর চরণে
ওমা কি ভয় তাহার জীবনে মরণে,
মায়ের কোলে সে যে শিশুর সম'
নির্ভয় চিতে সদা খেলে নাচে॥
রক্ষামন্ত্র যার শ্যামা তোর নাম
সকল বিপদ তারে করে প্রণাম।
সদা প্রসন্ন মন তার ধ্যানে মা তোর
ভূমানন্দে মা গো রহে সে বিভোর,
(তার) নিকটে আসিতে নারে কাল কঠোর
তব নাম প্রসাদ যে লভিয়াছে॥

১২৫

ওমা বক্ষে ধরেন শিব যে চরণ
শরণ নিলাম সেই চরণে।
জীবন আমার ধন্য হ'ল
ভয় নাই মা আর মরণে॥
যা ছিল মোর ত্রিলোকে
তোকে দিলাম দিলাম তোকে,
আমার ব'লে রইল শুধু
তোর চরণের ধ্যান এ মনে

(তোর)   কেশ নাকি মা মুক্ত হ'ল ছুঁয়ে তোরই রাঙা চরণ,
(ওমা)   মুক্তকেশী মুক্ত হ'ব সেই চরণে নিয়ে শরণ।
(তোর)   চরণচিহ্ন বক্ষে এঁকে
বিশ্বজনে বল্‌ব ডেকে,
দেখে মা কোন্ রত্ন রাজে
আমার হৃদয়-সিংহাসনে ॥

১২৬

রক্ষা-কালীর রক্ষা-কবচ আছে আমায় ঘিরে।
মায়ের পায়ের ফুল কুড়িয়ে বেঁধেছি মোর শিরে ॥
মা'র চরণামৃত খেয়ে
অমৃতে প্রাণ আছে ছেয়ে.
দুঃখ অভাব ভাবনার ভার
দিয়েছি মা ভবানীরে ॥
তারা নামের নামাবলী গড়িয়ে আমার বুকে
মায়ের কোলের শিশুর মত ঘুমাই পরম সুখে ॥
মা'র ভক্তের চরণ ধূলি
নিয়েছি মোর বক্ষে তুলি,
(মায়ের)   পূজার প্রসাদ পেতে আমি আসি ফিরে ফিরে ॥

১২৭

(আমার) মুক্তি নিয়ে কি হবে মা,
আমি তোরে চাই।
স্বর্গ আমি চাই না মাগো
কোল যদি তোর পাই ॥

মা কি হবে সে মুক্তি নিয়ে

কি হবে সে স্বর্গে গিয়ে

যথায় গিয়ে তোকে ডাকার

আর প্রয়োজন নাই॥

যুগে যুগে যে লোকে মা প্রকাশ হবে তোর

পুত্র হয়ে দেখব লীলা এই কামনা মোর।

তুই মাখাস্ যদি মাখব ধূলি

শুধু তোকে যেন নাহি ভুলি

তুই মুছিয়ে ধূলি নিবি তুলি

বক্ষে দিবি ঠাঁই॥

১২৮

মায়ের অসীম রূপ সিন্ধুতে রে

বিন্দুসম বেড়ায় ঘু'রে

কোটি চন্দ্র সূর্য তারা

অনন্ত এই বিশ্ব জু'ড়ে॥

যোগীন্দ্র শিব পায়ের তলায়

ধ্যান করে রে সেই অসীমায়

কোটি ব্রহ্ম মহিমা গায়

প্রণব ওঙ্কারের সুরে॥

কোটি গ্রহের নিবল জ্যোতি মহাকালীর সীমা খুঁজে

সৃষ্টি প্রলয় বলয় হ'য়ে ঘোরে শ্যামার চতুর্ভুজে।

মায়ের একটি আঁখির চাওয়ায়

যুগ যুগান্ত হারিয়ে যায়

মায়ের রূপের ঈষৎ আভাস পেয়ে

সাগর দুলে, তিমির ঝুরে॥

১২৯

আমার কালো মেয়ে পালিয়ে বেড়ায়
কে দেবে তায় ধরে।
(তারে) যেই ধরেছি মনে করি
অমনি সে যায় স'রে ॥
বনের ফাঁকে দেখা দিয়ে
চঞ্চলা মোর যায় পালিয়ে
(দেখি) ফুল হ'য়ে মা'র নূপুরগুলি
পথে আছে ঝ'রে ॥
তার কণ্ঠহারের মুক্তাগুলি আকাশ আঙিনাতে
তারা হ'য়ে ছড়িয়ে আছে দেখি আধেক রাতে।
আমি কেঁদে বেড়াই কাঁদ্‌লে যদি আসে দয়া ক'রে ॥

১৩০

জাগো যোগমায়া জাগো মৃন্ময়ী
চিন্ময়ী রূপে জাগো।
তব কনিষ্ঠা কন্যা ধরণী
কাঁদে আর ডাকে মাগো ॥
বরষ বরষ বৃথা কেঁদে যাই
বৃথাই মা তোর আগমনী গাই
সেই কবে মা আসিলি ত্রেতায়
আর আসিলি না গো ॥
কোটি নয়নের নীল পদ্ম মা
ছিঁড়িয়া দিলাম চরণে তোর
জাগিলি না তুই এলিনে ধরায়
মা কবে হয় হেন কঠোর।

দশভুজে দশ প্রহরণ ধরি'
আয় মা দশ দিক আলো করি
দশ হাতে আন কল্যাণ ভরি'
নিশীথ-শেষে উষা গো ॥

১৩১

অসুর বাড়ির ফেরত এ মা
শ্বশুর বাড়ির ফেরত এ নয়'
দশভুজার করিস্ পূজা
ভুল রূপে সব জগতসম ॥
নয় গৌরি নয় এ উমা
মেনকা যার খেতো চুমা
রুদ্রাণী এ এযে ভূমা
এক সাথে এ ভয় অভয় ॥
অসুর দানব করল শাসন এইরূপে মা বারে বারে
রাবণ বধের বর দিলি মা এইরূপে রাম-অবতারে
দেব সেনানী পুত্রে লয়ে
যায় এই মা, দিগ্বিজয়ে
সেই রূপে মা'র করবে পূজা
ভারতে ফের আসবে জয় ॥

১৩২

আঁধার ভীত এ চিত যাচে মাগো আলো আলো
বিশ্ববিধাত্রী আলোকদাত্রী নিরাশ পরানে
আশার সবিতা জ্বালো।
জ্বালো, আলো আলো ॥

হারিয়েছি পথ গভীর তিমিরে
লহ হাতে ধ'রে প্রভাতের তীরে
পাপ তাপ মুছি' কর মাগো শুচি
আশিসে অমৃত ঢালো ॥
দশ প্রহরণধারিণী দুর্গতিহারিণী দুর্গে
মা অগতির গতি
সিদ্ধিবিধায়িনী দনুজদলিনী
বাহুতে দাও মা শকতি ।
তন্দ্রা ভুলিয়া যেন মোরা জাগি
এবার প্রবল মৃত্যুর লাগি
রুদ্র দাহনে ক্ষুদ্রতা দহ
বিনাশো গ্লানির কালো ॥

১৩৩

আয় অশুচি আয়রে পতিত এবার মায়ের পূজা হবে ।
যথা সকল জাতির সকল মানুষ নির্ভয়ে মার চরণ ছোঁবে ॥
(সেথা) এবার মায়ের পূজা হবে ॥
(সেথা) নাই মন্দির নাই পূজারী
নাই শাস্ত্র নাইরে দ্বারী
(যেথা) মা ব'লে যে ডাক্‌বে এসে মা তাহারেই কোলে লবে ॥
(মা) সিংহ-আসন হ'তে নেমে বসেছে দেখ ধূলির তলে
মার মঙ্গলঘট পূর্ণ হবে সবার ছোঁওয়া তীর্থ-জলে ।
জননীকে দেখিনি, তাই
ভাইকে আঘাত হেনেছে ভাই,
(আজ) মাকে দেখে বুঝ্‌বি মোরা এক মা'র সন্তান সবে ।
(এবার) ত্রিলোক জুড়ে পড়্‌বে সাড়া মাতৃ-মন্ত্রের মাভৈঃ রবে

১৩৪

দীনের হতে দীন দুঃখী অধম যথা থাকে
ভিখারিণী বেশে সেথা দেখেছি মোর মাকে
(মোর) অন্নপূর্ণা মা'কে ॥

অহঙ্কারের প্রদীপ নিয়ে স্বর্গে মাকে খুঁজি
(মা) ফেরেন ধূলির পথে যখন ঘটা ক'রে পূজি,
ঘুরে ঘুরে দূর আকাশে প্রণাম আমার ফিরে আসে
যথায় আতুর সন্তানে মা কোল বাড়ায়ে ডাকে ॥
নামতে নারি তাদের কাছে সবার নিচে যারা
যাদের তরে আমার জগন্মাতা সর্বহারা।
অপমানের পাতাল তলে লুকিয়ে যারা আছে
তোর শ্রীচরণ রাজে সেথায়, নে মা তাদের কাছে
আমায় নে মা তাদের কাছে।
আনন্দময় তোর ভুবনে আন্‌ব কবে বিশ্বজনে
দেখ্‌ব জ্যোতির্ময়ী রূপে সেদিন তমসাকে ॥

১৩৫

(মা) একলা ঘরে ডাক্‌ব না আর
দুয়ার বন্ধ ক'রে।
(তুই) সকল ছেলের মা যেখানে
ডাক্‌ব মা সেই ঘরে ॥
রুদ্ধ আমার একলা এ মন্দিরে
পথ না পেয়ে যাস্‌ বুঝি মা ফিরে
ঘরে) জ্যোতির্লোকে ঘুম পাড়িয়ে তাপিত সন্তান নিয়ে
কাঁদিস্‌ মা তুই বুকে ধ'রে ॥
(তুই) সকল ছেলের মা যেখানে
ডাকব মা সেই ঘরে ॥

(আমি) একলা মানুষ হ'তে গিয়ে হারাই মা তোর স্নেহ
(আমি) যে ঘর যেতে ঘৃণা করি মা! সেই তোর গেহ।
দুর্বল মোর ভাই বোনদের তুলে,
দাঁড়াব মা সেদিন চরণমূলে
কোলে তুলে নিবি হেসে
(আর) হারাব না তোরে॥

১৩৬

তুই বলহীনের বোঝা বহিস্ যেথায় ভৃত্য হ'য়ে
যথা দাসী হয়ে করিস্ সেবা যা মা সেথায় ল'য়ে
(মোরে) যা মা সেথায় ল'য়ে॥
(যথা) রুগ্ন ছেলের বক্ষে ধ'রে
নিশীথ জাগিস্ একলা ঘরে
(যথা) দুঃখী পিতার সাথে কাঁদিস্ উপবাসী র'য়ে
(মোরে) যা মা সেথায় ল'য়ে॥
শ্রমিক চাষার তলে যথা আঁধার খাদে মাঠে
ক্ষুধার অন্ন নিস্ মা ব'য়ে নে মা তাদের হাটে
(মোরে) নে মা তাদের হাটে
তুই ত্রিজগতের পাপ কুড়ালি
(তাই) সোনার অঙ্গ হ'ল কালি
তোরে সেই কালোতে পাব মহাকালীর পরিচয়ে॥

১৩৭

নন্দলোক থেকে (আনন্দলোক থেকে) আমি
এনেছি রে মহামায়ায়।
(আমি বুকে ক'রে এনেছি রে, বাসুদেবের মত বুকে ক'রে এনেছি রে
এনেছি মা মহামায়ায়।)
বন্ধ যথায় বন্দী যত কংসরাজার অন্ধকারায় ॥
বন্দী জাগো ! ভাঙো আগল
ফেল্‌রে ছিঁড়ে পায়ের শিকল
বুকের পাষাণ ছুঁড়ে ফেলে
মুক্ত লোকে বেরিয়ে আয় ॥
আমার বুকের গোপালকে রে রেখে এলাম নন্দালয়ে
সেইখানে সে বংশী বাজায় আনন্দ গোপ দুলাল হ'য়ে।
মা'র আদেশে বাজাবে সে
অভয় শঙ্খ দেশে দেশে
(তোরা) নারায়ণী সেনা হ'বি এবার নারায়ণীর কৃপায় ॥

১৩৮

কেন আমায় আনলি মাগো মহাবাণীর সিন্ধুকূলে
(মোর) ক্ষুদ্র ঘটে এ সিন্ধুজল কেমন ক'রে নেবো তুলে ॥
চতুর্বেদে এই সিন্ধুর জল
ক্ষুদ্রবারি বিন্দু হ'য়ে করছে টলমল
এই বাণীরই বিন্দু যে মা গ্রহ তারা গগন মূলে।
ইহারই বেগ ধরতে গিয়ে শিবের জটা পড়ে খুলে ॥

অনন্তকাল রবিশশী এই সে মহাসাগর হ'তে
সোনার ঘটে রসের ধারা নিয়ে ছড়ায় ত্রিজগতে।
বাঁশীতে মোর, স্বল্প এ আধারে
অনন্ত সে বাণীর ধারা ধর্‌তে কি মা পারে,
শুনেছি মা হয় সীমাহীন ক্ষুদ্র ও তোর চরণ ছুঁলে ॥

১৩৯

ভাগীরথীর ধারার মত সুধার সাগর পড়ুক ঝ'রে
মাগো এবার ত্রিভুবনের সকল জড় জীবের 'পরে ॥
যত মলিন আঁধার কালো
হোক সুধাময়, পড়ুক আলো
সকল জীব শিব হোক মা সেই সুধাতে সিনান ক'রে

তোর শক্তি প্রসাদ পেয়ে মানুষ হবে অমর সেনা
দিব্য জ্যোতিদেহ পাবে দানব-অসুর ভয় রবে না।
এই পৃথিবী ব্যথাহত
শ্বেত শতদলের মত
মা তোর পূজাঞ্জলি হ'য়ে উঠ্‌বে ফুটে সেই সাগরে ॥

১৪০

মাগো তোরি পায়ের নূপুর বাজে
এই বিশ্বের সকল ধ্বনির মাঝে ॥
জীবের ভাষায় পাখির মধুর গানে
সাগর রোলে নদীর কলতানে
সমীরণের মরমরে শুনি সকাল সাঁঝে ॥
মাগো তোরি পায়ের নূপুর বাজে ॥

আমার প্রতি নিঃশ্বাসে মা রক্তধারার মাঝে
প্রাণের অনুরণনে তোর চরণ ধ্বনি বাজে।
গভীর প্রণব ওঙ্কারে তোর কালি
(মা গো মহাকালী)
তাথৈ নাচের শুনি করতালি
সেই নৃত্যলীলার স্তবগাথা গান
চরণতলে নটরাজে ॥

১৪১

জ্যোতির্ময়ী মা এসেছে আঁধার আঙিনায়
ত্রিভুবনবাসী ছেলেমেয়ে আয়রে ছুটে আয় ॥
আনন্দ আজ লুট হতেছে কে কুড়াবি আয়
আনন্দিনী দশভুজা দশ হাতে ছড়ায়।
মা অভয় দিতে এল ভয়ের অসুর দ'লে পায় ॥
আজ জিন্‌ব জগৎ মাভৈঃ বাণীর বিপুল ভরসায় ॥

বুকের মাঝে টইটুম্বুর ভরা নদীর জল
ওরে দুলছে টলমল,
ঝিলের জলে ফুটল কত রঙের শতদল
ছুঁতে মায়ের পদতল।
দেব সেনারা বাচ খেলেরে আকাশ গাঙের স্রোতে
সেই আনন্দে যোগ দিবে কে আয়রে বাহির পথে,
আর যেতে দেবোনা মাকে রাখব ধ'রে পায়
মাতৃহারা মা পেলে কি ছাড়্‌তে কভু চায় ॥

১৪২

মাকে ভাসায়ে জলে কেমনে রহিব ঘরে,
শূন্য ভুবন শূন্য ভবন কাঁদে হাহাকার ক'রে ॥
মা যে নদীর ঢেউএর মত
পালিয়ে বেড়ায় অবিরত
হৃদয়-ঘাটে একটু থেকে অমনি সে যায় স'রে ॥
বিসর্জনের প্রতিমা এ নয়
(এরে) নিত্য কাছে রাখতে সাধ হয়
পাষাণ দেউল ঘিরে রে ভাই বেঁধে ভক্তি ডোরে ॥
সেই মাকে মোর ভাসিয়ে নদীর জলে
মাতৃহারা শিশুর মত কাঁদি মা মা ব'লে,
তেমন সুদিন আস্‌বে কবে (মার)
নিত্য আগমনী হবে বিশ্ব চরচেরে ॥

১৪৩

কে সাজালো মাকে আমার
বিসর্জনের বিদায় সাজে।
আজ সারাদিন কেন এমন
করুণ সুরে বাঁশী বাজে ॥
আনন্দেরি প্রতিমাকে হায়
বিদায় দিতে পরান নাহি চায়
মাকে ভাসিয়ে জলে কেমন ক'রে
রইব আঁধার ভবন মাঝে ॥
মা'র আগমনে বেজেছিল প্রাণে নূতন আশার বাঁশী
দুখ শোক ভয় ভুলেছিলাম (দেখে) মা অভয়ার মুখের হাসি ॥

মা দশ হাতে আনন্দ এনেছিল
বিশহাতে আজ দুঃখ ব্যথা দিল
মা মৃন্ময়ীকে ভাসিয়ে জলে
পাব চিন্ময়ীকে বুকের মাঝে

১৪৪

আমার আনন্দিনী উমা আজো
এল না তার মায়ের কাছে।
হে গিরিরাজ দেখে এস
কৈলাসে মা কেমন আছে ॥
মোর মা যে প্রতি আশ্বিন মাসে
মা মা বলে ছুটে আসে,
মা আসেনি ব'লে আজও
ফুল ফোটেনি লতার গাছে ॥
তত্ত্ব তলাস নিইনি মায়ের
তাই বুঝি মা অভিমানে
না এসে তার মায়ের কোলে
ফিরিছে শ্মশানে মশানে।
ক্ষীর নবনী ল'য়ে থালায়
কেঁদে ডাকি, আয় উমা আয়!
যে কন্যারে চায় ত্রিভুবন
তাকে ছেড়ে মা কি বাঁচে ॥

১৪৫

আমার উমা কই গিরিরাজ!
কোথায় আমার নন্দিনী।
এযে দেবী দশভুজা
এ কোন্ রণ-রঙ্গিণী॥
মোর লীলাময়ী চঞ্চলারে ফেলে
এ কোন্ দেবীমূর্তি নিয়ে এলে।
এ যে মহীয়সী মহামায়া বামা মহিষ-মর্দিনী॥
মোর মধুর স্নেহে জ্বাল্‌তে আগুন
আন্‌লে কারে ভুল ক'রে
এরে কোলে নিতে হয়না সাহস
ডাকতে নারি নাম ধ'রে।
মা কে এলি তুই দনুজ-দলন বেশে
কন্যারূপে মা বলে ডাক হেসে,
তুই চিরকাল যে দুলালী মোর
মাতৃস্নেহে বন্দিনী॥

১৪৬

সংসারেরই দোলনাতে মা
ঘুম পাড়িয়ে কোথায় গেলি।
আমি অসহায় শিশুর মত
ডাকি মা তুই বাহু মেলি॥
মোর অন্য শক্তি নাই মা তারা
মা বুলি আর কান্না ছাড়া
তোরে না দেখলে কেঁদে উঠি
(তোর) কোল পেলে মা হাসি খেলি॥

(ওমা) ছেলেরে তোর তাড়ন করে
মায়ারূপী সৎমা এসে
ছয়রিপুতে দেখায় মা ভয়
পাপ এল পুতনীর বেশে।
মরি ক্ষুধা তৃষ্ণাতে মা
শ্যামা আমায় কোলে নে মা
আমি ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠি
দয়াময়ী মা কি এলি॥

১৪৭

আয় বিজয়া আয়রে জয়া
উমার লীলা যারে দেখে।
সেজেছে সে মহাকালী
চোখের কাজল মুখে মেখে॥
সে ঘুমিয়েছিল আমার কোলে
জেগে উঠে কেঁদে বলে,
আমায় কালী সাজিয়ে দে মা
ছেলেরা মোর কাঁদছে ডেকে॥
চেয়ে দেখি মোর উমা নাই নাচে কালী দিগম্বরী
হুঙ্কার দেয় কোটি গ্রহের মুণ্ডমালা গলায় পরে
আমি শুধু উমায় চিনি
এ কোন্ মহামায়াবিনী
কালোরূপে বিশ্বভুবন
আকাশ পবন দিল ঢেকে॥

১৪৮

সর্বনাশী ! মেখে এলি একোন্ চুলোর ছাই ?
শ্মশান ছাড়া খেলবার তোর জায়গা কি আর নাই ॥
মুক্তকেশী কেশ এলিয়ে
বেড়াস কখন কোথায় গিয়ে
এক নিমেষও তোকে নিয়ে শান্তি নাহি পাই ॥
হাড় জ্বালানী মেয়ে ! হাড়ের মালা কোথায় পেলি
ভুবন মোহন গৌররূপে কালি মেখে এলি ।
তোর গায়ের কালি চোখের জলে
ধুইয়ে দেবো আয় মা কোলে ।
তোরে বুকে ধ'রেও মরি জ্বলে, দিই মা গালি তাই ॥

১৪৯

শ্যামা মায়ের কোলে চ'ড়ে
জপি আমি শ্যামের নাম ।
মা হলেন মোর মন্ত্রগুরু
ঠাকুর হলেন রাধাশ্যাম ।
ডুবে শ্যামা যমুনাতে
খেল্‌ব খেলা শ্যামের সাথে
শ্যাম যবে মোর হান্‌বে হেলা
মা পুরাবেন মনস্কাম ॥
আমার মনের দো তারাতে
শ্যাম শ্যামা দুটি তার,
সেই দোতারায় ঝঙ্কার দেয়

ওঙ্কার রব অনিবার।
মহামায়ার মায়ার ডোরে
আন্‌বে বেঁধে শ্যাম কিশোরে
কৈলাসে তাই মাকে ডাকি
দেখব সেথায় ব্রজধাম ॥

১৫০

ওমা, ত্রিনয়নী! সেই চোখ দে
যে চোখ তোরে দেখতে পায়।
সে নয়ন তারায় কাজ কি তারা
যে তারা লুকায় মা তারায় ॥
চাইনে সে চোখ যে চোখ দেখে মায়া
অনিত্য এই সংসারেরি ছায়া
যে দৃষ্টি দেখে নিত্য তোরে
সেই দৃষ্টি দে আমায় ॥
ওমা নিভিয়ে দে এ নয়ন প্রদীপ
দেখায় যাহা দুঃখ শোক
এই আলেয়া পথ ভুলিয়ে
যায় মা নিয়ে নরক লোক।
তোর সৃষ্টি চিরআনন্দময় না কি
দেখ্‌ব সে লোক দে মোরে সেই আঁখি
দেখেনা রোগ-মৃত্যু জরা মা
তোর সন্তান সেই দৃষ্টি চায় ॥

১৫১

মা! আমি তোর অন্ধ ছেলে
হাত ধরে মোর নিয়ে যা মা।
পথ নাহি পাই যে দিকে চাই

দেখি আঁধার ঘোর ত্রিযামা

আমি নিজে পথ চলিতে চাই

বারে বারে পথ ভুলি মা তাই

মায়া রূপে প'ড়ে কাঁদি

কোথায় দয়াময়ী শ্যামা ॥

মা, তুই যবে হাত ধরে চলিস্ রয় না পতন ভয়

তুই যবে পথ দেখাস্ মাগো সে পথ জ্যোতির্ময়

কি হবে জ্ঞান প্রদীপ নিয়ে সাথে

বৃথা এ দীপ জন্মান্ধের হাতে

মা, তুই যদি হ'স্ নির্ভর মোর

পথের ভয় আর রবেনা মা ॥

১৫২

আমার শ্যামা বড় লাজুক মেয়ে

কেবলি সে লুকাতে চায়,

আলো আঁধার পর্দা টেনে

বালিকা সে পালিয়ে বেড়ায় ॥

নিখিল ভুবন আছে তারে ঘিরে

আমার মেয়ে তবু বসন খুঁজে ফিরে ।

তারে যে দেখে সে এক নিমেষে

তারি মাঝে লয় হ'য়ে যায় ॥

কোটি শিব ব্রহ্মা হরি অনন্তকাল গভীর ধ্যানে

তার সে লুকোচুরি খেলার পায়না দিশা পায়না মানে ;

রবি শশী গ্রহতারার ফাঁকে

যে দেখেছে পালিয়ে যেতে মাকে ;

সে আপনাকে আর পায়না খুঁজে

মায়াবিনীর মহামায়ায় ॥

১৫৩

আমার মা আছে রে সকল নামে

মা যে আমার সর্বনাম ॥

যে নামে ডাকো শ্যামা মাকে

পুরবে তাতেই মনস্কাম

ভালবেসে আমার শ্যামা মাকে

যার যাহা সাধ সেই নামে সে ডাকে

সেই নামে মা দেয় রে ধরা

কেউ শ্যামা কয় কেহ শ্যাম।

এ সাগরে মিশে গিয়ে

সকল নামের নদী

সেই হরিহর কৃষ্ণ ও রাম দেখিস্ তারে যদি,

নিরাকার সাকারা সে কভু

সকল জাতির উপাস্য সে প্রভু

নয় সে নারী নয় সে পুরুষ,

সর্বলোকে তাহার ধাম ॥

১৫৪

ওমা, তোর ভুবনে জ্বলে এতো আলো

আমি কেন অন্ধ মাগো—

দেখি শুধু কালো।

সর্বলোকে শক্তি ফিরিস্ নাচি

ওমা, আমি কেন পঙ্গু হ'য়ে আছি?

ওমা, ছেলে কেন মন্দ হ'ল, জননী যার ভালো

তুই নিত্য মহাপ্রসাদ বিলাস কৃপার দুয়ার খুলি

চির শূন্য রইল কেন আমার ভিক্ষা ঝুলি?

বিন্দু বারি পেলাম না মা সিন্ধুজলে রয়ে
তোর চোখের কাছে প'ড়ে আছি চোখের বালি হ'য়ে
মোর জীবন্মৃত এই দেহে মা চিতার আগুন জ্বালো ॥

১৫৫

ওমা তুই আমারে ছেড়ে আছিস্‌
আমি তাই হয়েছি লক্ষ্মীছাড়া।
তোর কৃপা বিনা শক্তিময়ী শুকিয়ে গেল ভক্তি ধারা ॥

ওমা তুই আশ্রয় দিলিনা তাই
আমি যা পাই তা পথে হারাই
তোর রসময় ভুবন আমার শ্মশান হ'ল ওমা তারা ॥

আজ আনন্দ যমুনা ফেলে এসেছি তাই যমের দ্বারে
ওমা জীবনে যা পেলাম না তার মরণ যদি দিতে পারে
ওমা তত বাড়ে বুকের জ্বালা
পাই যত যশ খ্যাতির মালা
রাজপ্রাসাদে শুয়ে মাগো
শান্তি কি পায় মাতৃহারা ॥

১৫৬

আমার মানস-বনে ফুটেছেরে শ্যামা লতার মঞ্জরী
সেই মঞ্জুবনে ফিরছেরে তাই ভক্তি ভ্রমর গুঞ্জরী ॥

সেথা আনন্দে দেয় করতালি
প্রেমের কিশোর বনমালি
সেই লতামূলে শিবের জটায় গঙ্গা ঝরে ঝর্ঝরি ॥

কোটি তরু শাখা মেলি এই সে লতার পরশ চায়
শিরে ধরে ধন্য হ'তে এই শ্যামারই শ্যাম শোভায়
এই লতারই ফুল-সুবাসে কোটি চন্দ্র সূর্য আসে
নীল আকাশে
এই লতার ছায়ায় প্রাণ জুড়াতে ত্রিলোক
আছে প্রাণ ধরি ॥

১৫৭

শ্যামা নামের লাগল আগুন
আমার দেহ ধূপ কাঠিতে
যত জ্বালি সুবাস তত ছড়িয়ে পড়ে চারিভিতে ॥
ভক্তি আমার ধূপের মতো
ঊর্ধ্বে ওঠে অবিরত
শিবলোকের দেব-দেউলে মার শ্রীচরণ পরশিতে।
অন্তর-লোক শুদ্ধ হ'ল পবিত্র সেই ধূপ সুবাসে
ওরে) মার হাসি মুখ চিত্তে ভাসে চন্দ্রসম নীল আকাশে
সব কিছু মোর পুড়ে কবে
চিরতরে ভস্ম হবে
মার ললাটে আঁকব তিলক সেই ভস্ম-বিভূতিতে।

১৫৮

ওমা খড়্গ নিয়ে মাতিস রণে
নয়ন দিয়ে বহে ধারা
(এমন) একাধারে নিষ্ঠুরতা কৃপা তোরই সাজে তারা

করে অসুর মুণ্ডরাশি
অধরে না ধরে হাসি
(তুই) জানিস্ মরলে তোর আঘাতে
তোরই কোলে যাবে তারা ॥

(মা) দুই হাতে তোর বর ও অভয়
আর দু হাতে মুণ্ড অসি,
ললাটে তোর পূর্ণিমা চাঁদ কেশে কৃষ্ণা চতুর্দশী।
তুই জননী প্রায় আঘাত ক'রে
দিস্ মা দোলা বক্ষে ধরে
(তুই) পাপ মুক্ত করার ছলে
অসুর বধিস্ ভব-দারা ॥

১৫৯

আমার হৃদয় হবে রাঙাজবা দেহ বিল্বদল
মুক্তি পাবো ছুঁয়ে মুক্ত কেশীর চরণতল ॥
মোর বলির পশু হবে সর্বকাম
মোর পূজার মন্ত্র হবে মায়ের নাম,
মোর অশ্রু দেবো মার চরণে সেই তো গঙ্গাজল ॥
মোর আনন্দ মা'কে দেবো
তাই হবে চন্দন
মোর পুষ্পাঞ্জলি হবে
আমার প্রাণ মন।
মোর জীবন হবে আরতি দীপ
মোর গুরু হবেন শঙ্কর শিব
মোর কাঁটার জ্বালা পদ্ম হবে শুভ্র সুনির্মল ॥

১৬০

যে কালীর চরণ পায়রে কালীর চরণ পায়
সে মোক্ষ মুক্তি কিছুই নাহি পায়॥
সে চায়না স্বর্গ চায়না ভগবান
শ্রীকালীর চরণ আত্মা তাহার দেহ মন ও প্রাণ
সে কালীর চরণ ছেড়ে ব্রহ্মা লোকেও নাহি যায়॥
শিবের জটার গঙ্গা নিত্য চরণ ধোয়ায় যাঁর
যোগ সাধনা আরাধনা সে জানেনা ভাই
ঐ চরণ তাহার সার॥
ধর্মাধর্ম ভেদ জানেনা সে বলে সবাই মায়ের ছেলে
বন্ধু বলে জড়িয়ে ধরে চাঁড়াল কাছে এলে
সে বেদ বেদান্ত জানেনা শ্রীকালীর নাম গায়॥

১৬১

তোরই নামের কবচ দোলে
আমার বুকে হে শঙ্করী।
কি ভয় দেখাস আমি তোকেও
ভয় করিনা ভয়ঙ্করী॥
মৃত্যু প্রলয় তাদের লাগি
নয় যারা তোর অনুরাগী
(ওমা) তোর শ্রীচরণ আশ্রয় মোর
(দেখে) মরণ আছে ভয়ে মরি॥
আমি তোরই মাঝে ঘুমাই জাগি
তোরই কোলে কাঁদি হাসি
তোর যদি না হয় মা বিনাশ
মা আমিও অবিনাশী॥

(তোর) চরণ ছেড়ে পালায় যারা
মায়ার জালে মরে তারা
তোর মায়াজাল এড়িয়ে গেলাম
মা তোর অভয় চরণ ধরি ॥

১৬২

মাতৃ নামের হোমের শিখা
আমার বুকে কে জ্বালালো
সেই শিখা আজ হর্‌বে যেন ত্রিজগতের
আঁধার কালো ॥
আজ মনে হয় দিবস যামী
অমৃতেরই পুত্র আমি
আনন্দময় হ'ল ত্রিলোক যেদিকে চাই
কেবল আলো ॥
সূর্য যেমন জানে না তার
আলোয় কত জগৎ জাগে
বিকার বিহীন তেম্‌নি আমি
জ্বলি নামের অনুরাগে ;
হয়তো আমার আলোক লেগে
নতুন সৃষ্টি উঠ্‌ছে জেগে
তাই কি বিপুল আকর্ষণে
সবারে চাই বাসতে ভালো ॥

১৬৩

আমায়, আঘাত যতই হান্‌বি শ্যামা ডাক্‌বো তত তোরে।
মায়ের ভয়ে শিশু যেমন লুকায় মায়ের ক্রোড়ে ॥

ওমা, চারধারে মোর দুখের পাথার
তুই পরখ কত করবি মা আর
আমি, জানি তবু পার হব মা চরণতরী ধ'রে ॥

আমি, ছাড়বোনা তোর নামের ধেয়ান বিশ্ব ভুবন পেলে
আমায়, দুখ দিয়ে তোর নাম ভোলাবি নই মা তেমন ছেলে

আমায় দুঃখ দেওয়ার ছলে
তুই স্মরণ করিস পলে পলে
আমি, সেই আনন্দে দুঃখের অসীম-সাগর যাবো ত'রে ॥

১৬৪

আমার, ভবের অভাব লয় হয়েছে
শ্যামা-ভাব্-সমাধিতে।
শ্যামা, রসে যে-মন আছে ডুবে
কাজ কিরে তার যশ খ্যাতিতে ॥

মধু যে পায় শ্যামা পদে
কাজ কি রে তা'র বিষয়-মদে
যুক্ত যে-মন যোগমায়াতে
ভাবনা কি তার রোগ-ব্যাধিতে ॥

কাজ কি রে তার লক্ষ টাকায় মোক্ষ-লক্ষ্মী যাহার ঘরে
কত, রাজার রাজা প্রসাদ মাগে সেই ভিখারীর পায়ে ধ'রে।

ওমা, শান্তিময়ী অন্তরে যার
দুঃখ শোকে ভয় কি রে তার
সে, সদানন্দ সদাশিব জীবন্মুক্ত ধরণীতে ॥

১৬৫

আমি সাধ ক'রে মোর গৌরী মেয়ের

নাম রেখেছি কালি।

পাছে লোকের দৃষ্টি লাগে

মাখিয়ে দিলাম কালি

তার, সোনার অঙ্গে মাখিয়ে দিলাম কালি ॥

হাড়ের মালা গলায় দিয়ে

দিয়েছি তার কেশ এলিয়ে

তবু, আনন্দিনী নন্দিনী মোর দেয়রে কর-তালি।

নেচে নেচে দেয়রে কর-তালি ॥

চোখে চোখে রাখি তারে পাছে সে হারায়

তাই, কালো মেয়ের রূপ লেগেছে মোর আঁখি তারায়।

সে শ্মশান পথে বেড়ায় একা

সহজে সে দেয়না দেখা রে

শুধু, বনের জবা জানে আমার মেয়ে রূপের ডালি ॥

১৬৬

আমি, মুক্তা নিতে আসেনি মা

ওমা, তোর মুক্তিসাগর কূলে।

মোর, ভিক্ষা ঝুলি হতে মায়ার মুক্তামানিক নে মা তুলে

মা তুই সব্‌ই জানিস্ অন্তর্যামী

সেই চরণ-প্রসাদ-ভিক্ষু আমি

শবেরও হয় শিবত্ব লাভ মা তোর যে চরণ ছুঁলে ॥

তুই, অর্থ দিয়ে কেন ভুলাস্

এই পরমার্থ ভিখারীরে

তোর, প্রসাদী ফুল পাই যদি মা
গঙ্গা ধারাও চাইনা শিরে।
তোর, শক্তিমন্ত্রে শক্তিময়ী
আমি, হ'তে পারি ব্রহ্ম-জয়ী
সেই, মাতৃনামের মহাভিক্ষু তোর মায়াতে নাহি ভুলে॥

১৬৭

জয় ব্রহ্ম বিদ্যা শিব-সরস্বতী।
জয় ধ্রুব জ্যোতিঃ, জয় বেদবতী॥
জয় আদি কবি, জয় আদি বাণী
জয় চন্দ্রচূড়, জয় বীণাপাণি,
জয় শুদ্ধজ্ঞান শ্রী মূর্তিমতী॥

শিব! সঙ্গীত সুর দাও, তেজ আশা
দেবি! জ্ঞান শক্তি দাও, অমর ভাষা।
শিব! যোগধ্যান দাও, অনাসক্তি
দেবি! মোক্ষলক্ষ্মি! দাও পরাভক্তি,
দাও রস-অমৃত, দাও কৃপা মহতী॥

১৬৮

অগ্নিগিরি ঘুমন্ত উঠিল জাগিয়া
বহ্নিরাগে দিগন্ত গেল রে রাঙিয়া॥
রুদ্ররোষে কি শঙ্কর ঊর্ধ্বের পানে
লক্ষফণা ভুজঙ্গ বিদ্যুৎ হানে,
দীপ্ত তেজে অনন্ত নাগের ঘুম ভাঙিয়া॥

লঙ্কা-দাহন হোমাগ্নি সাগ্নিক মন্ত্র
যজ্ঞ-ধূম বেদ ওঙ্কার ছাইল অন্তর।
খড়্গাপাণি শ্রীচণ্ডী অরাজক মহীতে
দৈত্য নিশুম্ভ-শুম্ভে এলো বুঝি দহিতে,
বিশ্ব কাঁদে প্রেম-ভিক্ষু আনন্দ মাগিয়া॥

১৬৯

নারায়ণী উমা খেলে হেসে হেসে
হিম-গিরির বুকে পাহাড়ী বালিকা বেশে॥
গিরিগুহা হতে জ্যোতির ঝরণা
ছুটে চলে যেন চলচরণা,
তুষার-সায়রে সোনার কমল
যেন বেড়ায় ভেসে॥

মাধবী চাঁদ উঠে
কৈলাস চূড়ে,
খেলা ভুলিয়া যায়
অনিমেষ চোখে চায়
পাষাণ প্রতিমা প্রায়
সেই সুদূরে।
সতীহারা যোগী পাগল শঙ্করে
মনে পড়িয়া তার নয়নে বারি ঝরে,
শিব সীমন্তিনী পাগলিনী প্রায়
'শিব শিব' বলে ধায় মুক্তকেশে॥

১৭০

মৌন আরতি তব বাজে নিশিদিন।
ত্রিভুবন মাঝে প্রভু বাণীবিহীন॥
সম্ভ্রম-শ্রদ্ধায় গ্রহতারাদল,
স্থির হয়ে রয় অপলক, অচপল,
ধ্যান-মৌনী মহাযোগী অটল,
আপন মহিমায় তুমি সমাসীন॥
মৌন সে সিন্ধুতে জল বিম্বের প্রায়
বাণী ও সঙ্গীত যায় হারাইয়া যায়।
বিস্ময়ে অনিমেষ চোখে চেয়ে রয়
তব পানে অনন্ত সৃষ্টি-প্রলয়,
তব ধ্রুব-লোকে হে চির অক্ষয়
সকল ছন্দ গতি হইয়াছে লীন॥

১৭১

দাও সহ্য দাও ধৈর্য, হে উদার-নাথ—
দাও প্রাণ।
দাও অমৃত মৃতজনে দাও ভীত-চিতজনে—
শক্তি অপরিমাণ, হে সর্বশক্তিমান॥
দাও স্বাস্থ্য দাও আয়ু স্বচ্ছ আলো মুক্ত বায়ু
দাও চিত্ত অনিরুদ্ধ দাও শুদ্ধ জ্ঞান—
হে সর্বশক্তিমান॥
দাও দেহে দিব্য কান্তি
দাও গেহে নিত্য শান্তি
দাও পুণ্য প্রেম ভক্তি মঙ্গল-কল্যাণ
হে সর্বশক্তিমান॥

ভীতি-নিষেধের ঊর্ধ্বে স্থির
রহি যেন চির উন্নতশির,
যাহা চাই যেন জয় ক'রে পাই—
গ্রহণ না করি দান
হে সর্বশক্তিমান ॥

১৭২

তাপসিনী গৌরী কাঁদে বেলা শেষে,
উপবাস-ক্ষীণতনু যোগিনী বেশে ॥
বুকে চাপি করতল
বিল্বপত্র-দল,
কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে শিব-আবেশে ॥
অস্ত রবি তার সহস্র করে,
চরণ ধ'রে বলে ফিরে যেতে ঘরে ॥
শিব দাও শিব দাও বলে
লুটায় ধূলি-তলে,
কৈলাস-গিরি পানে চাহে অনিমেষে ॥

১৭৩

শিব-অনুরাগিণী গৌরী জাগে।
আঁখি অনুরঞ্জিত প্রেমারুণ-রাগে ॥
স্বপনে কি শিব এসে
বর দিল বর-বেশে,
বালিকা বলিতে নারে সরম লাগে ॥

'কি হয়েছে উমা তোর'—গিরিরাণী সাধে,
'কে মাখালো কুম্‌কুম্‌ ভোরের চাঁদে ?'
—লুকায় মায়ের বুকে
বলিতে বাধে মুখে।
পাগল শিব ঐরূপ ভিক্ষা মাগে ॥

১৭৪

উদার অম্বর দরবারে তোরই
প্রশান্ত প্রভাত বাজায় বীণা,
শতদল শুভ্রা পদতল-লীনা,
প্রশান্ত প্রভাত বাজায় বীণা ॥
সহস্র কিরণ-তারে হানি ঝঙ্কার
ধ্বনি তোলে অনাহত গভীর ওঙ্কার -
সেই সুরে উদাসীন, পরমা প্রকৃতি
ধ্যান-নিমগ্না মহাযোগাসীনা ॥
আনন্দ হংস বিমুগ্ধ গতিহীন
স্থির হ'য়ে ব্যোমে শোনে সে জ্যোতির্বীণ।
ঝরা ফুল অঞ্জলি তারি চরণে
প্রণতা ধরণী বাণী-বিহীনা ॥

১৭৫

বনে যায় আনন্দ-দুলাল।
বাজে চরণে ঘুমুরের রুমুঝুমু তাল ॥
ওকি নন্দদুলাল
ওকি ছন্দদুলাল,
ওকি নন্দন-পথ-ভোলা নৃত্য-গোপাল ॥

তার বেণুরবে ধেনুগণ আগে যেতে পিছে চায়,
ভক্তের প্রাণ গ'লে উজান বহিয়া যায়,
এলো লুকিয়ে দেখিতে তারে দেবতার দল
হ'য়ে কদম-তমাল ॥

ব্রজ-গোপিকার প্রাণ তার চরণে নূপুর
শ্রীমতী রাধিকা তার বাঁশরীর সুর,
সে যে ত্রিলোকের স্বামী তাই ত্রিভঙ্গ রূপ
করে বিশ্বের রাখালি সে চির-রাখাল ॥

১৭৬

বাঁশী বাজাবে কবে আবার
বাঁশরীবালা।
তব পথ চাহি ভারত-যশোদা
জাগে নিরালা ॥

কৃষ্ণা তিথির তিমিরহারী
শ্রীকৃষ্ণ এসো এসো মুরারি,
ঘরে ঘরে আজ পুতনা
ভীতি হানিছে, কালা ॥

কংস কারার ভাঙো ভাঙো দ্বার
দেবকীর বুকে পাষাণ-ভার,
নামাও নামাও;
যুগ যুগ সম্ভব পূর্ণাবতার।
নিরানন্দ দেশ হাসুক আবার—
আনন্দে, নন্দলালা ॥

১৭৭

নীল যমুনা সলিল কান্তি
চিকন ঘনশ্যাম।
তব শ্যামরূপে শ্যামল হ'ল
সংসার ব্রজধাম॥

রৌদ্রে পুড়িয়া তাপিতা অবনী
চেয়ে ছিল শ্যাম-স্নিগ্ধা লাবণী
আসিলে অমনি নবনীত তনু ঢলঢল অভিরাম
চিকন ঘনশ্যাম॥

আধেক বিন্দু রূপ তব দুলে
ধরায় সিন্ধুজল
তব ছায়া বুকে ধরিয়া সুনীল
হইল গগনতল।
তব বেণু শুনি ওগো বাঁশরিয়া
প্রথম গাহিল কোকিল পাপিয়া,
হেরি কান্তার-বন-ভুবন ব্যাপিয়া
বিজড়িত তব নাম।
চিকন ঘনশ্যাম॥

১৭৮

ফিরে আয়, ঘরে ফিরে আয়
পথহারা, ওরে ঘরছাড়া
ঘরে আয় ফিরে আয়॥

ফেলে যাওয়া তোর বাঁশরী
রে কানাই, কাঁদে লুটায়ে ধূলায়
ফিরে আয় ঘরে আয়॥
ব্রজে আয় ফিরে ওরে ননী-চোর
কাঁদে বৃন্দাবন কাঁদে রাধা তোর
বাঁধিবনা আর ওরে ননী-চোর
অভিমানী ফিরে আয়॥

১৭৯

চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়।
আজিকে যে রাজাধিরাজ কাল সে ভিক্ষা চায়॥

অবতার শ্রীরামচন্দ্র সে জানকীর পতি
তারো হ'ল বনবাস রাবণ করে দুর্গতি।
আগুনেও পুড়িলনা ললাটের লেখা হায়॥

স্বামী পঞ্চ-পাণ্ডব, সখা কৃষ্ণ ভগবান,
দুঃশাসন করে তবু দ্রৌপদীর অপমান।
পুত্র তার হ'ল হত যদুপতি যার সহায়॥

মহারাজ হরিশচন্দ্র রাজ্যদান ক'রে শেষ
শ্মশান-রক্ষী হয়ে লভিল চণ্ডাল বেশ।
বিষ্ণু-বুকে চরণ-চিহ্ন ললাট-লেখা কে খণ্ডায়

১৮০

ছাড় ছাড় আঁচল, বঁধু, যেতে দাও।
বনমালী এমনি ক'রে মন ভোলাও॥

একা পথে দুপুরবেলা
নিরদয়, এ কি খেলা!
তুমি এমনি ক'রে মায়া জাল বিছাও ॥
পথে দিয়ে বাধা
একি প্রেম সাধা
আমি নহি তো রাধা, বঁধু, ফিরে যাও ॥
এ নিখিল—নর-নারী
তোমারি প্রেম-ভিখারী
লীলা বুঝিতে নারি তব শ্যামরাও ॥

১৮১

বাজাও প্রভু বাজাও ঘন বাজাও।
ভীম বজ্র-বিষাণে দুর্জয় মহা-আহ্বান তব,
বাজাও—
অগ্নি তূর্য কাঁপাক সূর্য
বাজুক রুদ্রতালে ভৈরব–
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও ॥
নট-মল্লার দীপক-রাগে
জ্বলুক তাড়িত বহ্নি আগে
ভেরীর রন্ধ্রে মেঘ-মন্দ্রে জাগাও বাণী জাগ্রত নব!
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও ॥
ঘুচাতে ভীরুর নীচতা দৈন্য
প্রের হে তোমার ন্যায়ের সৈন্য
শৃঙ্খলিতের টুটা'তে বাঁধন আন আঘাত প্রচণ্ড আহব!
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও ॥

নিবীর্য এ তেজঃ-সূর্যে
দীপ্ত কর হে বহ্নি বীর্যে
শৌর্য, ধৈর্য, মহাপ্রাণ দাও স্বাধীনতা সত্য বিভব
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও ॥

১৮২

ব্রজ গোপী খেলে হোরী
খেলে আনন্দ নবঘন শ্যাম সাথে ॥
পিরিতি ফাগ মাখা গোরীর সঙ্গে
হোরী খেলে হরি উন্মাদ রঙ্গে।
বসন্তে এ কোন্ কিশোর দুরন্ত
রাধারে জিনিতে এল পিচকারি হাতে

গোপিনীরা হানে অপাঙ্গ
খরশর ভ্রূকুটি-ভঙ্গ অনঙ্গ
আবেশে জ্বরজ্বর থরথর শ্যামের অঙ্গ ।
শ্যামল তনুতে হরিত কুঞ্জে
অশোক ফুটেছে যেন পুঞ্জে পুঞ্জে
রং পিয়াসী মন ভ্রমর গুঞ্জে
ঢালো আরো ঢালো রং প্রেম যমুনাতে।

১৮৩

ভবনে ভুবনে আজি ছড়িয়ে গেছে রং
রাঙিল মাতিল ধরা অভিনব ঢং ॥

রাঙা বসন্ত হাসে নন্দন আনন্দে
চিত্ত শিখী নাচে মদালস ছন্দে ॥
নাচিছে পরাগে আজি তরুণ তুরন্ত
বাজায়ে মৃদং ছড়িয়ে গেছে রং ॥
কামোদে নটে আমোদে ওঠে গান
মাতিয়া ওঠে প্রাণ, ওঠে প্রাণ
উতল যমুনা জল তরঙ্গ
অঙ্গে অপাঙ্গে আজি খেলিছে অনঙ্গ
পরানে বাজে সারং সুর কাফির সঙ্
ছড়িয়ে গেছে রং ॥

১৮৪

ফুল-ফাগুনের এল মরশুম
বনে বনে লাগল দোল।
কুসুম-সৌখীন দখিন হাওয়ার
চিত্ত গীত-উতরোল্ ॥

অতনুর ঐ বিষ মাখা শর
নয় ও দোয়েল শ্যামের শিস্,
ফোটা ফুলে উঠ্‌ল ভ'রে
কিশোরী বনের নিচোল্ ॥

গুল বাহারের উত্তরী কা'র
জড়াল তরু-লতায়,
মুহু মুহু ডাকে কুহু
তন্দ্রা-অলস, দ্বার খোল্ ॥

রাঙা ফুলে ফুল্ল-আনন
দোলে কানন-সুন্দরী;
বসন্ত তার এসেছে আজ
বরষ পরে পথ-বিভোল ॥

১৮৫

এস কল্যাণী চির আয়ুষ্মতী।
তব নির্মল করে জ্বালো ভবন-প্রদীপ
জ্বালো জ্বালো সতী ॥

মঙ্গল-শঙ্খ বাজাও বাজাও অয়ি সুমঙ্গলা
সকল অকল্যাণ সকল অমঙ্গল
কর দূর সমুজ্জ্বলা
এস মাটির কুটিরে দূর আকাশের অরুন্ধতী।

এস লক্ষ্মী গৃহের—
আঁকো অঙ্গনে সুমঙ্গল আল্পনা
তব পুণ্য পরশ দিয়ে ধূলি-মুঠিরে কর গো সোনা।
স্নান-শুদ্ধা তুমি পূজা দেউলে ঘরে কর আরতি
আনত আকাশ যেন তব চরণে করে প্রণতি।
তব কণ্ঠিত গুণ্ঠন তলে
চির শান্তির ধ্রুবতারা জ্বলে
সংসার অরণ্যে ধ্যানমগ্না তুমি
তপতী, স্নিগ্ধ জ্যোতি ॥

১৮৬

বিশ্ব ব্যাপিয়া আছো তুমি জেনে

শান্তি তো নাহি পাই।

রূপ ধ'রে এস, দাঁড়াও সমুখে

দেখিয়া আঁখি জুড়াই।

আমার মাঝারে যদি তুমি রহ

কেন তবে এই অসীম বিরহ

কেন বুকে বাজে নিবিড় বেদনা

মনে হয় তুমি নাই॥

চাঁদের আলোকে ভরে নাগো মন,

দেখিতে চাই যে চাঁদ

ফুলের গন্ধ পাইলে, জাগে যে

ফুল দেখিবার সাধ।

(ওগো) সুন্দর, যদি নাহি দেবে ধরা

[কেন প্রেম দিলে বেদনায় ভরা]

রূপের লাগিয়া কেন প্রাণ কাঁদে

রূপ যদি তব নাই॥

১৮৭

পরমাত্মা নহ তুমি তুমি পরমাত্মীয় মোর।

হে বিপুল বিরাট মোর কাছে তুমি প্রিয়তম চিতচোর

তোমারে যে, ভয় করে হে বিশ্বপাতা

তার কাছে তুমি রুদ্র দণ্ড-দাতা ;

প্রেমময় ব'লে তোমারে যে বাসে ভালো

তার কাছে তুমি মধুর লীলা কিশোর॥

দেখে ভীরু চোখ আষাঢ়ের মেঘে

বজ্র তব বিপুল

মোর মালঞ্চে, সেই মেঘে দেখি,

ফোটায় নব মুকুল।

আকাশের নীল অসীম পদ্ম 'পরে

চরণ রেখেছি, হে মহান, লীলা ভরে।

সেই অনন্ত জানি না কেমন ক'রে

আমার হৃদয়ে খেল নিশিদিন ভোর?

১৮৮

রুমুঝুম্ রুমুঝুম্ রুমুঝুম্ ঝুম্‌ঝুম্ নূপুর বাজে

আসিল রে প্রিয় আসিল রে।

কদম্ব-কলি শিহরে আবেশে

বেণীর তৃষ্ণা জাগে এলোকেশে

হৃদি-ব্রজধাম রস-তরঙ্গে প্রেম-আনন্দে ভাসিল রে॥

ধরিল রূপ অরূপ শ্রীহরি

ধরণী হ'ল নবীনা কিশোরী

চন্দ্রার কুঞ্জ ছেড়ে যেন কৃষ্ণ-চন্দ্রমা গগনে হাসিল রে

আবার মল্লিকা-মালতী ফোটে

বিরহ-যমুনা উথলি' ওঠে

রোদন ভুলে রাধা গাহিয়া ওঠে

সুন্দর মোর ভালবাসিল রে॥

১৮৯

বাদলা রাতে চাঁদ উঠেছে   কৃষ্ণ মেঘের কোলে রে।
ব্রজ পুরে তমাল ডালে   ঝুলনাতে দোলে রে॥
নীল চাঁদ আর সোনার চাঁদে
বাঁধা বন-মালার ফাঁদে (রে)
এ চাঁদ হেসে আর এক চাঁদের   অঙ্গে পড়ে ঢ'লে রে॥
যুগল শশী হেরি গোপী কহে   'বাদলা রাতই ভালো' রে
গোকুল এলো ব্রজে নেমে   ধরা হ'ল আলো রে॥
দেব-দেবীরা চরণ তলে
বৃষ্টি হ'য়ে পড়ে গ'লে
বেদ-গাথা সব নূপুর হ'য়ে
রুনু ঝুনু বোলে রে॥

১৯০

এ দেব দাসীর পূজা লহ হে ঠাকুর।
দয়া কর, কথা কও, হ'য়ো না নিঠুর।
লহ মান অভিমান, দেহ প্রাণ মন
মম প্রেম-ধূপ নাও রূপ-চন্দন
এই লও আভরণ চুড়ী-কঙ্কন
চোখের দৃষ্টি নাও কণ্ঠের সুর॥
আজ, শেষ ক'রে আপনারে দিব তব পায়
চাও চাও মোর কাছে যাহা সাধ যায়।
কহিবে না কথা কি গো তুমি কিছুতেই?
আরতির থালা তবে ফেলে দিনু এই।
নাচিব না, বাজুক না মৃদঙ্গ তাল
খুলিয়া রাখিনু এই পায়ের নূপুর॥

১৯১

শিশু নটবর নেচে নেচে যায়
চল-চরণে ধূলি-মাখা গায়।
ননীর পুতুল আতুল তনু
চলিতে পথে ফিরে ফিরে চায় ॥

তাহারি পায়ের নাচের তালে
ফোটে পুলকে কুসুম ডালে,
গ্রহ তারা সেই নাচের ঘোরে
ঘুরিয়া মরে ত'ারি রাঙা পায় ॥

১৯২

তোর রাঙা পায়ে নে মা শ্যামা
আমার প্রথম পূজার ফুল
ভজন পূজন জানি না মা
হয়ত হবে কতই-ভুল ॥
দাঁড়িয়ে দ্বারে 'মা-মা' বলে
ভাসি আমি নয়ন জলে
ভয় হয় মা ছুঁই কেমনে
মা তোর পূজার দেবীমূল।
আশ্রয় মোর নাই জননী
ত্রিভুবনে কোথা ও হায়!
দাঁড়াই মা গো কাহার কাছে
তুই ও যদি ফেলিস্ পায়।
হানে হেলা সবাই যা'রে
তুই না কি কোল দিস্ মা তা'রে
আমি সেই আশাতে এসেছি মা
অকুলে তুই দে মা কুল ॥

১৯৩

কে তোরে কি বলেছে মা ঘুরে বেড়াস কালি মেখে
ওমা বরাভয়া, ভয়ঙ্করীর সাজ পেলি তুই কোথা থেকে ॥
তোর এলোকেশে প্রলয় দোলে
আমি চিনতে নারি গৌরী বলে (মা গো)
ওমা চাঁদ লুকালো মেঘের কোলে তোর মুখে না হাসি দেখে ॥
ওমা আমার দেবলোকে কেন খেলিস এমন নিঠুর খেলা ?
আনন্দের-ই হাটে সতী, বসালি-পাঁচ-ভূতের মেলা
শঙ্কর কি গঙ্গা নিয়ে
কাঁদায় তোরে দুঃখ দিয়ে (মা)
ওমা শিবানী তোর চরণ তলে এনেছি তাই শিবকে ডেকে ॥

১৯৪

মা মেয়েতে খেলব পুতুল
আয় মা আমার খেলা ঘরে।
(আমি) মা হয়ে মা শিখিয়ে দেব
পুতুল খেলে কেমন ক'রে ॥
কাঙাল অবোধ করবি যা'রে
বুকের কাছে রাখিস্ তারে (মা)
[নইলে কে তা'র দুখ ভোলাবে
যা'রে, রত্ন মানিক দিবি না মা, উচিত সে তার মাকে পাবে]
(আবার) কেউ বা ভীষণ দামাল হবে
কেউ থাকবে গৃহ-কোণে প'ড়ে ॥

মৃত্যু সেথায় থাকবে না মা
থাকবে লুকোচুরি খেলা
রাত্রি বেলায় কাঁদিয়ে যাবে
আসবে ফিরে সকাল বেলা।
কাঁদিয়ে খোকায় ভয় দেখিয়ে
ভয় ভোলাবি আদর দিয়ে (মা)
[বেশী তারে কাঁদাস্ না মা
মা ছেড়ে সে পালিয়ে যাবে]
(সে) খেলে যখন শ্রান্ত হবে
ঘুম পাড়াবি বক্ষে ধ'রে ॥

১৯৫

আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল আমার দেউল
আমারি এই আপন দেহ।
আমার এ প্রাণের ঠাকুর নহে সুদূর
অন্তরে মন্দির গেহ ॥
সে থাকে সকল সুখে সকল দুখে,
আমার বুকে অহরহ,
কভু তায় প্রণাম করি, বক্ষে ধরি,
কভু বা তায় বিলাই স্নেহ ॥
ভুলায়নি আমারি কুল,
ভুলেছে নিজেও সে কুল,
ভুলে বৃন্দাবন গোকুল মোর সাথে মিলন-বিরহ
সে আমার ভিক্ষা ঝুলি কাঁধে তুলি,
চলে ধূলি-মিলন-পথে।

নাচে গায় আমার সাথে, একতারাতে,
কেউ বোঝে, বোঝেনা কেহ ॥

১৯৬

যত নাহি পাই দেবতা তোমায়
তত কাঁদি আর পূজি
যতই লুকাও ধরা নাহি দাও
ততই তোমারে খুঁজি ॥
কত যে রূপের রঙের মায়ায়
আড়াল করিয়া রাখ আপনায়
তবু তব পানে অশান্ত মন কেন ধায় নাহি বুঝি ॥
কাঁদাবে যদিগো এমনি করিয়া
কেন প্রেম দিলে তবে,
অন্ত বিহীন এ লুকোচুরির
শেষ হবে নাথ্ কবে ॥
সহে না হে নাথ্ বৃথা আসা-যাওয়া
জনমে জনমে এই পথ চাওয়া
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঝরিয়া গেল
চোখের জলের পুঁজি ॥

১৯৭

কত আর এ মন্দির-দ্বার
হে প্রিয় রাখিব খুলি।
বয়ে যায় যে লগ্নের ক্ষণ
জীবনে ঘনায় গোধূলি ॥

নিয়ে যাও বিদায়-আরতি,
হ'ল ম্লান আঁখির জ্যোতি,
ঝরে যায় যে শুষ্ক স্মৃতির
মালিকার কুসুমগুলি ॥

কত চন্দন ক্ষয় হ'ল হায়
কত ধূপ পুড়িল বৃথায়,
নিরাশায় সে পুষ্প কত
ও পায়ে হইল ধূলি ॥

ও বেদীর তলে কত প্রাণ
হে পাষাণ, নিলে বলিদান !
তবু হায় দিলেনা দেখা,
দেবতা, রহিলে ভুলি' ॥

১৯৮

গোধূলির রং ছড়ালে
কে গো আমার সাঁঝ-গগনে ॥
মিলনেরই বাজে বাঁশী
আজি বিদায়-লগনে ॥
এতদিন কেঁদে কেঁদে
ডেকেছি নিঠুর মরণে,
আজি যে কাঁদি বঁধু
বাঁচিতে হায় তোমার সনে ॥

আজি এ ঝরা-ফুলের
অঞ্জলি কি নিতে এলে,
সহসা পূরবী সুর
বেজে উঠিল ইমনে ॥

হইল ধন্য প্রিয় মরণ-তীর্থ মম
স্নুন্দর মৃত্যু এলে
বরের বেশে শেষ জীবনে ॥

১৯৯

এলরে এল ঐ রণরঙ্গিণী শ্রীচণ্ডী, চণ্ডী
এল রে এল ঐ ॥
অস্নুর সংহারিতে বাঁচাতে উৎপীড়িতে
ধ্বংস করিতে সব বন্ধন বন্দী
শ্রীচণ্ডী, চণ্ডী এল রে এল ঐ ॥
দনুজ দলনী চামুণ্ডা এল ঐ
প্রলয় অগ্নি জ্বালি নাচিছে তাথৈ তাথৈ তা তা থৈ থৈ
দুর্বলে বলে মা মাভৈঃ মাভৈঃ।
মুক্তি লভিবি সব শৃঙ্খল বন্দী
শ্রীচণ্ডী, চণ্ডী এলরে এল ঐ ॥
রক্ত-রঞ্জিত অগ্নি শিখায়
করালি কোন্ রসনা দেখা যায়।
পাতাল তলের যত মাতাল দানব
পৃথিবীতে এসেছিল হইয়া মানব
তাদের দণ্ড দিতে আসিয়াছে চণ্ডীকা
সাজিয়া চণ্ডী, শ্রীচণ্ডী, চণ্ডী
এল রে এল ঐ ॥

২০০

এল রে শ্রীদুর্গা

শ্রীআদ্যাশক্তি মাতৃরূপে পৃথিবীতে এলরে

গভীর স্নেহরস ধারা কল্যাণ কৃপা করুণা স্নিগ্ধ করিতে

এল রে শ্রীদুর্গা ॥

ঊর্ধ্বে উড়ে যায় শান্তির পতাকা

শুভ্র শান্ত মেঘে আনন্দ বলাকা

মমতার অমৃত লয়ে

শ্যামা, মা হয়ে এল রে

সকলের দুঃখ দৈন্য হরিতে

এলরে শ্রীদুর্গা ॥

প্রতি হৃদয়ের শতদলে

শ্রীচরণ ফেলে

বন্ধ কারার দুয়ার ঠেলে

এলরে শ্রীদুর্গা।

দশভুজা সর্বমঙ্গলা মা হয়ে এল রে

দুর্বলে দুর্জয় করিতে

নিরন্নে অন্ন দিতে

মাতৃরূপে এলরে শ্রীদুর্গা ॥

২০১

নন্দন বন হ'তে কে গো

ডাকে মোরে আধো-নিশীথে।

ক্ষণে ক্ষণে ঘুম-হারা-পাখি

কেঁদে ওঠে করুণ-গীতে ॥

ভেঙে যায় ঘুম চেয়ে থাকি
চাহে চাঁদ ছল-ছল আঁখি,
ঝরা চম্পার ফুল যেন কে
ফেলে চলে যায় চকিতে ॥
সহিতে না তিলেক বিরহ
ছিলে যবে জীবনের সাথী
বলে যাও, দূর অমরায়
কেমনে কাটাও দিবা রাতি।
জীবনে ভুলিলে যারে
তারে ভুলে যাও মরণের পারে
আঁধার ভুবনে মোরে একাকী
দাও ওগো দাও ঝুরিতে ॥

২০২

(ওগো) পূজার থালায় আছে আমার
ব্যথার শতদল
হে দেবতা রাখ সেথায়
তোমার পদতল ॥
নিবেদনের কুসুম সহ
লহ হে নাথ আমায় লহ
যে আগুনে আমায় দহ
সেই আগুনের আরতি দীপ জ্বেলেছি উজ্জ্বল ॥
যে নয়নের জ্যোতি নিলে
কাঁদিয়ে পলে পলে
মঙ্গল ঘট ভরেছি নাথ
সেই নয়নের জলে।

যে চরণ কর আঘাত
প্রণাম লহ সেই পায়ে নাথ
রিক্ত তুমি করলে যে হাত
হে দেবতা লও সে হাতে অর্ঘ্য সুমঙ্গল

২০৩

যবে তুলসীতলায়, প্রিয় সন্ধ্যাবেলায়
তুমি করিবে প্রণাম।
তব দেবতার নাম নিতে ভুলিয়া বারেক
প্রিয় নিও মোর নাম।

একদা এমনি এক গোধূলি-বেলা
যেতেছিলে মন্দির পথে একেলা
জানিনা কাহার ভুল, তোমার পূজার ফুল
আমি লইলাম।
সেই দেউলের পথ, সেই ফুলের শপথ
প্রিয় তুমি ভুলিলে, হায় আমি ভুলিলাম॥

পথের দু'ধারে সেই কুসুম ফোটে
হায় এরা ভোলেনি,
বেঁধেছিলে তরু-শাখে লতার যে ডোর
হের আজও খোলেনি।
একদা যে নীল নভে উঠেছিল চাঁদ
ছিল অসীম আকাশ ভরা অনন্ত সাধ
আজি অশ্রুবাদল সেথা ঝরে অবিরাম॥

২০৪

মাগো　　চিন্ময়ী রূপ ধ'রে আয়।
মৃন্ময়ী রূপ তোর পূজি শ্রীদুর্গা,
তাই দুর্গতি কাটিলনা হায়॥
যে মহা-শক্তির হয়না বিসর্জন
অন্তরে বাহিরে প্রকাশ যার অনুখন,
মন্দিরে দুর্গে রহেনা যে বন্দী
সেই দুর্গারে দেশ চায়॥
আমাদের দ্বিভুজে দশভুজা-শক্তি
দে পরব্রহ্মময়ী!
শক্তি পূজার ফল ভক্তি কি পাব শুধু
হবনা কি বিশ্বজয়ী?
এই পূজা বিলাস সংহার কর
যদি পুত্র শক্তি নাহি পায়॥

২০৫

লক্ষ্মী মাগো এস ঘরে
সোনার ঝাঁপি লয়ে করে।
কমল-বনের কমলা গো
বিহর হৃদি-কমল পরে।
কোজাগরী-পূর্ণিমাতে
দাঁড়াও আকাশ-আঙ্গিনাতে,
মা গো, তোমার লক্ষ্মীশ্রী
জ্যোৎস্না-ধারায় পড়ুক ঝ'রে॥

চঞ্চলা গো, এই ভবনে
থাকো অচঞ্চলা হয়ে,
দারিদ্র্য আর অভাব যত
দূর হোক মা তোর উদয়ে।
সমুজ্জ্বলা দুঃখ-হরা।
অমৃত দাও পাত্র-ভরা
ঐশ্বর্য উপ্‌চে পড়ুক
হরি-প্রিয়া তোমার বরে।

২০৬

ও মন রম্‌জানের ঐ রোজার শেষে
এল খুশীর ঈদ!
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে
শোন আস্‌মানী তাগিদ্‌॥

তোর সোনাদানা বালাখানা
সব রাহেলিল্লাহ্‌
দে জাকাত্‌ মুর্দা মুসলিমের আজ
ভাঙাইতে নিঁদ্‌॥

আজ পড়বি ঈদের নামাজ রে মন
সেই সে ঈদ্‌গা'হে,
যে ময়দানে সব গাজী মুসলিম
হয়েছে শহীদ্‌॥

আজ ভুলে যা তোর দোস্‌ত্‌ দুশ্‌মন
হাত মিলাও হাতে,
তোর প্রেম দিয়ে কর বিশ্ব নিখিল
ইস্‌লামে মুরীদ॥

ঢাল্   হৃদয়ের তোর তশ্‌তরীতে
শিরণী তৌহিদের,
তোর   দাওত কবুল করবে হজ্‌রত
হয় মনে উম্মীদ্ ॥

২০৭

এল আবার ঈদ ফিরে এল আবার ঈদ
চলো ঈদ্‌গাহে।
যাহার আশায় চোখে মোদের ছিল না রে নিঁদ
চলো ঈদ্‌গাহে ॥
সিয়া সুন্নি লা-মজ্‌হাবী একই জামাতে
এই ঈদ মোবারকে মিলিবে এক সাথে,
ভাই পাবে ভাইকে বুকে হাত মিলাবে হাতে,
আজ এক আকাশের নিচে মোদের এক সে মসজিদ।
চলো ঈদ্‌গাহে ॥
ঈদ এনেছে দুনিয়াতে শিরণী বেহেশ্‌তী,
দুশ্‌মনে আজ গলায় ধ'রে পাতাব ভাই দোস্তী,
জাকাত দেবো ভোগ বিলাস আজ গোস্‌সা ও বদ্‌মস্‌তি
প্রাণের তশ্‌তরীতে ভ'রে বিলাব তৌহীদ—
চলো ঈদ্‌গাহে ॥
আজিকার ঈদের খুশী বিলাব সকলে,
আজের মত সবার সাথে মিলব গলে গলে,
আজের মত জীবন-পথে চলব দলে দলে,
প্রীতি দিয়ে বিশ্ব-নিখিল করব রে মুরীদ
চলো ঈদ্‌গাহে ॥

২০৮

নাই হ'লো মা বসন ভূষণ এই ঈদে আমার
(আছে) আল্লা আমার মাথার মকুট রসুল গলার হার ।।

নামাজ রোজার ওড়না শাড়ি, ওতেই আমায় মানায় ভারী
কলমা আমার কপালে টিপ. নাই তুলনা যার ॥

হেরা-গুহার হীরার তাবিজ বুকে কোরান দোলে
হাদিস, ফেকা বাজুবন্দ মা, দেখে পরান ভোলে ;

(মোর) হাতে সোনার চুড়ি যে মা হাসান হোসেন মা ফাতেমা
(মোর) অঙ্গুলিতে অঙ্গুরী মা, নবির চার ইয়ার ॥

২০৯

যাবার বেলা সালাম লহ হে পাক রমজান ।
তব বিদায়-ব্যথায় কাঁদিছে নিখিল মুসলিম জাহান ।।

পাপীর তরে তুমি পারের তরী ছিলে দুনিয়ায়
তোমারি গুণে দোজখের আগুন নিভে যায়,
তোমারি ভয়ে লুকিয়েছিল দূরে শয়তান ॥

ওগো রমজান, তোমারি তরে মুসলিম যত
রাখিয়া রোজা ছিল জাগিয়া চাহি' তব পথ,
আনিয়াছিলে দুনিয়াতে তুমি পবিত্র কোরান ॥

পরহেজগারের তুমি যে প্রিয় প্রাণের সাথী
মস্‌জিদে প্রাণের তুমি যে জ্বালাও দীনের বাতি
উড়িয়ে গেলে যাবার বেলা নূতন ঈদের চাঁদের নিশান।

২১০

হে নামাজী! আমার ঘরে নামাজ পড় আজ
(পেতে) দিলাম তোমার চরণ-তলে হৃদয়-জায়নামাজ ॥
আমি গুনাহগার বে-খবর
(মোর) নামাজ পড়ার নাই অবসর
(তব) চরণ-ছোঁওয়ায় এই পাপীরে কর সরফরাজ ॥
তোমার ওজুর পানি মোছ আমার পিরান দিয়ে
আমার এ-ঘরে হউক মসজিদ তোমার পরশ নিয়ে
যে-শয়তানের ফন্দিতে ভাই,
খোদায় ডাকার সময় না পাই,
(সেই) শয়তান থাক দূরে—শুনে তক্‌বীরের আওয়াজ ॥

২১১

চল্‌রে কাবার জেয়ারতে চল্‌ নবিজীর দেশ
দুনিয়াদারীর লেবাস্‌ খুলে পর্‌রে হাজীর বেশ ॥

আওকাত্‌ তোর থাকে যদি—আরফাতের ময়দান
চল্‌ আরফাতের ময়দান
এক জামাত হয় যেখানে ভাই নিখিল মুসলমান
মুস্‌লিম গৌরব দেখার যদি থাকে তোর খাহেশ ॥

দেখবি হেরা গুহারে তুই দেখবি তুই কারবালায়
দেখবি তূর যথায় মুসা দেখলেন আল্লাহ্‌তালায়
আব্‌ জম্‌জমের পানিতে তোর তৃষ্ণা হবে শেষ ॥

যথায় হজ্‌রত হলেন নাজেল মা আমিনার ঘরে
খেলেছেন যার পথে ঘাটে মক্কার শহরে
চল্‌ সেই মক্কার শহরে
সেই মাঠের ধূলা মাখ্‌বি যথা নবি চরাতেন মেষ ॥

ক'রে হিজ্‌রত কায়েম হলেন যে মদিনায় হজ্‌রত
সেই মদিনা দেখবি রে চল মিটাবি প্রাণের হশ্‌রত্‌
সেথা নবিজীতে ঐ রওজাতে তোর আরজি করবি পেশ ॥

২১২

দে জাকাত, দে জাকাত, তোরা দেরে জাকাত
তোর দিল্ খুলবে পরে —রে আগে খুলুক হাত।
ও তোর আগে খুলুক হাত ॥

দেখ্‌ পাক্‌ কোরান শোন্ নবিজীর ফরমান
ভোগের তরে আসেনি দুনিয়ায় মুসলমান
(তোর) একার তরে দেননি খোদা দৌলতের খেলাত্‌ ॥

(তোর) দর্‌দালানে কাঁদে ভুখা হাজারো মুস্‌লিম
(আছে) দৌলতে তোর তাদেরো ভাগ বলেছেন রহিম
বলেছেন রহমানুর রহিম
বলেছেন রসুলে করিম
সঞ্চয় তোর সফল হবে পাবি রে নাজাত ॥

এই দৌলত বিভব রতন যাবে না তোর সাথে
হয়ত চেরাগ জ্বলবে না তোর গোরে শবেরাতে
এই জাকাতের বদলাতে পাবি বেহেশ্‌তী সওগাত ॥

২১৩

মসজিদে ঐ শোন্‌রে আজান চল্‌ নামাজে চল্
দুঃখে পাবি সান্ত্বনা তুই বক্ষে পাবি বল।
ওরে চল্ নামাজে চল্ ॥

ময়লা মাটি লাগলো যা তোর দেহমনের মাঝে
সাফ্ হবে সব দাঁড়াবি তুই যেম্নি জায়নামাজে,
রোজগার তুই কর্‌বি যদি আখেরের ফসল
ওরে চল্ নামাজে চল্ ॥

(তুই) হাজার কাজের অছিলাতে নামাজ করিস্ কা'জা
খাজনা তারি দিলি না যে দীন্ দুনিয়ার রাজা।
তারে পাঁচবার তুই করবি মনে·তাতেও এত ছল
ওরে চল্ নামাজে চল্ ॥

কার তরে তুই মরিস্ খেটে কে হবে তোর সাথী
বে-নামাজির আঁধার গোরে কে জ্বালাবে বাতি
খোদার নামে শির লুটায়ে জীবন কর সফল
ওরে চল্ নামাজে চল্ ॥

২১৪

ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ঈদ, ঈদ মোবারক হো
রাহে লিল্লাহ্ কে আপনাকে বিলিয়ে দিল কে হল শহীদ্ ॥

যে কোরবানী আজ দিল খোদায় দৌলতে ও হাস্‌মত
যার নিজের ব'লে রইল শুধু আল্লা হজ্‌রত
যে রিক্ত হয়ে পেল আজি অমৃত তৌহিদ ॥

যে খোদার রাহে ছেড়ে দিল পুত্র ও কন্যায়
যে আমি নয়, আমিনা বলে মিশলো আমিনায়
ওরে তারি কোলে আসার লাগি নাই নবিজীর নিঁদ্ ॥

যে আপন পুত্র আল্লারে দেয় শহীদ হওয়ার তরে
কাবাতে সে যায় না রে ভাই নিজেই কাবা গড়ে
সে যেখানে যায় জাগে সেথা কাবার উম্মিদ্ ॥

২১৫

মোহাররমের চাঁদ এলো ঐ কাঁদাতে ফের দুনিয়ায়
ওয়া হোসেনা—ওয়া হোসেনা তারি মাতম্ শোন যায়

কাঁদিয়া জয়নাল আবেদীন বেহোঁশ হলো কারবালায়
বেহেশ্‌তে লুটিয়া কাঁদে আলি ও মা ফাতেমায় ॥

আজও শুনি কাঁদে যেন কুল মুলুক আসমান জমীন
ঝরে মেঘে খুন লালে লাল শোক-মরু সাহারায় ॥

কাশেমের ঐ লাশ হয়ে কাঁদে বিবি সকিনায়
আস্‌গরের ঐ কচি বুকে তীর দেখে কাঁদে খোদায় ;

কাঁদে বিশ্বের মুসলিম আজি, গাহে তারি মর্সিয়া
ঝরে হাজার বছর ধরে অশ্রু তারি শোকে হায় ॥

২১৬

বহিছে সাহারায় শোকেরি 'লু' হাওয়া
দোলে অসীম আকাশ আকুল রোদনে ॥

নূহের প্লাবন আসিল ফিরে যেন
ঘোর অশ্রু-শ্রাবণ-ধারা ঝরে সঘনে ॥

'হায় হোসেনা' 'হায় হোসেনা' বলি
কাঁদে গিরি নদী কাঁদে বনস্থলী
কাঁদে পশু ও পাখি তরুলতার সনে ॥

ফকির বাদশাহ্ আমির ওমরাহে
কাঁদে তেমনি আজো তারি মর্সিয়া গাহে
বিশ্ব যাবে মুছে—মুছিবে না এ আঁস্থ
চিরকাল ঝরিবে কালের নয়নে ॥

সেই সে কারবালা সেই ফোরাত নদী
কুল-মুসলিম হৃদে জাগিছে নিরবধি
আসমান ও জমিন রহিবে যতদিন
সবে কাঁদিবে এমনি আকুল কাঁদনে ॥

২১৭

খাতুনে জান্নাত ফাতেমা জননী
বিশ্ব-দুলালী নবি-নন্দিনী
মদিনা-বাসিনী পাপ তাপ-নাশিনী
উম্মত তারিণী আনন্দিনী ॥

সাহারার বুকে মাগো তুমি মেঘ-মায়া
তপ্ত মরুর প্রাণে স্নেহ-তরু ছায়া
মুক্তি লভিল মাগো, তব শুভ-পরশে
বিশ্বের যত নারী বন্দিনী ॥

হাসান হোসেন তব উম্মত তরে মাগো
কারবালা প্রান্তরে দিলে বলিদান,
বদ্‌লাতে তার রোজ হাসরের দিনে
চাহিবে মা মোর মত পাপীদের ত্রাণ ;

এলে পাষাণের বুক চিরে নির্ঝর সম
করুণার ক্ষীর-ধারা আবে-জমজম
ফিরদৌস্ হতে রহমত-বারি ঢালো
সাধ্বী মুসলিম গরবিনী ॥

২১৮

ওগো মা—ফাতেমা—ছুটে' আয়
তোর দুলালের বুকে হানে ছুরি।
দীনের শেষ বাতি নিভিয়ে যায় মাগো
(বুঝি) আঁধার হ'ল মদিনা-পুরী ॥
কোথায় শেরে খোদা, জুলফিকার কোথা
কবর ফেড়ে' এস কারবালা যথা—
তোমার আওলাদ বিরাণ হ'ল আজি
নিখিল শোকে মরে ঝুরি ॥
কোথা আখেরে নবি চুমা খেতে তুমি
যে গলে হোসেনের
সহিছ কেমনে সে গলে দুশ্‌মন
হানিছে শমসের ;
রোজ হাসরে নাকি কওসরের পানি
পিয়াবে তোমরা গো গোনাহ্‌গারে আনি'
দেখনা কি চেয়ে দুখের ছেলেমেয়ে
পানি বিহনে মরে পুড়ি' ॥

২১৯

ফোরাতের পানিতে নেমে ফাতেমা দুলাল কাঁদে
অঝোর নয়নে রে।
দু'হাতে তুলিয়া পানি, ফেলিয়া দিলেন অমনি
পড়িল কি মনে রে ॥
দুধের ছাওয়াল আস্‌গর এই পানি চাহিয়ে রে
দুশ্‌মনের তীর খেয়ে বুকে ঘুমাল খুন পিয়ে রে।
শাদীর নওশা কাশেম শহীদ এই পানি বিহনে রে ॥

এই পানিতে মুছিল রে হাতের মেহ্‌দী সকিনার
এই পানিরই ঢেউয়ে ওঠে তারি মাতম্‌ হাহাকার
শহীদানের খুন মিশে আছে এই পানির-ই সনে রে

বীর আব্বাসের বাজু শহীদ হ'ল এর-ই তরে রে
এই পানি বিহনে জয়নাল খিমায় তৃষ্ণায় মরে রে
শোকে শহীদ হলেন হোসেন জয়ী হয়েও রণে রে ॥

২২০

আল্লাহ্‌ আমার প্রভু, আমার না'হি নাহি ভয়।
আমার নবি মোহাম্মদ, যাঁহার তারিফ জগৎময় ॥
আমার কিসের শঙ্কা
কোরআন আমার ডঙ্কা
ইসলাম আমার ধর্ম, মুসলিম আমার পরিচয় ॥

কলেমা আমার তাবিজ, তৌহীদ আমার মুর্শীদ,
ঈমান আমার ধর্ম, হেলাল আমার খুরশিদ,
আল্লাহু আকবর ধ্বনি
আমার জেহাদ-বাণী
আখের মোকাম ফের্‌দৌস, খোদার আরশ যথায় রয় ॥

আরব মেসের চীন হিন্দ্‌ কুল-মুসলিম-জাহান মোর ভাই
কেহ নয় উচ্চ কেহ নীচ, মানুষ সমান সবাই।
এক জাতি এক দিল্‌ এক প্রাণ
আমীর ফকিরে ভেদ নাই,
এক তক্‌বীরে জেগে উঠি, আমার হবেই হবে জয় ॥

২২১

ফুলে পুছিনু "বল, বল ওরে ফুল, কোথা পেলি এ সুরভি রূপ এ
অতুল" ?

"যাঁর রূপে উজলা দুনিয়া," কহে ফুল, ' দিল সেই মোরে রূপ এই
এই খুস্‌বু

আল্লাহু আল্লাহু" ॥

"ওরে কোকিল, কে তোরে দিল এ সুর—কোথা পেলি পাপিয়া
এ কণ্ঠ মধুর" ?

কহে কোকিল পাপিয়া, "আল্লা গফুর, তাঁরি নাম গাহি পিউপিউ
কুহু কুহু—আল্লাহু আল্লাহু" ॥

"ওরে রবি শশী ওরে গ্রহতারা কোথা পেলি
এ রওশনী জ্যোতিঃ ধারা" ?

কহে "আমরা তাঁহারি রূপের ইশারা' মুসা বেহোঁশ হলো হেরি
যে খুবরু —আল্লাহু আল্লাহু" ॥

যাঁরে আউলিয়া আম্বিয়া ধ্যানে না পায়
কুল্ মখ্‌লুক যাঁহারি মহিমা গায়
যে নাম নিয়ে এসেছি এই দুনিয়ায়
সে নাম নিতে নিতে মরি এই আরজু—আল্লাহু আল্লাহু ॥

২২২

এই সুন্দর ফুল, সুন্দর ফল, মিঠা নদীর পানি
খোদা তোমার মেহেরবানী
এই শস্য-শ্যামল ফসল-ভরা ম্যাঠের ডালিখানি
খোদা তোমার মেহেরবানী ॥

তুমি কতই দিলে রতন, ভাই বেরাদর পুত্র স্বজন
ক্ষুধা পেলেই অন্ন যোগাও—মানি চাই না মানি ॥

খোদা, তোমার হুকুম তরক করি আমি প্রতি পায়
তবু আলো দিয়ে বাতাস দিয়ে বাঁচাও এ বান্দায় ;
শ্রেষ্ঠ নবি দিলে মোরে তরিয়ে নিতে রোজ হাশরে
পথ না ভুলি তাইতে দিলে পাক কোরানের বাণী ॥

২২৩

আমি আল্লা নামের বীজ বুনেছি এবার মনের মাঠে
ফলবে ফসল বেচবো তারে কেয়ামতের হাটে ॥

পত্তনীদার যে এই জমির খাজনা দিয়ে সেই নবিজীর
বেহেশতেরি তালুক কিনে, বসবো সোনার খাটেরে ॥

মস্‌জিদে মোর মরাই বাঁধা—হবে নাকো চুরি
মন্‌কের নকীর দুই ফেরেশ্‌তা—হিসাব রাখে তারি রে
রাখবো হেফাজতের তরে—ঈমানকে মোর সাথী করে
রদ হবেনা কিস্তি (মোর) জমি উঠবে না আর লাটে রে ॥

২২৪

নাম মোহাম্মদ বোল্‌ রে মন নাম আহ্‌মদ বোল্‌
যে নাম নিয়ে চাঁদ-সেতারা আস্‌মানে খায় দোল ॥

পাতায় ফুলে যে নাম আঁকা
ত্রিভুবনে যে নাম মাখা
যে নাম নিতে হাসীন্‌ উষার রাঙে রে কপোল ॥

যে নাম গেয়ে ধায় রে নদী
যে নাম সদা গায় জলধি
যে নাম বহে নিরবধি
পবন-হিল্লোল ॥

যে নাম রাজে মরু-সাহারায়
যে নাম বাজে শ্রাবণ-ধারায়
যে নাম চাহে কাবার মসজিদ
মা আমিনার কোল ॥

২২৫

মোহাম্মদ মোর নয়ন-মণি
মোহাম্মদ নাম জপ-মালা।
ঐ নামে মিটাই পিপাসা
ও-নাম কওসারের পিয়ালা ॥

মোহাম্মদ নাম শিরে ধরি'
মোহাম্মদ নাম গলায় পরি'
ঐ নামেরই রওশনীতে
আঁধার এমন রয় উজালা ॥

আমার হৃদয়-মদিনাতে
শুনি ও নাম দিনে রাতে
ও নাম আমার তস্‌বি হাতে
মন-মরুতে গুলে লালা ॥

মোহাম্মদ মোর অশ্রু চোখের
ব্যথার সাথী, শান্তি শোকের
চাইনা বেহেশ্‌ত্‌ যদি ও-নাম
জপ্‌তে সদা পাই নিরালা ॥

২২৬

মরু সাহারা আজি মাতোয়ারা
হলেন নাজেল তাহার দেশে খোদার রসুল।
যাঁহার নামে যাঁহার ধ্যানে
সারা দুনিয়া দীওয়ানা প্রেমে মশগুল॥

যাঁহার আসার আশাতে অনুরাগে
নীরস খর্জুর তরুতে রস জাগে
শুষ্ক মরু পারে খোদার রহম ঝরে
হাসে আকাশ পরিয়া চাঁদের ফুল॥

ছিল ত্রিভুবন যাঁহার পথ চাহি'
এলোরে সে নবি "ইয়া উম্মতি" গাহি'
যতেক গোমরাহে নিতে খোদার রাহে
এলো ফোটাতে দুনিয়াতে ইসলামী ফুল॥

২২৭

আসিছেন হাবিবে খোদা আরশ্ পাকে তাই উঠেছে শোর
চাঁদ পিয়াসে ছুটে আসে আকাশ পানে যেমন চকোর।
কোকিল যেমন গেয়ে ওঠে ফাগুন আসার আভাস পেয়ে
তেমনি ক'রে হরষিত ফেরেশ্তা সব উঠলো গেয়ে—
"হের আজ আর্শে আসেন মোদের নবি কম্লিওয়ালা
দেখ সেই খুশীতে চাঁদ সুরুজ আজ হ'ল দ্বিগুণ-আলা॥

ফকির দরবেশ আউলিয়া যাঁরে
ধ্যানে জ্ঞানে ধর্তে নারে
যাঁর মহিমা বুঝতে পারে
এক সে আল্লাহ্তালা॥

বারেক মুখে নিলে যাঁহার নাম
চিরতরে হয় দোজখ্ হারাম
পাপীর তরে দস্তে যাঁহার
কওসরের পিয়ালা ॥

মিম্ হরফ না থাকলে সে আহদ্
নামে মাখা যাঁর শিরীন শহদ্
নিখিল প্রেমাস্পদ আমার মোহাম্মদ
ত্রিভুবন উজ্জ্বল ॥

২২৮

ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলোরে দুনিয়ায়
আয়রে সাগর আকাশ বাতাস দেখ্‌বি যদি আয় ।

ধূলির ধরা বেহেশ্‌তে আজ
জয় করিল দিলরে লাজ
আজকে খুশীর ঢল নেমেছে
ধূসর সাহারায় ।
দেখ আমিনা মায়ের কোলে
দোলে শিশু ইসলাম দোলে
কচিমুখে শাহাদতের
বাণী সে শোনায় ॥

আজকে যত পাপী ও তাপী
সব গুনাহের পেল মাফি
দুনিয়া হতে বে-ইন্‌সাফী
জুলুম নিয়ে বিদায় ॥

নিখিল দরুদ পড়ে ল'য়ে নাম
"সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম"
জিন্ পরী ফেরেশ্‌তা সালাম
জানায় নবীর পায় ॥

২২৯

বহে শোকের পাথার আজি সাহারায়
"নবিজী নাই" উঠলো মাতম্ মদিনায় ॥

আঁখি-প্রদীপ এই ধরণীর গেল নিভে ঘিরল তিমির
দীনের রবি মোদের নবি চায় বিদায়
সইলো নারে বেহেশ্‌তী দান দুনিয়ায় ॥

না-পুরিতে সাধ আশা, না মিটিতে তৌহীদ-পিপাসা
যায় চ'লে দীনের শাহান্‌শাহ্ হায়রে হায়,
সেই শোকের-ই তুফান বহে 'লু' হাওয়ায় ॥

বেড়েছে আজ দ্বিগুণ পানি দজ্‌লা ফোরাত নদীতে
তূর ও হেরা পাহাড় কেটে' অশ্রুনিঝর বয়ে যায়।
ধরার জ্যোতিঃ হরণ করে' উজল হ'ল ফের বেহেশ্‌ত্,
কাঁদে পশুপাখি ও তরুলতায়
সেই কাঁদনের স্মৃতি দুলে দরিয়ায় ॥

২৩০

হায় হায় উঠিছে মাতম্
আকাশ পবন ভুবন ভরি'।
আখেরে-নবি দীনের রবি নিল বিদায়
বিশ্ব নিখিল আঁধার করি' ॥

অসীম তিমিরে পুণ্যের আলো
আনিল যে চাঁদ সে কোথা লুকালো,
আকাশে ললাট হানি' কাঁদিছে মরুভূমি
শোকে গ্রহ তারকা পড়িছে ঝরি' ॥

তৃণ নাহি খায় উট, মেষ নাহি মাঠে যায়
বিহগ-শাবক কাঁদে জননীরে ভুলি' হায় !
বন্ধুর বিরহ কি সহিল না আল্লার
তাই তাঁরে ডাকিয়া নিল কাছে আপনার,
হায় কাণ্ডারী গেল চ'লে—
রাখিয়া পারের তরী ॥

২৩১

প্রিয় মুহ্‌রে নবুয়ত-ধারী হে হজ্‌রত্‌
তরিতে উম্মতে এলে ধরায়।
মোহাম্মদ মোস্তফা—আহ্‌মদ মুরত্তজা
নাম জপিতে নয়নে আঁসু ঝরায় ॥

দিলে মুখে তক্‌বীর দিলে বুকে তৌহীদ্‌
দিলে দুঃখের সান্ত্বনা খুশীর ঈদ
দিলে প্রাণে ঈমান, দিলে হাতে কোরআন
দিলে শিরে শিরতাজ নাম মুস্‌লিম আমায় ॥
দিলে দীলে দিলাশা বিপদে ভরসা এক সে খোদার—
যত পাপী তাপীরে ধরি' পুণ্য বুকে করিলে বেড়াপার।
(তব) সব নসিহৎ মোরা গিয়াছি ভুলে
শুধু নাম তব আছে জেগে প্রাণের কূলে
ও নামে এ প্রাণ-সিন্ধু দোলে
(আমি) ঐ নামে তরে' যাব, আছি আশায় ॥

২৩২

সাহারাতে ফুটল রে রঙীন্ গুলে লালা।
সেই ফুলেরই খোশ্‌বুতে আজ দুনিয়া মাতোয়ালা॥

সে ফুল নিয়ে কাড়াকাড়ি চাঁদ সুরুয্ গ্রহতারায়,
ঝুঁকে প'ড়ে চুমে সে ফুল নীল গগন নিরালা॥

সেই ফুলেরই রওশনীতে আর্শ্ কুর্শি রওশন্
সেই ফুলেরই রং লেগে আজ ত্রিভুবন উজালা॥

চাহে সে ফুল জিন্ ও ইনসান হুর পুরী ফেরেশ্‌তায়,
ফকির দর্‌বেশ বাদ্‌শা চাহে করতে গলার মালা॥

চেনে রসিক ভোমর বুলবুল সেই ফুলের ঠিকানা,
কেউ বলে হজরত মোহাম্মদ কেউ বা কম্‌লীওয়ালা॥

২৩৩

তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে।
মধু-পূর্ণিমারি সেথা চাঁদ দোলে—
যেন উষার কোলে রাঙা রবি দোলে॥

কুল মাখ্‌লুকে আজি ধ্বনি ওঠে, "কে এলো ঐ"
কলেমা শাহাদাতের বাণী ঠোঁটে, "কে এলো ঐ"
খোদার জ্যোতিঃ পেশানীতে ফোটে, "কে এলো ঐ"
পড়ে দরুদ্ ফেরেশ্‌তা, বেহেশ্‌তে সব দুয়ার খোলে॥

মানুষে মানুষের অধিকার দিল যে-জন,
"এক আল্লাহ্ ছাড়া প্রভু নাই"—কহিল যে জন,

মানুষের লাগি' চির দীন-হীন বেশ ধরিল যে-জন,
বাদশাহ-ফকিরে এক শামিল করিল যে-জন—

এলো ধরায় ধরা দিতে সেই সে নবি,
ব্যথিত মানবের ধ্যানের ছবি
(আজি) মাতিল বিশ্ব-নিখিল মুক্তি কলরোলে ॥

২৩৪

সৈয়দী মক্কী ম্যদনী আমার নবি মোহাম্মদ
করুণা-সিন্ধু, খোদার বন্ধু, নিখিল মানব প্রেমাস্পদ ॥

আদম, নূহ, ইব্‌রাহিম, দাউদ, সোলেইমান, মুসা, আর ঈসা
সাক্ষ্য দিল আমার নবির সবার কালাম হ'ল রদ ॥

যাহার মাঝে দেখল জগৎ ইশারা খোদার নূরের
পাপ-দুনিয়ায় আনলো যে রে পুণ্য বেহশ্‌তী সনদ ॥

হায় সেকান্দর খুঁজলো বৃথাই আব্‌হায়াত এই দুনিয়ায়
বিলিয়ে দিল আমার নবি সে সুধা মানব সবায়
হায় জুলেখা মজলো ঐটুক্ ইউসুফেরি রূপ দেখে
দেখলে মোদের নবির সুরত্ যোগীন্ হতো ভস্ম মেখে
শুনলে নবির শিরীন জবান্ দাউদ মাগিত মদদ্ ॥

ছিল নবির নূর পেশানীতে, তাই ডুবলো না কিশতি নূহের
পুড়লো না আগুনে হজ্‌রত্ ইব্‌রাহিম্ সে নমরুদের
বাঁচলো মাছের পেটে ইউনুস্ শরণ করে নবির পদ
দোজখ আমার হারাম হ'ল—পিয়ে কোরানের শিরীন শহদ্ ॥

২৩৫

তৌহিদেরি মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম
মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম।
ঐ নাম জপ্‌লেই বুঝতে পারি, খোদা-ই-কালাম
মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম ॥

ঐ নামেরই রশি ধ'রে যাই আল্লার পথে
ঐ নামেরই ভেলা ধ'রে ভাসি নূরের স্রোতে
ঐ নামের বাতি জ্বেলে দেখি আরশের মোকাম
মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম ॥

ঐ নামের দামন ধ'রে আছি আমার কিসের ভয়
ঐ নামের গুণে পাব আমি খোদার পরিচয়
তাঁর কদম্ মোবারক যে আমার বেহেশ্‌তী তাঞ্জাম
মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম ॥

২৩৬

আমার মোহাম্মাদের নামের ধেয়ান
হৃদয়ে যার রয়
খোদার সাথে হয়েছে তার
গোপন পরিচয় ॥

ঐ নামে যে ডুবে আছে
নাই দুখ শোক তাহার কাছে
ঐ নামের গুণে দুনিয়াকে সে
দেখে প্রেমময় ॥

যে খোস্ নসিব গিয়াছে ঐ নামের স্রোতে ভেসে'
জেনেছে সে কোরান হাদিস ফেকা এক নিমেষে
মোর নবিজীর বরমালা
করেছে যার হৃদয় আলা
বেহেশ্‌তের সে আশ রাখেনা
(তার) নাই দোজখে ভয় ॥

২৩৭

আমার প্রিয় হজরত নবি কম্‌লিওয়ালা
যাঁহার রওশনীতে দীন দুনিয়া উজালা ॥
যাঁরে খুঁজে ফেরে কোটি গ্রহ তারা
ঈদের চাঁদে যাঁহার নামের ইশারা
বাগিচায় গোলাব গুল্ গাঁথে যাঁর মালা ॥
আউলিয়া আম্বিয়া দরবেশ যাঁর নাম
খোদার নামের পরে জপে অবিরাম
কেয়ামতে যাঁর হাতে কওসর-পিয়ালা ॥
পাপে মগ্ন ধরা যাঁহার ফজিলতে
ভাসিল সুমধুর তৌহিদ-স্রোতে
মহিমা যাঁহার জানেন এক আল্লাহ্‌তালা ॥

২৩৮

নূরের দরিয়ায় সিনান করিয়া কে এল মক্কায় আমিনার কোলে
ফাগুন-পূর্ণিমা নিশীথে যেমন, আস্‌মানের কোলে রাঙা চাঁদ দোলে ॥

'কে এলো কে এলো' গাহে কোয়েলিয়া
পাপিয়া বুলবুল উঠিল মাতিয়া
গ্রহ-তারা ঝুঁকে করিছে কুর্নিশ
হুর-পরী হেসে' পড়িছে ঢুলে ॥

জিন্নাতের আজ খোলা দরওয়াজা পেয়ে
ফেরেশ্‌তা আম্বিয়া এসেছে ধেয়ে'
তাহ্‌রিমা বেঁধে ঘোরে দরুদ গেয়ে
দুনিয়া টলমল খোদার আরশ টলে ॥

এলো রে চির-চাওয়া এলো আখেরে নবি
সৈয়দে মক্কী ম্যদনী আল-আরবী
নাজেল হয়ে সে যে চুনী রাঙা ঠোঁটে
শাহাদাতের বাণী আধো আধো বোলে ॥

২৩৯

মোহাম্মদ নাম যতই জপি, ততই মধুর লাগে।
নামে এত মধু থাকে কে জানিত আগে ॥

ঐ নামেরই মধু চাহি'
মন-ভোমরা বেড়ায় গাহি
আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি
ঐ নামের অনুরাগে ॥

ও নাম প্রাণের প্রিয়তম
ও নাম জপি মজনু সম
ঐ নামে পাপিয়া গাহে
প্রাণের গোলাব-বাগে ॥

আমি ঐ নামে মুসাফির রাহী
তাই চাই না তখত্‌ শাহান্‌শাহী
নিত্য ও নাম ইয়া ইলাহী
যেন হৃদে জাগে ॥

২৪০

মোহাম্মদের নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে।
তাই কি রে তোর কণ্ঠেরি গান এমন মধুর লাগে ॥
ওরে গোলাব ! নিরিবিলি
নবির কদম ছুঁয়েছিলি
তাঁর কদমের খোশ্‌বু আজও তোর আতরে জাগে ॥
মোর নবিরে লুকিয়ে দেখে
তাঁর পেশানীর জ্যোতি মেখে
ওরে ও চাঁদ রাঙ্‌লি কি তুই গভীর অনুরাগে—ওরে-
ওরে ভ্রমর, তুই কি প্রথম
চুমেছিলি তাঁহার কদম
গুন্‌গুনিয়ে সেই খুশী কি জানাস রে গুলবাগে ॥

২৪১

আল্লাকে যে পাইতে চায় হজরতকে ভালোবেসে
আরশ কুর্শী লওহ্‌ কালাম না চাইতেই পেয়েছে সে ॥
রসুল নামের রশি ধরে যেতে হবে খোদার ঘরে
নদী তরঙ্গে যে পড়েছে ভাই—দরিয়াতে সে আপনি মেশে ॥

তর্ক ক'রে দুঃখ ছাড়া কী পেয়েছিস অবিশ্বাসী
কী পাওয়া.যায় দেখ্‌না বারেক হজরতে মোর ভালোবাসি ;
এই দুনিয়ায় দিবারাতি ঈদ হবে তোর নিত্য সাথী
তুই যা চাস তাই পাবি হেথায়, আহ্‌মদ কন যদি হেসে ॥

২৪২

হেরা হ'তে হেলে দুলে
নূরানী তনু ও কে আসে হায়
সারা দুনিয়ার হেরেমের পর্দা
খুলে খুলে যায়
সে যে আমার কমলিওয়ালা কমলিওয়ালা ॥

তার ভাবে বিভোল্ রাঙা পায়ের তলে
পর্বত জঙ্গম টলমল করে
খোরমা খেজুর বাদাম জাফ্‌রানি ফুল
ঝরে ঝরে যায় ॥

আসমানে মেঘ চলে ছায়া দিতে
পাহাড়ের আঁসু গলে ঝরনার পানিতে
বিজুলি চায় মালা হ'তে
পূর্ণিমা চাঁদ তার মুকুট হ'তে চায় ॥

২৪৩

সেই রবিয়ল আউয়ালেরি চাঁদ এসেছে ফিরে
ভেসে আকুল অশ্রু-নীরে।
আজ মদিনার গোলাপ-বাগে
বাতাস বহে ধীরে ॥

তপ্ত বুকে সেই সাহারার,
উঠেছে রে ঘোর হাহাকার
মরুর বুকে এলো আঁধার
শোকের বাদল ঘিরে ॥

চবুতরায় বিলাপ করে
কবুতরগুলি খোঁজে নবিজীরে
কাঁদিছে মেষশাবক—কাঁদে বনের বুলবুলি গোরস্থান ঘিরে'-

মা ফাতেমা লুটিয়ে পড়ে'
কাঁদে নবির বুকের 'পরে
আজ ত্বনিয়া কাঁদে
কর হানি' শিরে ॥

২৪৪

তৌহিদেরি বান ডেকেছে
সাহারা মরুর দেশে!
ত্বনিয়া জাহান ডুবুডুবু
সেই স্রোতে যায় ভেসে ॥

সেই জোয়ারে আমার নবি পারের তরী নিয়ে
"আয় কে যাবি পারে"—ডাকে দ্বারে দ্বারে গিয়ে
যে চায়না তারেও নেয় সে নায়ে
আপনি ভালোবেসে ॥

পথ দেখায় সে ঈদের চাঁদের পিদিম দিয়ে হাতে
হেসে হেসে দাঁড় টানে—চার আস্হাব তাঁরি সাথে

নামাজ রোজার ফুল-ফসলে শ্যামল হ'ল মরু,
প্রেমের রসে উঠ্‌লো পুরে নীরস মনের তরু ;
খোদার রহম এলো রে—আখেরে নবির বেশে ॥

২৪৫

দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে দীন-ই-ইস্‌লামী লাল মশাল ।
ওরে বে-খবর ! তুইও ওঠ্‌ জেগে, তুইও তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বাল্‌ ॥

গাজী মুস্তফা কামালের সাথে জেগেছে তুর্কী সুর্খ-তাজ,
রেজা পাহ্‌লবি সাথে জাগিয়াছে বিরাণ মুলুক ইরানও আজ,
গোলামী বিসরি' জেগেছে মিসরী জগলুল সাথে প্রাণ-মাতাল ॥

ভুলি গ্লানি লাজ জেগেছে হেজাজ নেজ্‌দ্‌ আরবে ইবনে সউদ্‌
আমানুল্লার পরশে জেগেছে কাবুলে নবীন আল মাহ্‌মুদ,
মরা মরক্কো বাঁচাইয়া আজ বন্দী করিম রীফ-কামাল ॥

জাগে ফয়সল্‌ ইরাক আজমে জাগে নব হারুণ-আল্‌-রশীদ,
জাগে বয়তুল মোকাদ্দাস্‌ রে, জাগে শাম দেখ্‌ টুটিয়া নিঁদ,
জাগে নাকো শুধু হিন্দের দশ কোটি মুস্‌লিম বে-খেয়াল ॥

মোরা আস্‌হাব কাহাফের মত হাজারো বছর শুধু ঘুমাই,
আমাদেরি কেহ ছিল বাদশাহ্‌ কোনোকালে, তারি করি বড়াই,
জাগি যদি মোরা, দুনিয়া আবার কাঁপিবে চরণে টাল্‌ মাটাল ॥

২৪৬

ধর্মের পথে শহীদ যাহারা, আমরা সেই সে জাতি
সাম্য-মৈত্রী এনেছি আমরা, বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি ।
আমরা সেই সে জাতি ॥

পাপ-বিদগ্ধ তৃষিত ধরার লাগিয়া আনিল যারা—
মরুর তপ্ত বক্ষ নিঙাড়ি শীতল শান্তিধারা—
উচ্চনীচের ভেদ ভাঙি' দিল সবারে বক্ষ পাতি।
আমরা সেই সে জাতি ॥

কেবল মুসলমানের লাগিয়া আসেনিক' ইসলাম ;
সত্যে যে-চায় আল্লায় মানে মুস্‌লিম তারি নাম।
আমির ফকিরে ভেদ নাই সবে ভাই সব এক সাথী
আমরা সেই সে জাতি ॥

নারীরে প্রথম দিয়াছি মুক্তি নর সম অধিকার
মানুষের গড়া প্রাচীর ভাঙিয়া করিয়াছি একাকার।
আঁধার রাতির বোরকা উতারি' এনেছি আশার ভাতি
আমরা সেই সে জাতি ॥

২৪৭

খয়বর-জয়ী আলি হাইদার
জাগো—জাগো আরবার।
দাও দুশমন দুর্গ বিদারী
দু'-ধারী জুলফিকার ॥

এসো শেরে খোদা ফিরিয়া আরবে
ডাকে মুসলিম 'ইয়া আলি' রবে—
হাইদারী হাঁকে তন্দ্রা-মগনে
কর কর হুঁশিয়ার ॥

আলবোর্জের চূড়া গুঁড়া-করা
গোর্জ আবার হানো।
বেহেশ্‌তী সাকী, মৃত এ-জাতিরে
আবে কওসর দানো—
আজি বিশ্ব-বিজয়ী জাতি যে বেহোশ্‌,
দাও তারে নব কুয়ত ও জোশ্‌,
(এস) নিরাশার মরুধূলি উড়ায়ে
দুল্‌ দুল্‌ আস্‌ওয়ার॥

২৪৮

ত্রাণ কর মওলা মদিনার
উম্মত তোমার গুনাহ্‌গার কাঁদে।
তব প্রিয় মুসলিম দুনিয়ার
পড়েছে আবার গুনাহের ফাঁদে॥

নাহি কেউ ইমানদার নাহি নিশান বরদার
মুসলিম জাহানে নাহি আর পরহেজগার
জামাত শামিল হতে যায়না মসজিদে
পড়ে নাক' কোরআন
মানে না মুর্শিদে।
ভুলিয়াছে কলমা শাহাদত,
পড়ে না নামাজ ঈদের চাঁদে॥

নাহি দান খয়রাত ভুলে মোহ ফাঁসে
মাতিয়াছে সবে বিভবে-বিলাসে।
বসিয়াছে জালিম শাহী তখতে তব
মজলুমের এ ফরিয়াদ আর কাহে কব—
তলোয়ার নাহি নাহি আর
পায়ে গোলামীর জিঞ্জির বাজে॥

২৪৯

আজ কোথায় তখ্‌ত্‌ তাউস্‌ হায় কোথায় সে বাদশাহী।
কাঁদিয়া জানায় মুসলিম ফরিয়াদ ইয়া ইলাহি ॥

কোথায় সে বীর খালেদ্‌ কোথায় তারেক্‌ মুসা,
নাহি সে হজরত আলি, সে জুল্‌ফিকার নাহি ॥

নাহি সে উমর খাত্তাব, নাহি সে ইস্‌লামী জোশ্‌,
করিল জয় যে তুনিয়া আজ নাহি সে সিপাহি ॥

হাসান হোসেন সে কোথায়, কোথায় সে বীর শহীদান,
কোরবানী দিতে আপনায় আল্লার মুখ চাহি ॥

কোথায় সে তেজ ইমান কোথায় সে শান্‌ শওকত্‌,
তকদীরে নাই সে মাহতাব আছে প'ড়ে সিয়াহী ॥

২৫০

ইস্‌লামের ঐ সওদা লয়ে
এল নবীন সওদাগর।
বদ্‌নসীব আয়, আয় গুনাহ্‌গার,
নতুন ক'রে সওদা কর্‌ ॥

জীবন ভ'রে কর্‌লি নোকসান
আজ হিসাব তার খতিয়ে নে,
বিনিমূলে দেয় বিলিয়ে
সে যে বেহেশ্‌তী নজর্‌ ॥

কোরানের ঐ জাহাজ বোঝাই
হীরা মুক্তা পান্নাতে
লুটে' নে রে লুটে' নে সব
ভ'রে তোল্ তোর শূন্য ঘর ॥

"কলেমার" ঐ কানাকড়ির
বদলে দেয় এই বণিক
শাফায়াতের সাত রাজার ধন,
কে নিবি আয়, ত্বরা কর্ ॥

কিয়ামতের বাজারে ভাই
মুনাফা যে চাও বহুৎ,
এই ব্যাপারীর হও খরিদ্দার
লওরে ইহার শীলমোহর ॥

আরশ হ'তে পথ ভু'লে এ
এল মদীনা শহর,
নামে মোবারক মোহাম্মদ,
পুঁজি আল্লাহু আকবর ॥

২৫১

আল্লাতে যাঁর পূর্ণ ঈমান কোথা সে মুসলমান
কোথা সে আরিফ অভেদ যাঁহার জীবন মৃত্যু জ্ঞান ॥

যাঁর মুখে শুনি তৌহিদের কালাম
ভয়ে মৃত্যুও করিত সালাম
যাঁর দীন দীন রবে কাঁপিত দুনিয়া জীন পরী ইনসান

স্ত্রী-পুত্রে আল্লারে সঁপি জেহাদে যে নির্ভীক
হেসে কোরবানী দিত প্রাণ হায় আজ তারা মাগে ভিখ্ ॥

কোথা সে শিক্ষা আল্লাহ্ ছাড়া
ত্রিভুবনে ভয় করিত না যারা
আজাদ করিতে এসেছিল যারা সাথে লয়ে কোরআন ॥

২৫২

গুণে-গরিমায় আমাদের নারী আদর্শ দুনিয়ায়,
রূপে-লাবণ্যে মাধুরী ও শ্রী-তে হুরী-পরী লাজ পায়

নর নহে, নারী ইসলাম প'রে প্রথম আনে ইমান,
আম্মা খাদিজা জগতে সর্বপ্রথম মুসলমান।
পুরুষের সব গৌরব ম্লান এক এই মহিমায় ॥

নবি-নন্দিনী ফাতেমা মোদের সতী নারীদের রানী
যাঁর ত্যাগ, সেবা স্নেহ ছিল মরুভূমে কওসর পানি।
যাঁর গুণ-গাথা ঘরে ঘরে প্রতি নরনারী আজো গায় ॥

রহিমার মত মহিমা কাহার, তাঁর সম সতী কেবা
নারী নয় যেন মূর্তি ধরিয়া এসেছিল পতি-সেবা
মোদের খাওয়ালা জগতের আলা বীরত্বে গরিমায় ॥

রাজ্যশাসনে রিজিয়ার নাম ইতিহাসে অক্ষয়,
শৌর্যেবীর্যে চাঁদ সুলতানা বিশ্বের বিস্ময়।
জেবুন্নেসার তুলনা কোথায় জ্ঞানের তপস্যায় ॥

আঁধার হেরেমে বন্দিনী হ'ল সহসা আলোর মেয়ে,
সেইদিন হ'তে ইসলাম গেল গ্লানির কালিতে ছেয়ে।
লক্ষ খালেদা আসিবে যদি এ নারীরা মুক্তি পায় ॥

২৫৩

শহীদী ঈদগাহে দেখ্ আজ জমায়েত ভারী।
হবে দুনিয়াতে আবার ইস্‌লামী ফর্‌মান জারী॥

তুরান ইরান হেজাজ মেসের হিন্দ মরক্কো ইরাক্,
হাতে হাত মিলিয়ে আজ দাঁড়ায়েছে সারি সারি॥

ছিল বেহোশ যারা আঁসু ও আফসোস ল'য়ে
চাহে ফিরদৌস্ তারা জেগেছে নওজোশ ল'য়ে।
তুইও আয় এই জমাতে, ভুলে যা দুনিয়াদারী॥

ছিল জিন্দানে যারা আজকে তারা জিন্দা হ'য়ে
ছোটে ময়দানে দরাজ দিল্ আজি শম্‌শের ল'য়ে,
তকদির বদ্‌লেছে আজ উঠিছে তকবীর তারি॥

২৫৪

তওফিক দাও খোদা ইসলামে
মুসলিম জাহাঁ পুনঃ হোক আবাদ
দাও সেই হারানো সাল্‌তানাত্
দাও সেই বাহু সেই দিল্ আজাদ।

দাও বে দারেগ্ তেগ জুল্‌ফিকার
খয়বর জয়ী শেরে খোদার
দাও সেই খলিফা সে হাশমত্
দাও সেই মদিনা সে বোগ্‌দাদ॥

দাও সে হামজা বীর ওলিদ
দাও সেই ওমর হারুণ-অল্-রশিদ
দাও সেই সালাহ্ উদ্দীন আবার
পাপ দুনিয়াতে চলুক জেহাদ॥

দাও সেই রুমী সাদী হাফেজ
সেই জামী খৈয়াম সে তব্‌রেজ
দাও সে আকবর সেই শাহ্‌জাহান
সেই তাজমহলের স্বপ্নসাধ ॥

দাও ভা'য়ে ভা'য়ে সেই মিলন
সেই স্বার্থত্যাগ সেই দৃপ্তমন
হোক্‌ বিশ্ব মুসলিম এক জামাত
উড়ুক নিশান ফের যুক্ত চাঁদ ॥

২৫৫

এ কোন্‌ মধুর শরাব দিলে আল্‌-আরাবী সাকী।
নেশায় হলাম দীওয়ানা যে রঙীন হ'ল আঁখি ॥

তৌহীদের শিরাজি নিয়ে
ডাকলে সবায়, "যা রে পিয়ে"!
নিখিল জগৎ ছুটে এল
রইল না কেউ বাকী ॥

বস্‌ল তোমার মহফিল দূর মক্কা মদিনাতে
আল্‌-কোরানের গাইলে গজল শবে-কদর রাতে।

নরনারী বাদশা ফকীর
তোমার রূপে হয়ে অধীর
যা ছিল নজ্‌রানা দিল
রাঙা পায়ে রাখি' ॥

তোমার কাসেদ খবর নিয়ে ছুটল দিকে দিকে
তোমার জয়-বার্তা গেল দেশে দেশে লিখে।

লা-শরীকের জলসাতে তাই
শরীক হ'ল এসে সবাই,
তোমার আজান-গান শুনাল
হাজার বেলাল ডাকি' ॥

২৫৬

শোনো শোনো ইয়া ইলাহি
আমার মোনাজাত।
তোমারি নাম জপে যেন
হৃদয় দিবসরাত ॥

যেন কানে শুনি সদা
তোমারি কালাম হে খোদা
চোখে যেন দেখি শুধু
কোরানের আয়াত ॥

মুখে যেন জপি আমি
কল্‌মা তোমার দিবস-যামী
(তোমার) মস্‌জিদের-ই ঝাড়ুবর্দার
হোক্ আমার এ-হাত ॥

সুখে তুমি দুঃখে তুমি
চোখে তুমি বুকে তুমি
এই পিয়াসী প্রাণের
তুমিই আব্‌হায়াত্ ॥

২৫৭

উঠুক তুফান পাপ দরিয়ায়
আমি কি তায় ভয় করি
পাকা ঈমান তক্তা দিয়ে
গড়া যে আমার তরি ॥

লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু পাল তুলে'
ঘোর তুফানকে জয় ক'রে যাবই কূলে
মোহাম্মদ মোস্তাফা নামের
গুণের রশি ধরি ॥

খোদার রাহে সঁপে দেওয়া
ডুব্‌বে না মোর এ-তরী
সওদা ক'রে ভিড়্‌বে তীরে
সওয়ার-মানিক ভরি' ;

দাঁড় এ তরীর নামাজ রোজা হজ ও জাকাত্‌
উঠুক না মেঘ আসুক বিপদ যত বজ্রপাত
আমি যাব বেহেশ্‌ত্‌-বন্দরেতে
এই সে কিশ্‌তিতে চড়ি ॥

২৫৮

ওরে কে বলে আরবে নদী নাই
যথা রহ্‌মতের ঢল, বহে অবিরল
দেখি প্রেম-দরিয়ার পানি যেদিকে চাই ॥

যার কাবা-ঘরের পাশে আবে জম্‌জম্‌
যথা আল্লা-নামের বাদল ঝরে হর্‌দম ;
যার জোয়ার এসে দুনিয়ার দেশে দেশে
পুণ্যের গুলিস্তান রচিল দেখিতে পাই ॥

যার   ফোরাতের পানি আজও ধরার 'পরে
      নিখিল নরনারীর চোখে ঝরে—
ওরে   শুকায় না যে নদী দুনিয়ায় ;
      যার শক্তির বন্যার তরঙ্গ-বেগে
যত   বিষন্ন-প্রাণ ওরে আনন্দে উঠল জেগে'
যার   প্রেম-নদীতে যার পুণ্য-তরীতে
            মোরা ত'রে যাই ॥

২৫৯

ভেসে যায় হৃদয় আমার মদিনা পানে।
আসিলেন রসুলে খোদা, প্রথম যেখানে ॥

উঠিল যেখানে রণি'
প্রথম তক্‌বীর ধ্বনি।
লভিনু মণির খনি
      যথায় কোরানে ॥

যথা   হেরা গুহার আঁধারে প্রথম,
ইসলামের জ্যোতি লভিল জনম
ঝরে অঝোর ধারায় যথা খোদার রহম
ভাসিল নিখিল ভুবন—যাহার তুফানে ॥

লাখো আউলিয়া আম্বিয়া বাদশাহ্ ফকির
যথা যুগে যুগে আসি' করিল ভিড়
তারি ধূলাতে লুটাব আমি নোয়াব শির
নিশিদিন শুনি তারি ডাক আমার পরানে

২৬০

খোদা এই গরীবের শোনো শোনো মোনাজাত
দিও তৃষ্ণা পেলে ঠাণ্ডা পানি
ক্ষুধা পেলে লবণ ভাত ॥

মাঠে সোনার ফসল দিও
গৃহ-ভরা বন্ধু প্রিয়
হৃদয়-ভরা শান্তি দিও
সেই ত' আমার আব্‌হায়াত ॥

আমায় দিয়ে কারুর ক্ষতি হয় না যেন দুনিয়ায়
আমি কারুর ভয় না করি মোরেও কেহ ভয় না পায় ;
যবে মসজিদে যাই তোমারি টানে
যেন মন নাহি ধায় দুনিয়া পানে
আমি ঈদের চাঁদ দেখি যেন আসলে দুখের আঁধার রাত

২৬১

রোজ হাশরে আল্লাহ্‌ আমার করোনা বিচার
বিচার চাহিনা তোমার দয়া চাহে এ গুনাহ্‌গার ॥
আমি জেনে শুনে জীবন ভরে দোষ করেছি ঘরে পরে
আশা নাই যে যাব ত'রে বিচারে তোমার ॥

বিচার যদি করবে কেন রহমান নাম নিলে
ঐ নামের গুণেই ত'রে যাব কেন এ জ্ঞান দিলে ;
দীন ভিখারী বলে আমি ভিক্ষা যখন চাইব স্বামী
শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিতে পারবে নাকো আর ॥

২৬২

জরীন হরফে লেখা (রূপালি হরফে লেখা)
আসমানে কোরআন
নীল আসমানের কোরআন
(সেথা) তারায় তারায় খোদার কালাম
পড়রে মুসলমান ॥

সেথা ঈদের চাঁদে লেখা
মোহাম্মদের 'মিমে'র রেখা
সুরুযেরি বাতি জ্বেলে পড়ে রেজোয়ান ॥

খোদার আরশ লুকিয়ে আছে ঐ কোরানের মাঝে
খোঁজে ফকির দরবেশ সে আরশ সকাল সাঁঝে ;
খোদার দিদার চাস্‌রে যদি
পড় এ কোরান নিরবধি
খোদায় নূরের রওশনীতে রাঙ্‌রে দেহ-প্রাণ ॥

২৬৩

শোন মোমিন মুসলমান করি আমি নিবেদন
এ ছুনিয়া ফানা হবে জেনে জানো না ।
ইস্রাফিল ফেরেশ্‌তা যবে শিঙাতে ফুঁকিবে তবে
উড়ে যাবে তামাম জাহান কিছুই রবে না ।
আপে শাঁই কালেপ ত্যজিবে সব শূন্যাকার হবে
তামাম জাহানে দেখ কিছুই রবে না ॥

(আবার) তামার জমিন হবে, নিকটেতে সূর্য রবে
সেই তেজে মগজ গলি পড়িবে সবার ।

নেকি লোক হবে যারা নূরের তাজ পাবে তারা
বোরাকে হইয়া শোয়ার নিমেষেতে যায়।
হাসর ময়দান পরে বাহাত্তুর কাতার ক'রে
একজন একজন ক'রে পাল্লায় দিবে ভাই।
নেকি যদি কম হবে তারেই দোজখেতে দিবে
নূর ন্যবির শাফায়াতে বেহেশ্‌তে যাবে ভাই॥

ফাতেমা জোহরা বিবি বলিয়াছেন, "ওহে রব্বি,
হাসানের হোসেনের দাদ আমি নাই চাই।
বাবাজির উম্মত নিবা—এই দোয়াই মোরে দিবা
(ওহে রাব্বি) এই দোয়া তোমার কাছে চাই॥

২৬৪

দিন গেল মোর মায়ার ভুলে
মাটির পৃথিবীতে
কে জানে কখন নিয়ে যাবে
গোরে মাটি দিতে রে॥

পাঁচ ভূতে আর চোরে মিলে
রোজগার মোর কেড়ে নিলে
এখন কেউ নাইরে পাবে যাহার
তুটো কড়ি দিতে রে॥

রাত্রি শুয়ে আবার যে ভাই উঠবো সকাল বেলা
বলতে কি কেউ পারি কভু খেলি মোহের খেলা
বাদশা আমির ফকির কত
এলো আবার হোলো গত রে
দেখেও বারেক আল্লার নাম জাগে নাকো চিতে
এবার বসবি কবে ও ভোলা মন
আল্লার তস্‌বীতে॥

২৬৫

যে আল্লার কথা শোনে তারি কথা শোনে লোকে
আল্লার নূর যে দেখেছে
পথ পায় লোক তার আলোকে ॥

যে আপনার হাত দেয় আল্লায়
জুলফিকার তেজ সেই পায়
যার চোখে আছে খোদার জ্যোতি
রাত্রি পোহায় তারি চোখে ॥

ভোগের তৃষ্ণা মিটেছে যার
খোদার প্রেমের শিরনী পেয়ে
যায় বাদশা নবাব গোলাম হয়ে
সেই ফকিরের কাছে যেয়ে
আসে সেই কওমের ইমাম সেজে
কয়ুম কে পেয়েছে যে
তারি কাছে খোদার দেওয়া
শান্তি আছে দুঃখে সুখে ॥

২৬৬

ওরে ও দরিয়ার মাঝি !
মোরে নিয়ে যারে মদিনা।
তুমি মুর্শিদ হয়ে পথ দেখাও ভাই
আমি যে পথ চিনিনা ॥
আমার প্রিয় হজরত্ সেথাই
আছে নাকি ঘুমিয়ে ভাই,

আমি প্রাণে যে আর বাঁচিনা রে
তাঁহারি পরশ বিনা ॥
আমার হজরতের দরশ বিনা ॥
নদী নাকি নাই ও দেশে, নাও না চলে যদি,
(আমি) চোখের সাঁতার পানি দিয়ে বইয়ে দেবো নদী।
ঐ মদিনার ধূলি মেখে
কাঁদব ইয়া মোহাম্মদ ডেকে ডেকে
কেঁদেছিল কার্‌বালাতে যেমন বিবি সকিনা ॥

২৬৭

আমার যখন পথ ফুরাবে
আসবে গহীন রাতি
তখন তুমি হাত ধরো মোর
হয়ো পথের সাথী ॥
অনেক কথা হয়নি বলা
বলার সময় দিও খোদা
আমার তিমির অন্ধ চোখে
দৃষ্টি দিও প্রিয় খোদা
বিরাজ করো বুকে তোমার আরশে কি পাপী ॥
সারা জীবন কাটলো আমার বিরহে মধুর
পিপাসিত কণ্ঠে এসো দিও দিও মিলন মধু।
তুমি যথায় থাকো প্রিয়
সেথায় যেন যাই খোদা ;
সখা বলে ডেকো আমায়
দিদার যেন পাই খোদা।
সারা জনম দুঃখ পেলাম
যেন এবার সুখে মাতি ॥

২৬৮

হে মদিনার নাইয়া ! ভব-নদীর তুফান ভারি
কর কর পার ।
তোমার দয়ায় ত'রে গেল লাখো গুনাহ্‌গার
কর কর পার ॥
পারের কড়ি নাই যে আমার হয়নি নমাজ রোজা
আমি কূলে এসে বসে আছি নিয়ে পারের বোঝা
য়্যা রসুল মোহাম্মদ বলে কাঁদি বারেবার ॥
তোমার নাম গেয়েছি শুধু কেঁদে সুব হ্‌ শাম
(মোর) তরবারি আর নাই ত পুঁজি বিনা তোমার নাম।
আমি হাজারোবার দরিয়াতে ডুবে যদি মরি
ছাড়্‌ব না মোর পারের আশা তোমার চরণ-তরী,
(দেখো) সবার শেষে পার যেন হয় এই খিদমতগার ॥

২৬৯

ঈদোজ্জোহার ত্যক্‌বির শোন ঈদ্‌গাহে।
কোরানেরই সামান নিয়ে চল্‌ রাহে, ঈদ্‌গাহে।
কোরবানেরই রঙে রঙিন্‌ পর লে বাস
পিরহানে মাখ রে ত্যাগের গুল্‌-সুবাস,
হিংসা ভুলে প্রেমে মেতে
ঈদ্‌গাহেরই পথে যেতে
দে মোবারকবাদ দীনের বাদশাহে।
দে খোদারে প্রাণের প্রিয়, শোন্‌ এ ঈদের মাজেরা
যেমন পুত্র বিলিয়ে দিলেন খোদার নামে জহরা
ওরে কৃপণ দিস্‌নে ফাঁকি আল্লাহে ॥

২৭০

কেন তুমি কাঁদাও মোরে হে মদিনাওয়ালা
অবরোধ-বাসিনী আমি কুলের কুলবালা
হে মদিনাওয়ালা ॥
ঈদের চাঁদের ইসারাতে
কেন ডাক নিঝুম রাতে
হাসীন্ য়ুসোফ্! জুলেখারে
কত দিবে জ্বালা ॥
একি লিপি পাঠালে নাথ, কোরানের আয়াতে
পড়তে নিয়ে অশ্রুবাদল নামে আঁখিপাতে
বাজিয়ে শাহাদতের বাঁশী
কেন ডাক নিত্য আসি
হাজার বছর আগে তোমায় দিয়েছি ত মালা
হে মদিনাওয়ালা ॥

২৭১

ফেরি করে ফিরি আমি আল্লাহ নবীর নাম
নাও আল্লাহ নবীব নাম।
দেশ-বিদেশে পথে ঘাটে হাঁকি সুবহা শাম ॥
যে বারেক বলে, একটু খানি
কলমা শাহাদতের বাণী,
সে চাওয়ার অধিক দেয় আমারে মোর সওদার দাম ॥
দাম দিয়ে সব দুনিয়াদারির দামি জিনিস চায়,
অমূল্য এই আল্লারই নাম কেউ চাহে না হায়।
আল্লাহ নামের ফেরিওয়ালা
ডাকে ওরা শেষের বেলায়,
সেই নাম দিয়ে সে আখেরে পায় বেহেস্তি আরাম ॥

২৭২

মদিনাতে এসেছে সই নবীন সওদাগর
সে হীরা জহরতের চেয়ে অধিক মনোহর ॥

সই, দেখতে তারে লাখো হাজার লোক ছুটছে পথে
সে কোহিনূর মানিক এনেছে কোহিতুর হ'তে
সে কোরান-জাহাজ-বোঝাই করে এনেছে সোনার মোহর ॥

একবার যে কল্‌মা প'রে আল্লা বলে এসে
তারে বিনিমূলে সল্‌মা চুণি বিলিয়ে দেয় সে হেসে,
দুলিয়ে সে দেয় নামাজ রোজার হীরের তাবিজ্‌ বুকের 'পর ॥

সে বেহেশ্‌তের কুঞ্জিত লয়ে ডাকে অহরহ
বলে ইমান্‌ এনে বেহেশ্‌ত্‌ যাবার সোনার চাবি লহ,
আমি প্রাণ দিয়েছি নজরানা, সই, দেখে তারে এক নজর ॥

২৭৩

ওগো আমিনা! তোমার দুলালে আনিয়া
আমি ভয়ে ভয়ে মরি।
এ নহে মানুষ, বুঝি ফেরেশ্‌তা
আসিয়াছে রূপ ধরি ॥

সে নিশীথে যখন বক্ষে ঘুমায়
চাঁদ এসে তারে চুমু খেয়ে যায়
দিনে যবে মেষ-চারণে সে যায়
মেঘ চলে ছায়া করি—
সাথে সাথে তার মেঘ চলে ছায়া করি ॥

মনে হয় যেন লুকাইতে রাতে তোমার শিশুর পায়
কত ফেরেশ্‌তা হুরপরী এসে সালাম করিয়া যায়,
সে চ'লে যায় যবে মরু উপরে
বস্‌রা গোলাপ ফোটে থরে থরে
(তার) চরণ ঘিরিয়া কাঁদে গুল্‌বনে
অলিকুল গুঞ্জরি' ॥

২৭৪

তোরা যা রে এখনি হালিমার কাছে
ল'য়ে ক্ষীর সর ননী।
আমি খোয়াব দেখেছি কাঁদিছে মা বলে
আমার নয়ন-মণি ॥

(মোর) শিশু আহমদে যেদিন কাঁদিয়া
হালিমার হাতে দিয়াছি সঁপিয়া,
সেইদিন হতে কেঁদে কেঁদে মোর
কাটিছে দিন রজনী ॥

পিতৃহীন সে সন্তান হায়
বঞ্চিত মা'র স্নেহে,
তারে ফেলে দূরে কোল খালি ক'রে
থাকিতে পারি না গেহে,
অভাগিনী তার মা আমিনায়
মনে করে সেকি আজো কাঁদে হায়,
বলিস তাহারি আসার আশায়
দিবানিশি দিন গণি ॥

২৭৫

ওকি ঈদের চাঁদ গো।
ওকি ঈদের চাঁদ চলে মদিনারই পথে গো
যেন হাসীন্ য়ুসোফ্ ফিরে এলো ফিরদৌস হতে গো ॥
জাহারা তারা রূপ দেখে তার ঝুরিছে আস্‌মানে
গুল্ ভুলে তাই বুলবুলি চেয়ে আছে গুলিস্তানে
বুঝি বেহশ্‌তেরই বাদশাজাদা এল সোনার রথে গো ॥
তাঁর সাদা কবুতরের মত চরণ দুটি ছুঁয়ে
গোলাপ চাঁপা উঠছে ফুটে ধূলিমাখা ভুঁয়ে গো ॥
সেই চাঁদের মুখে জ্যোৎস্না সম খোদার কালাম ঝরে
তার রূপ দেখে তার গুণ শুনে মোর মন রহে না ঘরে লো
আমি উন্মাদিনী সেই ম্যহ্বনী নবীর মোহব্বতে ॥

২৭৬

মদিনার শাহান্‌শাহ্ কোহ-ই-তুর বিহারী।
মোহম্মদ মোস্তাফা নবুয়তধারী ॥
আল্লার প্রিয় সখা দুলাল মা আমিনার
খাদিজার স্বামী প্রিয়তম আয়েষার
আস্‌হারের হামদম্ ওয়ালেদ ফতেমার
বেলালের আজান খালেদের তলোয়ার
কেয়ামতে উন্নত শাকায়তকারী ॥
তৌহীদবাণী মুখে আলকোর আন হতে
খোদার নুর দেখি যার হাসির ইসারাতে,
যাঁর কদমের নিচে দোলে কত জিন্নাত্
যে দু'হাতে বিলাল দুনিয়ার খোদার মহব্বত
মেরাজের দুল্‌হা আল্লার আর্শচারী ॥

নয়নে যাঁর খোদার রহমত ঝরে
সংসার মরুবাসী পিয়াসার তরে
আনিল যে কওসর সাহারা নিঙাড়ি

২৭৭

দেশে দেশে গেয়ে বেড়াই
তোমার নামের গান।
(হে) খোদা এ যে তোমার হুকুম
তোমারই ফরমান ॥
এম্‌নি তোমার নামের আসর
নামাজ রোজার নাই অবসর
তোমার নামের নেশায় সদা
মশগুল্‌ মোর প্রাণ ॥
(হে) খোদা এ যে তোমার হুকুম
তোমারই ফরমান ॥
ত্যকদিরে মোর এই লিখেছ হাজার গানের সুরে-
নিত্য দিব তোমার আজান আঁধার মিনার চূড়ে
কাজের মাঝে হাটের পথে
রণভূমে এবাদতে
আমি তোমার নাম শুনাব
করব শক্তিদান ॥
(হে) খোদা এ যে তোমার হুকুম
তোমারই ফরমান ॥

২৭৮

রাখিসনে ধরিয়া মোরে ডেকেছে মদিনা আমায়।
'আরফাত্ ময়দান' হতে তারি তক্‌বীর শোনা যায়॥
কেটেছে পায়ের বেড়ী পেয়েছি আজাদী ফরমান
কাটিল জিন্দেগী বৃথাই দুনিয়ার জিন্দান-খানায়॥
ফুটিল নবীর মুখে যেখানে খোদার বাণী।
উঠিল প্রথম তক্‌বীর আল্লাহু আকবর ধ্বনি।
যে দেশের পাহাড়ে 'মুস' দেখিল খোদার জ্যোতি
যাবরে যাব সেইখানে পড়িয়া রব না হেথায়॥

২৭৯

বিশ্ব-দুলালী নবি-নন্দিনী
খাতুনে জান্নাত্ ফাতেমা জননী।
মদিনা বাসিনী পাপ-তাপ নাসিনী
উম্মত্ তারিণী আনন্দিনী॥
সাহারার বুকে মাগো তুমি মেঘ-মায়া
তপ্ত-মরুর প্রাণে স্নেহ-তরুছায়া,
মুক্তি লভিল মাগো তব শুভ-পরশে
বিশ্বের যত নারী বন্দিনী॥
হাসান-হোসেনে তব উম্মত্ তরে মাগো
কারবালা প্রান্তরে দিলে বলিদান,
বদ্‌লাতে তার রোজ হাসরের দিনে
চাহিবে মা মোর মত পাপীদের ত্রাণ।
এলে পাষাণের বুক চিরে নির্ঝর সম
করুণার ক্ষীর ধারা আবে জম্‌জম্,
ফেরদৌস্ হতে রহমত্ বারি ডালো
সাধ্বী মুস্‌লিম্ গরবিনী॥

২৮০

এলো শোকের সেই মোহার্‌রম
কারবালার স্মৃতি লয়ে।
কাঁদিছে বিশ্বের মুসলিম
সেই ব্যথায় বেতাব্‌ হয়ে॥
মনে পড়ে আজগরের আজি
পিয়াসা দুধের বাচ্চায়
পানি চাহিয়া পেল শাহাদাত্‌
হোসেনের বুকে রয়ে'॥
এক হাতে বিবাহের কাঁকন
একহাতে কাসেমের লাশ্‌
বেহোঁশ খিমাতে সখিনা
অসহ বেদনা স'য়ে॥
বাজু শহীদ্‌ বীর আব্বাস্‌
পানির মশখ্‌ মুখে,
হ'ল শহীদ্‌ কাঁদে জয়নাব
কুল্‌সুম্‌ আকুল হ'য়ে।
শূন্য-পিঠে কাঁদে দুলদুল্‌
হজ্‌রত্‌ হোসেন শহীদ্‌
ঝরিছে সে খুনের বারি
আস্‌মান জমীন্‌ চূয়ে॥

২৮১

ইস্‌লামের ঐ বাগিচাতে ফুটলো দু'টি ফুল
শোভায় অতুল সে ফুল আমার আল্লা ওরসুল

যুগল কুসুম উজল রঙে
হৃদয় আমার উঠলো রেঙে
খস্‌বুতে তার মাতোয়ারা মনের বুলবুল ॥
ফুটলো যদি সে ফুল আমার খোদ্‌ নসীবের ফলে
জিন্দেগী ভর তারি মালা পরবো আমার গলে ।
তুই বাজুতে তাবিজ করে
খাড়া হ'ব রোজ হাসরে
বরকতে তার হ'ব রে পার পুল সেরাতের পুল্‌ ॥

২৮২

মোরা রসুল নামের ফুল এনেছি
গাঁথবি মালা কে ?
এই মালা নিয়ে রাখবি বেঁধে
আল্লাতালাকে ।
অতি অল্প ইহার দাম, শুধু আল্লা রসুল নাম
এই মালা পরে দুঃখ শোকের
ভুলবি জ্বালাকে ।
এই ফুল ফোটে ভাই দিনে-রাতে
হাতের কাছে তোর,
তুই কাঁটা নিয়ে দিন কাটালি রে
তাই রাত হ'ল না ভোর
এর সুগন্ধ আর রূপ বয়ে যায়
নিত্য এসে তোর দরজায়
পেয়ে ভাতের থালা
ভুল্‌লি রাতের চাঁদের থালাকে ॥

২৮৩

হে প্রিয় নবী রসুল আমার
পরেছি আভরণ নামেরি তোমার ॥
নয়নের কাজলে তব নাম
ললাটের টিপে জ্বলে তব নাম
গাঁথা মোর কুন্তলে আহ্‌মদ
বাঁধা মোর অঞ্চলে তব নাম
দুলিছে গলে মোর তব নাম মণিহার ।
তাবিজ অঙ্গুরি তব নাম
বাজু ও পৈঁচী চুড়ি তব নাম
ভয়ে ভয়ে পথে পথে ঘুরি যে—
পাছে কেউ করে চুরি তব নাম ।
ঐ নাম রূপ মোর ঐ নাম আঁখিধার ।
বুকের বেদনা ঢাকা তব নাম
প্রাণের পরতে আঁকা তব নাম
ধ্যানে মোর জ্ঞানে মোর তুমি যে
প্রেম ও ভকতি মাখা তব নাম
প্রিয় নাম আহ্‌মদ জপি আমি অনিবার

২৮৪

দীন দরিদ্র কাঙালের তরে এই দুনিয়ায় আসি
হে হজরত বাদশা হয়েও ছিলে তুমি উপবাসী ॥
তুমি চাহ নাই কেহ আমীর হইবে পথের ফকির কেহ
কেহ মাথা গুঁজিবার পাইবে না ঠাঁই কাহারো সোনার গেহ
ক্ষুধায় অন্ন পাইবে না কেহ কারো শত দাস-দাসী ॥

আজ মানুষের ব্যথা অভাবের কথা ভাবিবার কেহ নাই
ধনী মুসলিম ভোগ ও বিলাসে ডুবিয়া আছে সদাই
তাই ডাকিছে তোমারে যত মুসলিম গরিব শ্রমিক চাষী ॥
বঞ্চিত মোরা হইয়াছি আজ তব রহমত হতে
সাহেবী গিয়াছে মোসাহেবী করি ফিরি দুনিয়ার পথে
আবার মানুষ হব কবে মোরা মানুষেরে ভালবাসি ॥

২৮৫

পাঠাও বেহেস্ত হতে হজরত পুনঃ সাম্যের বাণী।
আর দেখিতে পারি না মানুষে মানুষে
এই হীন হানাহানি ॥
বলিয়া পাঠাও হে হজরত
যাহারা তোমার প্রিয় উম্মত্‌
সকল মানুষে বাসে যারা ভালো
খোদার সৃষ্টি জানি ॥
আধেক পৃথিবী আনিল ইমান যে উদারতা গুণে
(তোমার)
শিখিনি মোরা সে উদারতা কেবলি গেলাম শুনে
কোরানে হাদিসে কেবলি গেলাম শুনে ;
তোমার আদেশ অমান্য ক'রে
লাঞ্ছিত মোরা ত্রিভুবন ভ'রে
আতুর মানুষে হেলা করে
বৃথা বলি আমরা খোদারে মানি।

২৮৬

মওলা আল্লার সালাম লহ
এ সংসারের কাজে।
দীন-দুনিয়ার দুই কাজে মোর
থেকো হিয়ার মাঝে ॥
কাজা করে নামাজ রোজা
না বই যেন পাপের বোঝা
দুনিয়াদারি ভুলে যেন দহি দুঃখ লাজে ॥

সঞ্চিত দৌলতের কিছু
দান জাকাতে দেই যেন ফের
দান করে মোরা সব না হারাই
শক্তি রেখো দানে ;
কোরান হ'তে নীতি নিয়ে
কাজে যেন দেই বিলিয়ে
যেন কাবার পথে হই বিবাগী মোসাফিরের সাজে

২৮৭

দীনের নবীজী শোনায় একাকী কোরানের মধুর বাণী
আয়েশা খাতুন শোনেন বসিয়া নয়নে ঝরিছে পানি ॥
বেদীন দিওয়ানা হ'য়ে
কাঁদে যে কোরান লয়ে
বিশ্ববাসী আনিল ইমান যে পাক কোরান মানি ॥

চন্দ্র-তারকা গ্রহ আদি ঐ তরুলতা মরু বায়
কোরানের সেই আয়াত শুনিয়া লুটায় নবীর পায়।
কোরানে জাগাও ওরে
জ্ঞান গরিমায় মোরে
মরিতে আমায় দিওগো লয়ে বক্ষে কোরান খানি ॥

২৮৮

খোদায় পাইয়া বিশ্ব বিজয়ী
হ'ল একদিন যারা।
খোদায় ভুলিয়া ভীত পরাজিত
আজ তুনিয়ায় তারা ॥
খোদার নামের আশ্রয় ছেড়ে
ভিখারীর বেশে দেশে দেশে ফেরে
ভোগ বিলাসের মোহে ভুলে হায়
নিল বন্ধন কারা ॥
খোদার সঙ্গে যুক্ত সবাই
ছিল যাহাদের মন
তুখে রোগে শোকে অটল যাহারা রহিত সর্বক্ষণ
এল শয়তান ভোগ বিলাসের কাড়িয়া লয়েছে ইমান তাদের
খোদারে হারায়ে মুসলিম আজ হয়েছে সর্বহারা ॥

২৮৯

হাতে হাত দিয়ে আগে চল্ হাতে নাই থাক্ হাতিয়ার
জমায়েত হও আপনি আসিবে শক্তি জুলফিকার ॥

আনো আলীর শৌর্য হোসেনের ত্যাগ ওমরের মত কর্মানুরাগ
খালেদের মত সব আলস্য ভেঙে কর একাকার।
ইসলামে নাই ছোট বড় আর আস্‌রাফ আতরাফ
নিষ্ঠুর হাতে এই ভেদজ্ঞান কর মিসমার সাফ
চাকর সাজিতে চাকুরী করিতে
ইসলাম আসে নাই পৃথিবীতে।
মরিবে ক্ষুধায় কেহ নিরন্ন
কারো ঘরে রবে অঢেল অন্ন
এ জুলুম সহেনিক' ইসলাম সহিবে না আজো আর ॥

২৯০

কল্‌মা শাহাদতে আছে খোদার জ্যোতি।
ঝিনুকের বুকে লুকিয়ে থাকে যেমন মোতি ॥

ওই কল্‌মা জপে যে ঘুমের আগে
ওই কল্‌মা জপিয়া যে প্রভাতে জাগে
দুখের সংসার যার সুখময় হয় তার
মুসিবত্‌ আসেনাকো হয় না ক্ষতি ॥

হরদম্‌ জপে মনে কল্‌মা যে জন
খোদাই তত্ত্ব তার রহে না গোপন
দিলের আয়না তার হ'য়ে যায় পাক সাফ্‌
সদা আল্লার রাহে তার রহে মতি ॥

এস্‌মে আজম্‌ হ'তে কদর ইহার
পায় ঘরে বসে খোদা রসুলের দিদার
তাহারি হৃদয়াকাশে থাকবে বেহেস্তের পাশে
তার আল্লার আরশে হয় আখেরে গতি ॥

১৯১

যেতে নারি মদিনায়
আমি নারী হে প্রিয় নবী
আমারি ধ্যানে এসো প্রাণে এসো আল্‌-আরাবী ॥

তপ্ত যে নিদারুণ আরবের সাহারা গো
শীতল হৃদে মম রাখিব তোমার ছবি ॥
ভালবাসো মদিনার মরুভূ ধূসর গো
জ্বালায়ে হৃদি মম করিব সাহারা রবি ॥

হে প্রিয়তম গোপনে,
তব তরে আমি কাঁদি
তোমারে নিয়েছি মোর দুনিয়া আখের সবি ॥

২৯২

দূর আজানের মধুর ধ্বনি বাজে বাজে
মস্‌জিদেরই মিনারে
একি খুশীর অধীর তরঙ্গ উঠল জেগে
প্রাণের কিনারে ॥
মনে জাগে হাজার বছর আগে
ডাকিত বেলাল এমনি অনুরাগে,
তাঁর খোশ এলাহান্‌ মাতাইত প্রাণ
গলাইত পাষাণ ভাসাইত মদিনারে
প্রেমে ভাসাইত মদিনারে

তোরা ভোল্ গৃহকাজ ওরে মুস্‌লিম থাম্
চল্ খোদার রাহে, শোন ডাকিছে ইমাম
মেখে ছুনিয়ার খাক বৃথা রহিলি না পাক্
চল্ মস্‌জিদে তুই শোন মোয়াজ্জিনের ডাক্
তোর জনম যাবে বিফলে যে ভাই
এই এবাদত্ বিনারে।

২৯৩

নিশিদিন জপে খোদা ছুনিয়া জাহান
জপে তোমারি নাম ॥
তারায় গাঁথা তস্‌বী ল'য়ে নিশীথে আসমান
জপে তোমারি নাম ॥
ফুলের বনে নিতি গুঞ্জরিয়া
ভ্রমর বেড়ায় তব নাম জপিয়া,
হাতে লয়ে ফুল কুঁড়ির তস্‌বী ফুলের বাগান
জপে তোমারি নাম ॥
সাঁঝ সকালে কোকিল পাপিয়া
ফেরে তব মধুর নাম গাহিয়া
ছলছল সুরে ঝর্ণার ধারা নদীর কলতান
জপে তোমারি নাম ॥
বৃষ্টি ধারার তস্‌বী ল'য়ে
নাম জপে মেঘ ব্যাকুল হ'য়ে
সাগর কল্লোল সমীর হিল্লোল
বাদল্ ঝড় তুফান
জপে তোমারি নাম ॥

২৯৪

আমি গরবিনী মুসলিম্ বালা।
সংসার সাহারাতে আমি গুলে লালা ॥
জ্বালায়েছি বাতি আঁধার কাবায়
এনেছি খুশীর ঈদে শিরণীর থালা ॥
আনিয়াছি ইমান প্রথম আমি
আমি দিয়াছি সবার আগে মহম্মদে মালা।
কত শত কারবালা বদরের রণে
বিলায়ে দিয়াছি স্বামী পুত্র স্বজনে
জানে গ্রহ তারা জানে আল্লাহ্‌তালা ॥

২৯৫

জনম জনম গেল আশা-পথ চাহি।
মরু মুসাফির চলি, পার নাহি নাহি ॥
বরষ পরে বরষ আসে যায় ফিরে,
পিপাসা মিটায়ে চলি নয়নের নীরে।
জ্বালিয়া আলেয়া-শিখা
নিরাশা মরীচিকা
ডাকে মরু কাননিকা শত গীত গাহি ॥
এ মরু ছিল গো কবে সাগরের বারি
স্বপন হেরি গো তারি আজো মরুচারি।
সেই সে সাগর তলে
যে তরী—ডুবিল জলে
সে তরী-সাথীরে খুঁজি মরু পথ বাহি' ॥

২৯৬

তুমি অনেক দিলে খোদা অশেষ নিয়ামত
আমি লোভি তাইতে আমার মেটেনা হসরত ॥
কেবলই পাপ করি আমি
মাফ করিতে তাই হে স্বামী,
দয়া করে শ্রেষ্ঠ নবীর করিলে উম্মাত
তুমি নানান ছলে করছ পূরণ
ক্ষতির খেসারত ॥
মায়ের বুকে স্তন্য দিলে পিতার বুকে স্নেহ.
মাঠে শস্য ফসল দিলে আরাম লাগি গেহ,
কোরান দিলে পথ দেখাতে
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ শিখাতে
নামাজ দিলে দেখাইলে মসজিদেরই পথ
তুমি কেয়ামতের শেষে দিবে বেহেস্তি দৌলত

২৯৭

নামাজ পড় রোজা রাখো কলমা পড় ভাই
তোর আখেরের কাজ ক'রেনে সময় যে আর নাই ॥
সম্বল যার আছে হাতে,
হজ্জের তরে যা কা'বাতে,
জাকাত দিয়ে বিনিময়ে শাফায়াত যে পাই ॥

ফরজ তরক্ করে করলি কবজ ভবের দেনা,
আল্লাও্ রসুলের সাথে হলো না তোর চেনা,
পরানে রাখ কোরান বেঁধে,
নবীরে ডাক কেঁদে কেঁদে,
রাতদিন তুই কর মুনাজাত
আল্লাহ তোমায় চাই ॥

২৭৮

তুমি আশা পুরাও খোদা
সবাই যখন নিরাশ করে ॥
সবাই যখন পায়ে ঠেলে
সান্ত্বনা পাই তোমায় ধরে ॥
দ্বারে দ্বারে হাত পাতিয়া
ফিরি যখন শূন্য হাতে
তোমার দানের শিরণী তখন
আসে আমায় দুঃখ ভুলাতে
দেখি হঠাৎ শূন্য ঝুলি
তোমার দানে গেছে ভরে ॥
মাঝ দরিয়ায় ডুবলে জাহাজ
তোমায় যদি ডাকি
তোমার রহম কোলে করে
তীরেতে যায় রাখি
(খোদা) দুখের আগুন কুসুম হয়ে
ফুটে উঠে থরে থরে ॥

২৯৯

সোজা পথে চলরে ভাই
(ও ভাই) ইমান থেকো ধ'রে।
খোদার রহম মেঘের মত
ছায়া দেবে তোরে ॥

তুমি বিচার কোরনা কেউ
করলে তোমার ক্ষতি,
একসে বিচার কর্‌নেওয়ালা
ত্রি-ভুবনের পতি,
তোর ক্ষতির ডালে ধরবে মতি
তাঁর বিচারের জোরে ॥

সকল সময় ধ'রে থেক',
আল্লা নামের খুঁটি,
তিনি তোমায় হেফাজতে
দিবেন ক্ষুধার রুটি,
ইয়াকিন দিলে থেক' তুমি
নিবেন তোমায় তরে ॥

৩০০

বক্ষে আমার কা'বার ছবি চক্ষে মোহাম্মদ রসুল
শিরোপরি মোর খোদার আরশ গাই তারি গান।

লাইলা প্রেমে মজনু পাগল আমি পাগল 'লা-ইলা'র,
প্রেমিক দরবেশ আমায় চিনে অরসিকে কয় বাতুল ॥

হৃদয়ে মোর খুশীর বাগান বুলবুলি তাই গায় সদাই
ওরা খোদার রহম মাগে আমি খোদার ইশ্‌ক চাই।

আমার মনের মসজিদে দেয় আজান হাজার মোয়াজ্জিন,
প্রাণের 'লওহে' কোরান লেখা রুহু পড়ে তার রাত্র দিন
খাতুনে-জান্নাত মা-আমার হাসান হোসেন চোখের জল,
ভয় করিনা রোজ-কিয়ামত্ পুল সিরাতের কঠিন পুল ॥

৩০১

আবহায়াতে পানি দাও মরি পিপাসায়।
শরণ নিলাম নবীজীর মোবারক পায় ॥
ভিখারীরে ফিরাবে কি শূন্য হাতে,
দয়াব সাগর তুমি যে মরু সাহারায় ॥
অন্ধ আমি আঁধারে মরি ঘুরিয়া,
দেখাবে না কি মোরে পথ এই নিরাশায় ॥
যে মধু পিয়ে রহে না ক্ষুধা তৃষ্ণা
মরার আগে সেই মধু দিও গো আমায় ॥

৩০২

আমার ধ্যানের ছবি আমার হজরত।
ও নাম প্রাণে মিটায় পিয়াসা
আমার তামান্না আমার আশা
আমার গৌরব আমার ভরসা
এ দীন গোনাহ্গার তাঁহারই উম্মত ॥
ও নাম রওশন্ জমীন্ আস্‌মান
ও নাম মাখা তামাম জাহান্
ও নাম দরিয়ায় বহায় উজান
ও নাম ধেয়ায় মরু ও পর্বত।

আমার নবীর নাম জপে নিশিদিন
ফেরেশ্‌তা আর হুরপরী জিন
ও নাম জপি আমার ভোমরায়
পাব কিয়ামত্‌ তাহার শাফায়ৎ ॥

১০৩

আমিনা দুলাল এস মদিনায় ফিরিয়া আবার
ডাকে ভুবনবাসী।
হে মদিনার চাঁদ জ্যোতিতে তোমার আঁধার ধরার মুখে
তুমি ফোটাও হাসি ॥
নয়নেরই পিয়ালায় আনো হজরত
তরাইতে পাপীরে খোদার রহমত
আবার কাবার পানে ডাকে সকলে
বাজায়ে মধুর কোরানের বাঁশী ॥
প্রেম-কওসর দিয়ে বেহেশ্‌ত্‌ হতে
মেহ্‌বুব পাঠাও দুঃখের জগতে
দুনিয়া ভাসুক পুনঃ পুণ্য স্রোতে
শোনাও আজান পাপ তাপ বিনাশী ॥

১০৪

আমি বাণিজ্যেতে যাব এবার মদিনা শহর।
আমি এ দেশে হায় গোনাহ্‌গারি দিলাম জীবন ভর ॥
পাঞ্জেগানার বাজার যেথা বসে দিনে রাতে
দুটি টাকা 'আল্লা রসুল' পুঁজি নিয়ে হাতে,
কত পথের ফকির সওদা করে হ'ল সওদাগর ॥

সেথা আজান দিয়ে কোরান পড়ে ফিরিওয়ালা হাঁকে
বোঝাই করে দৌলত দেয় যে সাড়া দেয় ডাকে
ওগো জানেন তাহার পাকে কাবা খোদার আফিস ঘর ॥
বেহেশ্‌তে রোজগারের পরে ছাড়পত্র পায়
পায় সে সাহস ইমান জাহাজ যদি ডুবে যায়
ওগো যেতে খোদার খাসমহলে পায় সে শীলমোহর ॥

৩০৫

আমি যেতে নারি মদিনায় হে প্রিয় নবী।
আমারই ধ্যানে এস প্রাণে এস আল-আরাবী ॥
তপ্ত যে নিদারুণ আরবের সাহারা গো
শীতল হৃদে মম রাখিব তোমারই ছবি ॥
ভালবাস যদি মরু-ভূ-ধূসর গো
জ্বালায়ে হৃদ্‌ মম করিব সাহারা গোবি ॥
হে প্রিয়তম গোপনে তব তরে আমি কাঁদি
তোমারে দিয়াছি মোর হুনিয়া আখেরী সবই ॥

৩০৬

আল্লাজী গো আমি বুঝি না রে তোমাব খেলা
তাই দুঃখ পেলে ভাবি বুঝি হানিলে হেলা ॥
কুমার যখন হাঁড়ি গড়ে কাঁদে মাটি
ভাবে কেন পোড়ায় আমায় চড়িয়ে ভাটি
ফুলদানি হয় পোড় খেয়ে সেই মাটির ঢেলা ॥

মা শিশুরে ধোয়ায় মোছায় শিশু ভাবে,
ছাড়া পেলে মা ফেলে সে পালিয়ে যাবে
মোরা দোষ করি তাই দুষী তোমায় সারা বেলা ॥
আমরা তোমার বান্দা খোদা তুমি জানো,
কেন হাসাও কেন কাঁদাও আঘাত হানো
যে গড়তে জানে তারি সাজে ভেঙে ফেলা ॥

৩০৭

আল্লা নামের নায়ে চড়ে যাব মদিনায়
মোহাম্মদের নাম হবে মোর
(ও ভাই) নদী পথে পুবান বায় ॥
চার ইয়ারের নাম হবে মোর
সেই তরণীর দাঁড়
কল্‌মা শাহাদতের বাণী
হাল ধরিবে তার।
খোদার শত নামের গুণ টানিব
ও ভাই নাও যদি না যেতে চায়।
মোর নাও যদি না চলিতে দেয় সাহারার বালি
মরুভূমে বান ডাকাব পানি দিব ঢালি
চোখের পানি দিব ঢালি।
তাবিজ হয়ে দুলবে বুকে কোরান খোদার বাণী
আঁধার রাতে ঝড়-তুফানে আমি কি ভয় মানি
আমি তরে যাব রে, তরী যদি ডুবে তারে না পায়

৩০৮

ইয়া আল্লা, তুমি রক্ষা কর দুনিয়া ও দীন।
শান্‌শওকতে হোক পূর্ণ আবার নিখিল মুসলেমিন।
আমিন আল্লাহুম্মা আমিন ॥

খোদা মুষ্টিমেয় আরববাসী
যে ইমানের জোরে
তোমার নামের ডঙ্কা বাজিয়েছিল
দুনিয়াকে জয় করে,
দাও সে ইমান সেই তরক্কী
খোদা দাও সে একিন।
আমিন আল্লাহুম্মা আমিন ॥

হায় যে জাতির খলিফা ওমর শাহান্‌শাহ্‌ হয়ে
ছেঁড়া কাপড় পরে গেলেন উপবাসী রয়ে
আবার মোদের সেই ত্যাগ দাও খোদা
ভোগ-বিলাসে মোদের জীবন কোরো না মলিন।
আমিন আল্লাহুম্মা আমিন ॥

খোদা তুমি ছাড়া বিশ্বে কারও করতাম না ভয়
তাই বিশ্বে কভু মোদের হয়নি পরাজয়
দাও সেই দীক্ষা শক্তি সেই ভক্তি দ্বিধাহীন।
আমিন আল্লাহুম্মা আমিন ॥

৩০৯

ঐ হের রসুলে খোদা এল ঐ।
গেলেন মদিনা যবে, হিজরতে হজরত,

মদিনা হল যেন খুশীতে জিন্নত
ছুটিয়া আসিল পথে মর্দ ও আওরত
লুটায়ে পায়ে নবীর, গাহে সব
মোর ঐ হের রসুলে খোদা এল ঐ ॥

হাজার সে কাফের সেথা বদরে,
তিন শত তের মোমিন এধারে
হজরতে দেখিল যেই, কাঁপিয়া ডরে
কহিল কাফের সব তাজিমের তরে
ঐ হের রসুলে খোদা এল ঐ ॥

কাঁদিবে কেয়ামতে, গুনাহ্‌গার সব,
নবীর কাছে শাফায়তী করিবেন তলব
আসিবেন কাঁদন শুনি সেই শাহে-আরব
অম্‌নি উঠিবে সেথা খুশীর কলরব
ঐ হের রসুলে খোদা এল ঐ ॥

৩১০

ওরে ও নতুন ঈদের চাঁদ।
তোমায় হেরে হৃদয়-সাগর আনন্দে উন্মাদ ॥
তোমার রাঙা তস্তরীতে ফিরদৌসেরই পরী
খুশীর শিরণী বিলায় রে ভাই নিখিল ভুবন ভরি,
খোদার রহম পড়িছে তোমার চাঁদনী রূপে ঝরি
দুঃখ শোক তব ভুলিয়ে দিতে তুমি মায়ার ফাঁদে ॥

তুমি আস্‌মানে কালাম
ইশারাতে লেখা যেন মোহাম্মদের নাম
খোদার আদেশ তুমি জানো, স্মরণ করাও এসে
জাকাত্ দিতে, দৌলত সব দরিদ্রেরে হেসে,
শত্রুরে আজি ধরিতে বুকে, শেখাও ভালবেসে
তোমায় দেখে টুটে গেছে অসীম প্রেমের বাঁধ

৩১১

চীন আরব হিন্দুস্থান নিখিল ধরাধাম।
জানে আমায় চেনে আমায় মুসলিম আমার নাম॥
অন্ধকারে আজান দিয়ে ভাঙলো ঘুম-ঘোর
আলোর অধিক চাঁদ এনেছি রাত করেছি ভোর
এক সমান করেছি ভেঙে উচ্চ নীচ তামাম॥
চেনে মোরে সাহারা গোবি দুর্গম পর্বত
মসৃণ করেছি সাগর আমার সিন্ধু হ্রদ,
বয়েছি আফ্রিকা ইউরোপে আমারই তাঞ্জাম॥
পাক্ মুলুকে বসিয়েছি সোনার মস্‌জিদ
জগৎ শান্তি পাপীদেরকে পিয়েছি তৌহীদ্
বিরান-বনে রচেছি যে হাজার নগর গ্রাম॥

৩১২

পূবান হাওয়া পশ্চিমে যাও কাবার পথে বইয়া।
যাও রে বইয়া এই গরীবের সালামখানি লইয়া॥

কাবার জেয়ারতের আমার নাই সম্বল ভাই
সারা জনম সাধ ছিল যে মদিনাতে যাই (রে ভাই)
মিটল না সাধ দিন গেল মোর
দুনিয়ার বোঝা বইয়া ॥
তোমার পানির সাথে লইয়া যাও রে
আমার চোখের পানি
লইয়া যাও রে এই নিরাশে
দীর্ঘ নিঃশ্বাস খানি,
নবীজীর রওজায় কাঁদিও ভাই রে
আমার হইযা।
মা ফতেমা হজরত আলীর মাজার যথায় আছে
আমার সামাল দিয়া আইস (রে ভাই) তাঁদের পায়ের কাছে
কাবায় মোনাজাত করিও
আমার কথা কইয়া ॥

৩১৩

ফুরিয়ে এল রমজানেরই মোবারক মাস।
আজ বাদে কাল ঈদ তবু মন করে উদাস ॥
রোজা রেখেছিলি হে, পরহেজগার মোমিন
ভুলেছিলি দুনিয়াদারী রোজার তিরিশ দিন,
তরক করেছিলি তোরা কে কে ভোগ-বিলাস ॥
সারা বছর গোনা যত, ছিল রে জমা
রোজা রেখে খোদার কাছে পেলি সে ক্ষমা
ফেরেশ্‌তা সব সালাম করে কহিছে সাবাস ॥

৩১৪

মস্‌জিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই।
যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই॥

আমার গোরের পাশ দিয়ে ভাই
নামাজীরা যাবে
পবিত্র সেই পায়ের ধ্বনি
এ বান্দা শুনতে পাবে।
গোর আজাব থেকে এ গুনাহ্‌গার
পাইবে রেহাই॥

কত পরহেজগার খোদার ভক্ত
নবীজীর উম্মত,
ঐ মস্‌জিদে করে রে ভাই
কোরান তেলাওয়াত।
সেই কোরান শুনে আমি যেন পরান জুড়াই॥
কত দরবেশ ফকির রে ভাই
মস্‌জিদের আঙিনাতে
আল্লার নাম জিকির করে
লুকিয়ে গভীর রাতে।
আমি তাদের সাথে কেঁদে কেঁদে আল্লার নাম জপতে চাই॥

৩১৫

মাগো আমায় শিখাইলি কেন আল্লা নাম।
জপিলে আর হুঁশ থাকে না ভুলি সকল কাম॥

লোকে বলে আল্লাতালায় যায় না নাকি পাওয়া
ও নাম জপিলে প্রাণে কেন বহে দখিন হাওয়া।
ও নাম জপিলে হিয়ার মাঝে কেন এত ব্যথা বাজে
কে তবে মা আমার বুকে কাঁদে অবিরাম॥
পুরুষরা সব মস্‌জিদে যায় আমি ঘরে কাঁদি
কে যেন কয় কানের কাছে তুই যে আমার বাঁদী
তাই ঘরে রাখি বাঁধি।
মাগো আমার নামাজ রোজা খোদায় ভালবাসা
ঐ নাম জপিলেই মেটে আমার বেহেশ্‌তের পিয়াসা,
শত ঈদের চাঁদও দিতে নারে আল্লা নামের দাম॥

৩১৬

মুর্শীদ পীর বল বল রসুল কোথায় থাকে
ওগো রসুল কোথায় থাকে।
কেমন করে কোথায় গেলে
ওগো দেখতে পাব তাঁকে॥
বেহেশ্‌তের পারে দূর-আকাশে
তাঁহার আসন খোদার পাশে
এতই প্রিয়, আপনি খোদা
ওগো লুকিয়ে তাঁরে রাখে॥
কোরান পড়ি হাদিস শুনি সাধ মেটে না তাহে
আতর পেয়ে মন যে আমার ফুল দেখতে চাহে
সবাই খুশী ঈদের চাঁদে
কেন আমার পরান কাঁদে
দেখব কখন ঈদের চাঁদ
ওগো আমার মোস্তাফাকে॥

৩১৭

যেদিন রোজ হাসরে করতে বিচার
তুমি হবে কাজী।
সেদিন তোমার দীদার আমি
পাব কি আল্লাজী ॥
সেদিন নাকি তোমার ভীষণ কাহ্‌হার রূপ দেখে
পীর পয়গম্বর কাঁদবে ভয়ে ইয়া নপ্‌সী ডেকে
সেই সুদিনের আশায় আমি নাচি এখন থেকে।
আমি তোমায় দেখে হাজার বার দোজখ্‌ যেতে রাজী ॥
যে রূপে হোক বারেক যদি দেখে তোমায় কেহ
দোজখ্‌ কি আর ছুঁতে পারে পবিত্র তার দেহ।
সে হোক না কেন হাজার পাপী হোক না বে নামাজী ॥
ইয়া আল্লাহ্‌ তোমার দয়া কত তাই দেখাবে বলে
রোজ হাসরে দেখা দেবে বিচার করার ছলে,
প্রেমিক বিনে কে বুঝিবে তোমার এ কাবসাজী ॥

৩১৮

যে পেয়েছে আল্লার নাম সোনার কাঠি।
তার কাছে ভাই এই দুনিয়া দুধের বাটি ॥
দীন-দুনিয়া দুই-ই পায় সে মজা লোটে
রোজা রেখে সন্ধ্যাবেলা শিরণী জোটে
সে সদাই বিভোর পিয়ে খোদার এশ্‌ক খাঁটি ॥
সে গৃহী তবু ঘরে তাহার মন থাকে না
হাঁসের মত জলে থেকেও জল মাখে না
তার সবই সমান খাঁটি সোনার এঁটেলো মাটি ॥

সবই খোদার দান ভেবে সে গ্রহণ করে,
দুঃখ অভাব সুখের মতই জড়িয়ে ধরে
ভোগ করে সে নিত্য বেহেশ্‌ত পরিপাটি ॥

৩১৯

রসুল নামের ফুল এনেছি রে
আয় গাঁথবি মালা কে ?
এই মালা নিয়ে রাখবি বেঁধে
আল্লাতালাকে ॥
অতি অল্প ইহার দাম
শুধু আল্লা রসুল নাম
এই মালা পরে দুঃখ-শোকের
ভুল্‌বি জ্বালাকে ॥
এই ফুল ফোটে ভাই দিনে রাতে
(ভাই রে ভাই) হাতের কাছে তোর,
ও তুই কাঁটা নিয়ে দিন কাটালি রে
তাই রাত হ'ল না ভোর !
এর সুগন্ধ আর রূপ বয়ে যায়
নিত্য এসে তোর দরজায় রে
পেয়ে ভাতের থালা ভুললি রে তুই
চাঁদের থালাকে ॥

৩২০

সকাল হ'ল শোন্‌রে আজান উঠ্‌রে শয্যাছাড়ি
মস্‌জিদে চল্‌ দিনের কাজে ভোল দুনিয়াদারি ॥

ওজু করে ফেলরে ধুয়ে নিশীথ রাতের গ্লানি
সিজদা করে জায়নামাজে ফেল্‌রে চোখের পানি
খোদার নামে সারাদিনের কাজ হবে না ভারি ॥

নামাজ প'ড়ে দুহাত তুলে মুনাজাত কর তুই
ফুল ফসলে ভরে উঠুক্‌ সকল চাষীর ভুঁই
সকল লোকের মুখে হোক আল্লাহ্‌র নাম জারি ॥

ছেলে মেয়ে সংসার ভার সঁপে দে আল্লা-রে
নবীজির দেওয়া ভিক্ষা কর্‌রে বারে বারে
(তোর) হেসে নিশি প্রভাত হবে সুখে দিবি পাড়ি

৩২১

খোদার প্রেমের শারাব পিয়ে বেহুঁশ হয়ে রই প'ড়ে।
ছেড়ে মস্‌জিদ আমার মুর্শিদ এল যে এই পথ ধ'রে ॥

দুনিয়াদারীর শেষে আমার নামাজ রোজার বদ্‌লাতে
চাইনা বেহেশ্‌ত্‌ খোদার কাছে নিত্য মোনাজাত ক'রে ॥

কায়েস যেমন লায়লী লাগি লভিল মজনু খেতাব,
যেমন ফর্‌হাদ্‌ শিরীর প্রেমে হ'ল দীওয়ানা বেতাব,
বে-খুদিতে মশ্‌গুল আমি তেম্‌নি মোর খোদার তরে ॥

পু'ড়ে মরার ভয় না রেখে পতঙ্গ আগুনে ধায় ;
সিন্ধুতে মেটেনা তৃষ্ণা চাতক-বারি-বিন্দু চায়,
চকোর চাহে চাঁদের সুধা চাঁদ সে আসমানে কোথায়,
সুরুয্‌ থাকে কোন সুদূরে, সূর্যমুখী তারেই চায়,
তেমনি আমি চাহি খোদায়, চাহিনা হিসাব করে ॥

৩২২

আজ ঈদ্ ঈদ্ ঈদ্, খুশীর ঈদ্, এল ঈদ্,
যার আসার আশায় চোখে মোদের ছিল নাকো নিদ ॥
শোন রে গাফিল কি বলে
তকবির ঈদ্গাহে,
তোর আমানতের হিস্সা সদকা দে
খোদার রাহে।
নে সদকা দিয়ে বেহেশ্তে যাবার রশীদ ॥
তোর পির্হানের আতর গোলাব
লাগুক রে মনে
আজ প্রেমের দাওত দে
দুনিয়ার সকল জনে।
(আজ) দিলেন ঈদের মারফতে হজরত
এই তাগিদ ॥

৩২৩

ভোর হ'ল ওঠ জাগ মুসাফির আল্লা-রসুল বোল
গাফলিয়তি ভোল রে অলস, আয়েশ আরাম ভোল।
এই দুনিয়ার সরাইখানায়
(তোর) জনম গেল ঘুমিয়ে হায়
ওঠ রে সুখশয্যা ছেড়ে মায়ার বাঁধন খোল ॥
দিন ফুরিয়ে এল যে রে দিনে দিনে তোর
দীনের কাজে অবহেলা করলি জীবনভোর

যে দিন আজো আছে বাকি
খোদারে তুই দিসনে ফাঁকি
আখেরে পার হবি যদি পুল সেরাতের পোল
আল্লা-রসুল বোল ॥

৩২৪

জাগে না সে জোশ লয়ে আর মুসলমান।
করিল জয় যে তেজ লয়ে দুনিয়া জাহান ॥
যাহার তকবীর-ধ্বনি তকদীর
বদলালো দুনিয়ার,
না-ফরমানির জামানায়
আনিল ফরমান খোদার,
পড়িয়া বিরান আজি
সে বুলবুলিস্তান ॥

নাহি সাচ্চাই সিদ্দিকের,
উমরের নাহি সে ত্যাগ আর,
নাহি সে বেলালের ইমান,
নাহি আলির জুলফিকার,
নাহি আর সে জেহাদ লাগি
বীর শাহীদান ॥

নাহি আর বাজুতে কুওত্,
নাহি খালেদ মুসা তারেক,
নাহি বাদশাহী তখ্‌ত্ তাউস,
ফকির আজ দুনিয়ার মালিক,
ইসলাম কেতাবে শুধু
মুসলিম গোরস্থান ॥

৩২৫

তোমারি মহিমা সব বিশ্বপালক করতার
করুণা কৃপার তব নাহি সীমা নাহি পার।
বিশ্বপালক করতার॥

রোজ-হাশরের বিচার-দিনে
তুমিই মালিক এয়্ খোদা,
আরাধনা করি প্রভু,
আমরা কেবলি তোমার।
বিশ্বপালক করতার॥

সহায় যাচি তোমারি নাথ
দেখাও মোদের সরল পথ,
তাদের পথে চালাও খোদা
বিলাও যাদের পুরস্কার।
বিশ্বপালক করতার॥

অবিশ্বাসী ধর্মহারা যাহারা সে ভ্রান্ত-পথ,
চালায়ো না তাদের পথে,
এই চাহি পরওয়ারদেগার।
বিশ্বপালক করতার॥

৩২৬

দেখে যা রে, দুলা সাজে সেজেছেন মোদের নবী
বর্ণিতে সে রূপ মধুর হার মানে নিখিল-কবি॥

আউলিয়া আর আম্বিয়া সব পিছে চলে বরাতি,
আসমানে যায় মশাল জ্বেলে গ্রহ তারা চাঁদ রবি।

হুর পরী সব গায় নাচে আজ, দেয় 'মোবারকবাদ' আলম,
আর্‌শ্‌ কুর্শি ঝুঁকে পড়ে দেখতে সে মোহন ছবি ॥

আজ আর্‌শের বাসর-ঘরে হবে মোবারক রুয়ৎ,
বুকে খোদার ইশ্‌ক্‌ দিয়ে নওশা ঐ আল-আরবী ॥

মে'রাজের পথে হজরত যান চড়ে ঐ বোর্‌রাকে,
(আয়) কলমা শাহাদতের যৌতুক দিয়ে তাঁর চরণ ছোঁবি ॥

৩২৭

যাবি কে মদিনায় আয় ত্বরা করি।
তোর খেয়া-ঘাটে এল পুণ্য-তরী ॥
আবুবকর উমর খাত্তাব
আর উসমান আলী হাইদর
দাঁড়ি এ সোনার তরণীর
পাপী সব নাই নাই আর ডর।
এ তরীর কাণ্ডারী আহ্‌মদ,
পাকা সব মাঝি ও মাল্লা,
মাঝিদের মুখে সারি-গান
শোন ঐ 'লা শরীক আল্লাহ্‌'!
পাপ দরিয়ার তুফানে আর নাহি ডরি
ঈমানের পারানি কড়ি আছে যার,
আয় এ সোনার নায়
ধরিয়া দীনের রশি
কলেমার জাহাজ-ঘাটায়।
ফের্‌দৌস্‌ হতে ডাকে হুরী পরী ॥

৩২৮

আহ্‌মদের ঐ মিমের পর্দা
উঠিয়ে দেখ মন।
আহাদ সেথায় বিরাজ করেন
হেরে গুণীজন ॥
যে চিনিতে পারে রয় না ঘরে
হয় সে উদাসী,
সে সকল ত্যজি ভজে শুধু
নবীজীর চরণ ॥
ঐ রূপ দেখে রে পাগল হ'ল
মনসুর হল্লাজ,
সে 'আনল হক্‌' 'আনল হক্‌' বলে
ত্যজিল জীবন ॥
তুই খোদাকে যদি চিনতে পারিস
চিনবি খোদাকে,
তোর রুহানী আয়নাতে দেখ রে
সেই নূরী রওশন ॥

৩২৯

আয় মরু-পারের হাওয়া,
নিয়ে যা রে মদিনায়
জাত পাক মোস্তাফার
রাওজা মোবারক যথায় ॥

পড়িয়া আছি দুখে
মুশ্‌রেকী এই মুল্লুকে,
পড়ব 'মগ্‌রেবের' নামাজ
কবে খানায়ে-কাবায় ॥

হজরতের নাম তস্‌বি করে,
যাব রে মিস্‌কিন বেশে,
ইস্‌লামেরই দীন-ডংকা
বাজল প্রথম যে দেশে ॥

কাঁদব মাজার-শরীফ্‌ ধরে,
শুনব সেথায় কান পাতি,
হয়তো সেথা নবীর মুখে
রব উঠে 'য়্যা উম্মতি'!
আজও কোর-আনের কালাম
হয়তো সেথা শোনা যায় ॥

৩৩০

শ্মশানে জাগিছে শ্যামা
অন্তিমে সন্তানে নিতে কোলে।
জননী শান্তিময়ী বসিয়া আছে ঐ
চিতার আগুন ঢেকে স্নেহ-আঁচলে
সন্তানে দিতে কোল ছাড়ি সুখ-কৈলাস
বরাভয়ারূপে মা শ্মশানে করেন বাস,
কি ভয় শ্মশানে শান্তিতে যেখানে
ঘুমাবি জননীর চরণ-তলে ॥

জ্বলিয়া মরিলি কে সংসার-জ্বালায়
তাহারে ডাকিছে মা কোলে আয় কোলে আয়
জীবনে-শ্রান্ত ওরে ঘুম পাড়াইতে তোরে
কোলে তুলে নেয় মা মরণের ছলে ॥

৩৩১

ভুল করেছি ওমা শ্যামা
বনের পশু বলি দিয়ে।
(তাই) পূজিতে তোর রাঙা চরণ
এলাম মনের পশু নিয়ে ॥
তুই যে বলিদান চেয়েছিস
কাম-ছাগ ক্রোধরূপী মহিষ।
তোর পায়ে দিলাম লোভের জবা।
মোহ-রিপুর ধূপ জ্বালিয়ে ॥
দিলাম হৃদয়-কমণ্ডলুর
মদ-সলিল তোর চরণে,
মাৎসর্যের পূর্ণাহুতি
দিলাম পায়ে পূর্ণ মনে।
ষড় রিপুর উপচারে
যে পূজা চাস বারে বারে
সেই পূজারই মন্ত্র মাগো
ভক্তেরে তোর দে শিখিয়ে ॥

৩৩২

তোর কালো রূপ লুকাতে মা বৃথাই আয়োজন।
ঢাকতে নারে ও-রূপ কোটি চন্দ্র ও তপন।
মাখিয়ে কালো আমার চোখে
লুকিয়ে রাখিস তোর কালোকে,
(তোর) কালো রূপে মাগো অখিল বিশ্ব নিমগন॥

আঁধার নিশীথ সে যেন তোর কালো রূপের ধ্যান
(তোর) গহন কালোয় গাহন করে পুড়ায় ধরার প্রাণ॥
হেরি তোর কালো রূপ স্নিগ্ধ করা
শ্যামা হ'ল বসুন্ধরা,
নিবল কোটি সূর্য, তোরে খুঁজে অনুক্ষণ॥

৩৩৩

(আমায়) আর কতদিন মহামায়া
রাখবি মায়ার ঘোরে।
মোরে কেন মায়ার ঘূর্ণিপাকে
ফেললি এমন ক'রে॥
ওমা কত জনম করেছি পাপ
কত লোকের কুড়িয়েছি শাপ,
তবু মা তোর নাই কি গো মাফ
ভুগব চিরতরে॥

এমনি ক'রে সন্তানে তোর
ফেললি মা অকুলে,
তোর নাম যে জপমালা
তাও যাই হায় ভুলে।
পাছে মা তোর কাছে আসি
তাই বাঁধন দিলি রাশি রাশি,
কবে মুক্ত হব মুক্তকেশী
(তোর) অভয় চরণ ধরে।

৩৩৪

(ওমা) দুঃখ অভাব ঋণ যত মোর
রাখলাম তোর পায়ে।
(শ্যামা) রাখলাম তোর পায়ে।
(এবার) তুই দিবি মা, ভক্তের তোর
সকল ঋণ মিটায়ে ॥
মাগো শমন-হাতে মোর মহাজন
ধরতে যদি আসে এখন
তোরই পায়ে পড়বে বাঁধন
ছেলের ঋণের দায়ে ॥।
ওমা সুদ-আসলে এ সংসারে বেড়েই চলে দেনা,
এবার ঋণ-মুক্তির তুই নে মা ভার, রইবে তোরই দেনা
আমি আমার আর নহি ত
(আমি) তোর পায়ে যে নিবেদিত,
এখন তুই হয়েছিস জামিন আমার
দে ওদের বুঝায়ে ॥

৩৩৫

মোরে আঘাত যত হানবি শ্যামা
ডাকব তত তোরে।
মায়ের ভয়ে শিশু যেমন
লুকায় মায়ের ক্রোড়ে ॥

তুই পরখ কত করবি মা আর
ওমা চারধারে মোর দুখের পাথার
আমি জানি তবু হব মা পার
চরণ-তরী ধরে
(তোরই) চরণ-তরী ধরে ॥

আমি ছাড়ব না তোর নামের ধেয়ান বিশ্বভুবন পেলে
আমায় দুঃখ দিয়ে নাম ভুলাবি নই মা তেমন ছেলে।
আমায় দুঃখ দেওয়ার ছলে
তুই স্মরণ করিস পলে পলে
আমি সেই আনন্দে
দুঃখের অসীম সাগর যাব তরে ॥

৩৩৬

ফিরিয়ে দে মা ফিরিয়ে দে গো
ওমা দে ফিরিয়ে মোর হারানিধি।
তুই দিয়ে নিধি নিলি কেড়ে
মা তোর এ কোন্ নিঠুর বিধি ॥
বল মা তারা কেমন ক'রে
নয়ন-তারা নিলি হরে,
দিলি মা হয়ে তুই শিশুর বুকে
নিঠুর মরণ-সায়ক বিঁধি ॥

তরু যেমন শিকড় দিয়ে তাহার মাটির মাকে
জড়িয়ে ধরে থাকে স্নেহের সহস্র সে পাকে।
মাগো তেমনি ক'রে তাহার মায়া
আঁকড়ে ছিল আমার কায়া
তারে নিলি কেন মহামায়া
শূন্য ক'রে আমার হৃদি ॥

৩৩৭

এস আনন্দিতা ত্রিলোক-বন্দিতা
কর দীপান্বিতা আঁধার অবনী মা।
ব্যাপিয়া চরাচর শারদ অম্বর
ছড়াও অভয় হাসির লাবণী মা ॥

সারাটি বরষ নিখিল ব্যথিত
চাহিয়া আছে মা তবু আসাপথ
ধরার সন্তানে ধর তব কোলে
ভোলাও দুঃখ শোক চির করুণাময়ী মা ॥

অটুট স্বাস্থ্য দীর্ঘ পরমায়ু
দাও আরো আলো নির্মল বায়ু
দশ হাতে তব আনো মা কল্যাণ
পীড়িত চিত্ত গাহে অকাল জাগরিণী মা ॥

৩৩৮

ওরে আলয়ে আজ মহালয়া মা এসেছে ঘরে।
তোরা উলু দে রে, শঙ্খ বাজা, প্রদীপ তুলে ধর ॥
(এস মা, আমার মা ॥)

মাকে ভুলে ছিলাম ওরে
কাজের মাঝে মায়ার ঘোরে
আজ বরষ পরে মাকে ডাকার মিলল অবসর।
(এল মা, আমার মা ॥)
মা ছিল না বলে সবাই গেছে পায়ে দলে
মার খেয়েছি যত তত ডেকেছি মা বলে।
মা এসেছে ছুটে রে তাই
ভয় নাই রে আর ভয় নাই
মা অভয়া এসেছে রে দশ হাতে তাঁর বর।
(এল মা, আমার মা ॥)

৩৩৯

কে বলে মোর মাকে কালো
মা যে আমার জ্যোতির্মতী।
কোটি চন্দ্র সূর্য তারা
নিত্য করে মার আরতি ॥
কালো রূপের মায়া দিয়ে মহামায়া রয় লুকিয়ে
মাকে আমার খুঁজে খুঁজে
নিবল কোটি রবির জ্যোতি ॥
যোগীন্দ্র যাঁর চরণ-তলে
ধ্যান করে রে যাঁর মহিমা
(মোরা) দুটি নয়ন-প্রদীপ জ্বেলে
খুঁজি সেই অসীমার সীমা।
মোরা সাজিয়ে কালী গৌরী মাকে
পূজা করি তমসাকে
মায়ের শুভ্রা রূপ দেখে সে
শুভ্রা শুচি যার ভকতি ॥

৩৪০

মাগো আমি তান্ত্রিক নই
তন্ত্র মন্ত্র জানি না মা।
আমার মন্ত্র যোগ-সাধনা
ডাকি শুধু শ্যামা শ্যামা ॥
যাই না আমি শ্মশান-মশান
দিই না পায়ে জীব বলিদান।
খুঁজতে তোকে খুঁজি না মা
অমাবস্যা ঘোর ত্রিযামা ॥
ঝিল্লী যেমন নিশীথ রাতে
একটানা সুর গায় অবিরাম
তেমনি ক'রে নিত্য আমি
জপি শ্যামা তোমারি নাম।
শিশু যেমন অনায়াসে
জননীরে ভালবাসে,
তেমনি সহজ সাধনা মোর
তাতেই পাব তোর দেখা মা ॥

৩৪১

মাগো তোমার অসীম মাধুরী
বিশ্বে পড়িছে ছড়ায়ে।
তোমার আঁখির স্নিগ্ধ লাবণী
ঝরিছে গগন গড়ায়ে ॥

কুমুদে কমলে দীঘি সরোবরে
তোমার পূজাঞ্জলি থরে থরে
তব অপরূপ রূপ বিহরে
নিখিল প্রকৃতি জড়ায়ে ॥
অরুণ-কিরণে হেরি মা তোমারি মুখের অভয় হাসি,
নাচে আনন্দে নদী-তরঙ্গে প্রাণে প্রাণে বাজে বাঁশী।
আগমনী গায় সৃষ্টি অশেষ
ধ্যান ভেঙে চায় হাসিয়া মহেশ,
তোমারে পূজিতে পূজারিনী বেশ
ধরণীরে দিল পরায়ে ॥

৩৪২

কে পরালো মুণ্ডমালা
আমার শ্যামা মায়ের গলে।
সহস্রদল জীবন-কমল
দোলে রে যাঁর চরণ-তলে ॥
কে বলে মোর মাকে কালো
মায়ের হাসি দিনের আলো
মায়ের আমার গায়ের জ্যোতি
গগন পবন জলে স্থলে ॥
শিবের বুকে চরণ যাঁহার
কেশব যাঁরে পায় না ধ্যানে,
শব নিয়ে সে রয় শ্মশানে
কে জানে কোন্ অভিমানে।

সৃষ্টিরে মা রয় আবরি
সেই মা নাকি দিগম্বরী।
(তাঁরে) অসুরে কয় ভয়ঙ্করী
ভক্ত তাঁর অভয়া বলে ॥

৩৪৩

নাচে রে মোর কালো মেয়ে
নৃত্যকালী শ্যামা নাচে।
নাচে হেরে তার নটরাজও
পড়ে আছে পায়ের কাছে ॥

মুক্তকেশী আদুল গায়ে
নেচে বেড়ায় চপল পায়ে
মার চরণে গ্রহতারা
নূপুর হয়ে জড়িয়ে আছে ॥

ছন্দ সরস্বতী দোলে
পুতুল হয়ে মায়ের কোলে
সৃষ্টি নাচে নাচে প্রলয়
মায়ের আমার পায়ের তলে।
আকাশ কাঁপে নাচের ঘোরে
ঢেউ খেলে যায় সাত সাগরে
সেই নাচানের পুলক দোলে
ফুল হয়ে রে লতায় গাছে ॥

৩৪৪

আনন্দের আনন্দ !

দশ হাতে ওই দশ দিকে মা ছড়িয়ে এল আনন্দ।
ঘরে ফেরার বাজল বাঁশী, বইছে বাতাস সুমন্দ ॥
আমার মায়ের মুখের হাসি
শরৎ-আলোর কিরণ-রাশি,
কমলবনে উঠছে ভাসি
মায়ের গায়ের সুগন্ধ ॥
উঠলো বেজে দিগ্বিদিকে ছুটির মাদল মৃদঙ্গ
মনের আজি নাই ঠিকানা, যেন বনের কুরঙ্গ।
দেশান্তরী ছেলে মেয়ে
মায়ের কোলে এল ধেয়ে,
শিশির-নীরে এল নেয়ে
স্নিগ্ধ অকাল বসন্ত ॥

৩৪৫

মা এসেছে মা এসেছে উঠল কলরোল।
দিকে দিকে বেজে ওঠে সানাই কাঁসর ঢোল ॥
ভরা নদীর কূলে কূলে
শিউলি শালুক পদ্মফুলে
মায়ের আমার আভাস দুলে
আনন্দ-হিল্লোল।
সেই খুশীতে পড়ল নিটোল নীল আকাশে টোল ॥
বিনা কাজের মাতন রে আজ কাজে দে ভাই ক্ষমা
বে-হিসাবী করব খরচ সাধ যা আছে জমা।

এক বছরের অতৃপ্তি ভাই
এই কদিনে কিসে মিটাই।
কে জানে ভাই ফিরব কিনা আবার মায়ের কোল
আনন্দ আজ আনন্দকে পাগল ক'রে তোল ॥

৩৪৬

দেখে যা রে রুদ্রাণী মা
হয়েছে আজ ভদ্রকালী।
শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছে
শ্মশান-মাঝে শিব-দুলালী ॥

আজ প্রশান্ত সিন্ধুতে রে
অশান্ত ঝড় থেমেছে রে
মার কালো-রূপ উপচে পড়ে
ছাপিয়ে ভুবন গগন ডালি ॥

আজ অভয়ার ওষ্ঠে জাগে
শুভ্র করুণ শান্ত হাসি
আনন্দে তাই সিঙ্গা ফেলে
মহেন্দ্র ঐ বাজায় বাঁশী।
ঘুমিয়ে আছে বিশ্বভুবন
মায়ের কোলে শিশুর মতন
(মায়ের) পায়ের লোভে মনের বনে
ফুল ফুটেছে পাঁচ-মিশালী ॥

৩৪৭

মাতল গগন-অঙ্গনে ঐ

আমার রণ-রঙ্গিণী মা,

সেই মাতনে উঠল দুলে

ভূলোক দ্যুলোক গগনসীমা।

আঁধার-অসুর বক্ষপানে

অরুণ-আলোর খড়্গ হানে,

মহাকালের ডম্বুরেতে

উঠল বেজে মার মহিমা॥

সৃষ্টি-প্রলয় যুগল নূপুর বাজে শ্যামের যুগল পায়ে,

গড়িয়ে পড়ে তারার মালা উল্কা হয়ে গগন-গায়ে।

লক্ষ গ্রহের মুণ্ডমালা দোলে গলে দোলে ঐ

বজ্র-ভৈরীর ছন্দতালে নাচে শ্যামা তাথৈ তাথৈ,

অগ্নিশিখা ঝলকে ওঠে

খড়্গ-ঝরা লাল শোণিমা॥

৩৪৮

শ্মশান-কালীর নাম শুনে রে

ভয় কে পায়।

মা যে আমার শবের মাঝে

শিব জাগায়॥

আনন্দেরই নন্দিনী সে

শান্তি সুধা কণ্ঠ-বিষে

মার চরণ শোভে অরুণ-আলোর

লাল জবায়॥

চার হাতে মার চার যুগেরই খঞ্জনী
নৃত্যতালে নিত্য ওঠে রণ্‌ঝনি।
মৃতের মাঝে মোর জননী
বিলায় মৃত সঞ্জীবনী
পায় না ধ্যানে যোগীন্দ্র সেই
যোগমায়ায়॥

৩৪৯

মায়ের চেয়েও শান্তিময়ী
মিষ্টি বেলী মেয়ের চেয়ে।
চঞ্চলা এই লীলাময়ী
মুক্তকেশী কালো মেয়ে॥
(সে মিষ্টি যত দুষ্টু তত এই কালো মেয়ে
গিরিঝর্ণাসম এল ধেয়ে এই পার্বতী মেয়েঃ
করুণা অমৃত-ধারায় ভুবন ছেয়ে রে এল এই কালো মেয়ে)
মোর নন্দিনী এই আনন্দিনী
আমি সেই গরবে গরবিনী।
তার আর কি চাওয়ার আছে গো,
যার অন্তরে মা আনন্দিনী
তার আর কি পাওয়ার আছে গো।
এই মা যে আমার হৃদয়-গগন
আলোর মত আছে ছেয়ে॥
মাকে তবু চোখে চোখে রাখি
যদি কভু দেয় সে ফাঁকি
(আমি ভয়ে ভয়ে থাকি গো
এই মায়াময়ী মেয়ে নিয়ে ভয়ে ভয়ে থাকি গো।

আমি বহু সাধ্য সাধনাতে পেয়েছি এই মাকে রে
আমি কোটি জন্মের তপস্যাতে পেয়েছি এই মাকে রে।)
আমি কাঙালিনী, কোথায় রাখি
এই স্বর্গের রত্ন পেয়ে ॥

৩৫০

কেঁদো না কেঁদো না মাকে কে বলেছে কালো।
(মা) ঈষৎ হাসিতে তোর ত্রিভুবন আলো ॥
কে দিয়েছে গালি তোরে মন্দ সে মন্দ
যে বলেছে কালী তোরে অন্ধ সে অন্ধ।
(মোর তারায় সে দেখে নাই।
তার নয়ন-তারায় নাই আলো, তাই
তারায় সে দেখে নাই।)
(রাখে) লুকিয়ে মা তোর নয়ন-কমল
কোটি আলোয় সহস্র-দল
তোর রূপ দেখে মা লজ্জায় শিব-অঙ্গে ছাই মাখালো।
(তুষার-ধবল কান্তি যাঁহার চন্দ্র-লেখা যাঁর চূড়ায়
চন্দ্রকান্তমণির জ্যোতিঃ রূপ দেখে যার লজ্জা পায়)
সেই চন্দ্রচূড়ও রূপ দেখে তোর অঙ্গে ছাই মাখালো ॥
তোর নীল কপোলে কোটি তারা চন্দনেরই ফোঁটার পারা
ঝিকিমিকি করে গো।
(যেন আলোর অলকা-তিলক ঝলমল করে গো)
মা তোর দেহ-লতার অতুল কোটি রবি-শশীর মুকুল
ফুটে আবার ঝরে গো।

তুমি হোমের শিখা বহ্নি-জ্যোতিঃ
তুমিই সাহা দীপ্তিমতী
আঁধার ভুবন ভবনে মা কল্যাণ-দীপ জ্বালো
তুমিই কল্যাণ-দীপ জ্বালো ॥

৩৫১

পরম পুরুষ সিদ্ধ-যোগী মাতৃভক্ত যুগাবতার
পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ লহ প্রণাম নমস্কার ॥
জাগালে ভারত শ্মশানতীরে
সশিব-নাশিনী মহাকালী রে
মাতৃনামের অমৃতনীরে
বাঁচালে মৃত ভারত আবার ॥
সত্যযুগের পুণ্য স্মৃতি আসিলে কলিতে তুমি তাপস,
পাঠালে ধরার দেশে দেশে ঋষি পূর্ণতীর্থবারি-কলস ॥
মন্দিরে মসজিদে গির্জায়
পূজিলে ব্রহ্মে সমশ্রদ্ধায়
তব নাম মাখা প্রেমনিকেতনে
ভরিয়াছে তাই ত্রিসংসার ॥

৩৫২

আমার হৃদয় অধিক রাঙা মাগো
রাঙা জবার চেয়ে।
আমি সেই জবাতে ভবানী তোর
চরণ দিলাম ছেয়ে ॥

মোর বেদনার বেদীর 'পরে
বিগ্রহ তোর রাখব ধরে
পাষাণ-দেউলে সাজে না তোর
আদরিণী মেয়ে ॥
স্নেহ-পূজার ভোগ দেবো মা, অশ্রু পুষ্পাঞ্জলি,
অনুরাগের থালায় দেবো ভক্তি-কুসুম-কলি
অনিমেষ আঁখির বাতি
রাখব জ্বেলে দিবারাতি
(তোর) রূপ হবে মা আরও শ্যামা
অশ্রুজলে নেয়ে ।
(আমার) অশ্রুজলে নেয়ে ॥

৩৫৩

মা হবি না মেয়ে হবি
দে মা উমা বলে ।
তুই আমারে কোল দিবি না
আমিই নেবো কোলে ॥
মা হয়ে তুই মাগো আমার
নিবি কি মোর সংসার-ভার
দিন ফুরালে আসব ছুটে
মা তোর চরণ-তলে ।
(তুই) মুছিয়ে দিবি দুঃখ-জ্বালা তোর স্নেহ-অঞ্চলে ॥
এক হাতে মোর পূজার থালা ভক্তি শতদল
আর এক হাতে ক্ষীর নবনী, কি নিবি তুই বল ।

মেয়ে হয়ে মুক্ত কেশে
খেলবি ঘরে হেসে হেসে
ডাকলে না তুই ছুটে এসে
জড়াবি মোর-গলে।
(তোরে) বক্ষে ধরে শিব-লোকে
যাব আমি চলে।

৩৫৪

দুর্গতি-নাশিনী আমার
শ্যামা মায়ের চরণ ধর,
যত বিপদ তরে যাবি
মাকে বারেক স্মরণ কর॥
তোর সংসার ভাবনার ভার সঁপে দে চরণে মার
যে চরণে বক্ষ পেতে আছে ভূমানন্দে মেতে
দেবাদিদেব দিগম্বর॥
যে দিয়েছে এ সংসারের শিকল পায়ে বেঁধে
(সেই) মহামায়ার শ্রীচরণে শরণ নে তুই কেঁদে।
কেটে যাবে সকল মায়া পাবি মায়ের চরণ-ছায়া
শান্তি পাবি রোগে শোকে অন্তে যাবি মোক্ষ-লোকে
শিবানীরে বরণ কর॥

৩৫৫

মাগো আমি মন্দমতি
তবু যে সন্তান তোরই।
(হায়) পুত্র বেড়ায় কাঙাল বেশে
মা যার ভুবনেশ্বরী॥

তুই যে এত হাসিস হেলা
(তবু)   তোরেই ডাকি সারা বেলা
মার খেয়ে তোর শিশুর মত
মাগো তোকেই জড়িয়ে ধরি ॥

৩৫৬

শক্তের তুই ভক্ত শ্যামা (তোরে) যায় না পাওয়া কেঁদে।
তাই   শক্তি-সাধক রাখে তোরে ভক্তি-ডোরে বেঁধে।
(মা) শাক্ত বড় শক্ত ছেলে
(সে) জানে, দাঁড় আলগা পেলে
যাবি পালিয়ে চোখে ধূলা দিয়ে
মায়া-ফাঁদ ফেঁদে।
তাই   ভয় পেয়ে তুই মুক্তি দিতে চাস মা নিজে সেধে।
তুই   সুরাসুরে ভুলিয়ে রাখিস ইন্দ্রত্বের মোহে
ওমা   গুণের কিছু ঘটে নাই তোর, নির্গুণ তাই কহে
তোরে নির্গুণ তাই কহে ॥
তোর মায়াতে ভুলে গিয়ে
বিষ্ণু ঘুমান লক্ষ্মী নিয়ে
চতুর্মুখ ব্রহ্মা ভাবেন
দেবী আছেন চতুর্বেদে।
তোর   অন্ত খুঁজে শিব হয়েছেন ভবঘুরে বেদে ॥

৩৫৭

মাগো আমি আর কি ভুলি
চরণ যখন ধরেছি তোর
মাগো আমি আর কি ভুলি।
তুই   বহু জনম ঘুরিয়েছিস মা
পরিয়ে চোখে মায়ার ঠুলি ॥

তোর পা ছেড়ে সে মোক্ষ যাচে
তুই বর নিয়ে যা তাহার কাছে
আমি যেন যুগে যুগে
পাই মা প্রসাদ চরণ-ধূলি ॥
মোরে শিশু পেয়ে খেলনা দিয়ে
রেখেছিলি মা ভুলিয়ে
এখন খেলনা ফেলে কোলে নিতে
মাকে ডাকি দু'হাত তুলি।
তোর ঐশ্বর্য যা কিছু মা
সে ভক্তগণে বিলিয়ে উমা,
ভিখারী এই সন্তানে দিস
মাতৃনামের ভিক্ষাঝুলি ॥

৩৫৮

অনাদি কাল হতে অনন্ত লোক
গাহে তোমারি জয়
আকাশ বাতাস রবি গ্রহ তারা চাঁদ
হে প্রেমময় গাহে তোমারি জয় ॥
সমুদ্র কল্লোল নির্ঝর কলতান
হে বিরাট তোমারি উদার জয়গানে
ধ্যান-গম্ভীর কত শত হিমালয়
তোমারি জয় গাহে তোমারি জয় ॥
তব নামের বাজায় বীণা বনের পল্লব
জনহীন প্রান্তর স্তব করে নীরব
সকল জাতির কোটি উপাসনালয়
গাহে তোমারি জয় ॥

আলোকের উল্লাসে আঁধারের তন্দ্রায়
তব জয়গান বাজে অপরূপ মহিমায়
কোটি যুগযুগান্ত সৃষ্টি প্রলয়
তোমারি জয় গাহে তোমরি জয় ॥

৩৫৯

হে বিধাতা হে বিধাতা
দুঃখ শোক মাঝে তোমারি পরশ রাজে
কাঁদায়ে জননী প্রায় কোলে লহ পুনরায়
শান্তি দাতা ॥

ভুলিয়া যাই হে যবে সুখ দিনে তোমারে
স্মরণ করায়ে দাও আঘাতের মাঝারে
দুঃখের মাঝে তাই হরিহে তোমারে পাই
দুঃখ ত্রাতা ॥

দারা সুত পরিজন রূপে হেরি অনুক্ষণ
তোমার আমার মাঝে আড়াল করে সৃজন
তুমি যবে চাও মোরে লও হে তাদের হরে
ছিঁড়ে দিয়ে মায়া ডোর ক্রোড়ে ধর আপন।
ভক্ত সে প্রহ্লাদ ডাকে যবে নারায়ণ
নির্মম হয়ে তার পিতার হর জীবন।
সব যবে ছেড়ে যায় দেখি তবে বুকে হায়
তব আসন পাতা ॥

৩৬০

তুই কালি মেখে জ্যোতি ঢেকে
পারবি না মা ফাঁকি দিতে।
অসীম আঁধার হয় যে উজ্জ্বল
মা তোর ঈষৎ চাহনীতে॥
মায়ের কালি মাখা ব'লে
শিশু কি মা যেতে ভোলে
আমি দেখেছি যে বিপুল স্নেহে
সাগর দোলে তোর আঁখিতে॥
কেন আমায় দেখাস্ মা ভয়
খড়্গ নিয়ে মুণ্ড নিয়ে,
আমি কি মা তোর সেই সন্তান
ভুলাবি মা ভয় দেখিয়ে।
তোর সংসার কাজে শ্যামা
বাঁধা আমি হব না মা
মায়ার বাঁধন খুলে দে মা
ব্রহ্মময়ী রূপ দেখিতে॥

৩৬১

মেঘ বিহীন খর বৈশাখে
তৃষায় কাতর চাতকী ডাকে॥
সমাধি মগ্না উমা তপতী
রৌদ্র যেন তার তেজ ও জ্যোতি
ছায়া মাগে ভীতা ক্লান্তা কপোতী
কপোত-পাখায় শুষ্ক শাখে

শীর্ণা তটিনী বালুচর জড়ায়ে
তীর্থে চলে যেন শ্রান্ত পায়ে।
দগ্ধা ধরণী যুক্ত পানি
চাহে আষাঢ়ের আশিস্-বাণী
যাপিয়া নির্জলা একাদশী তিথি
পিপাসিত আকাশ যাচে কাহাকে ॥

৩৬২

জাগো অমৃত পিয়াসী চিত-আত্মা অনিরুদ্ধ
কল্যাণ প্রবুদ্ধ।
জাগো শুভ্র জ্ঞান-পরম, নব-প্রভাতে পুষ্প সম
আলোক প্রাণ-সূর্য ॥
সকল তাপ, কলুষ তব, দুঃখ গ্লানি ভোলো
পুণ্য-প্রাণ দীপ-শিখা সর্বকালে তোলো ॥
বাহিরে আলো ডাকিছে জাগো তিমির কারারুদ্ধ
ফুলের মত আলোর সম ফুটিয়া ওঠা হৃদয় মম
রূপ, রস, গন্ধে মম আশা আনন্দে
জাগো মায়াবী মুগ্ধ ॥

৩৬৩

মোর পুষ্প-পাগল মাধবী কুঞ্জে
এইত প্রথম মধুপ গুঞ্জে,
তুমি যেয়োনা আজি যেয়োনা ॥
মন চন্দ্র-হসিত মাধবী নিশীথ
বিষাদের মেঘে ছেয়োনা ॥

হের   তরুণ তমাল করুণ ছায়ায়

আসন বিছায়ে তোমারে সে চায়,

তোমার বাঁশীর বিদায়-সুরে

বনে কদম্ব-কেশর ঝুরে ;

ওগো   অকরুণ !   ঐ সকরুণ গীতি গেয়োনা।

তুমি   যেয়োনা আজি যেয়োনা ॥

তোলা বন-ফুল রয়েছে আঁচলে

হয়নিক' মালা গাঁথা,

বকুলের ছায়ে নব কিশলয়ে

হয়নি আসন পাতা।

মুকুলিকা মোর কামনা সলাজ

দলিও না পায়ে, হে রাজাধিরাজ !

মম   অধরের হাসি করিওনা বাসি,

পরবাসী, যেতে চেয়োনা !

তুমি   যেয়োনা আজি যেয়োনা ॥

৩৬৪

মনে যে মোর মনের ঠাকুর

তারেই আমি পূজা করি,

আমার দেহের পঞ্চভূতের

পঞ্চপ্রদীপ তু'লে ধরি' ॥

ফকির যোগী হয়ে বনে

ফিরি না তার অন্বেষণে,

মনের দুয়ার খুলে দেখি

রূপের জোয়ার, মরি মরি ॥

আছেন যিনি ঘরে আমায়
তাঁকে আমি খুঁজ্‌ব কোথায়,
সমুদ্রেরে খুঁজে বেড়াই
সমুদ্রেতেই ভাসিয়ে তরী ॥

মন্দিরের ঐ বন্ধ খোঁপে
ঠাকুর কি রয় পূজার লোভে ?
মনের ধোঁওয়া বাড়াও আরো
ধূপের ধোঁওয়ায় পায় না হরি ॥

৩৬৫

বনে চলে বনমালি বনমালা দুলায়ে।
তমালে কাজল-মেঘে শ্যাম-তুলি বুলায়ে ॥

ললিত মধুর ঠামে কভু চলে কভু থামে,
চাঁচর চিকুরে বামে শিখি-পাখা ঢুলায়ে ॥

ডাকিছে রাখাল-দলে, "আয়রে কানাই" ব'লে,
ডাকে রাধা তরুতলে ঝুলনিয়া ঝুলায়ে ॥

যমুনার তীর ধরি' চলিছে কিশোর হরি,
বাজে বাঁশের বাঁশরী ব্রজনারী ভুলায়ে ॥

৩৬৬

ঘন-ঘোর মেঘ-ঘেরা দুর্দিনে ঘনশ্যাম
ভূ-ভারত চাহিছে তোমায়
ধরিতে ধরার ভার, নাশিতে এ হাহাকার
আরবার এস রে ধরায় ॥

নিখিল মানবজাতি কলহ এ দ্বন্দ্বে
পীড়িত শ্রান্ত আজি কাঁদে নিরানন্দে,
শঙ্খ পদ্ম হাতে এ ঘোর তিমির-রাতে
তিমির-বিদারী এস অরুণ-প্রভায় ॥

বিদূরিত কর এই নিরাশা ও ভয়
মানুষে মানুষে হোক প্রেম অক্ষয়।

কলিতে দলিতে এস এই দুখ পাপ তাপ,
দেহ বর সুন্দর, শেষ হোক অভিশাপ!
গদা ও চক্র করে অরিন্দম এস,
হত-মান দুর্বল মাগিছে সহায় ॥

৩৬৭

এই দেহেরই রঙ্‌মহলায়
খেলিছেন লীলা-বিহারী।
মিথ্যা মায়া নয় এ কায়া
কায়ায় হেরি ছায়া তাঁরি ॥

রূপের রসিক রূপে রূপে
খেলে বেড়ায় চুপে চুপে
মনের বনে বাজায় বাঁশী
মন-উদাসী বন-চারী ॥

তার খেলা-ঘর তোর এ দেহ.
সে তো নহে অন্য কেহ
সে যে রে তুই,—তবু মোহ
ঘুচ্‌লনা তোর হায় পূজারী ॥

খুঁজিস্ তারে ঠাকুর-পূজায়
উপাসনায় নামাজ রোজায়.
চ'াল কলা আর সিন্নি দিয়ে
ধর্‌বি তারে, হায় শিকারী !
পালিয়ে বেড়ায় মন-আঙিনায়
সে যে শিশু প্রেম-ভিখারী ॥

৩৬৮

হে চির-সুন্দর, বিশ্ব চরাচর
তোমারি মনোহর রূপের ছায়া।
রবিশশী তারকায় তোমারি জ্যোতি ভায়
রূপে রূপে তব অরূপ কায়া ॥

দেহের সুবাস তব কুসুম-গন্ধে,
তোমার হাসি হেরি শিশুর আনন্দে,
জননীর রূপে তুমি আমাদেরে যাও চুমি'
তব স্নেহ-প্রেমরূপ—কন্যা জায়া ॥

হে বিরাট শিশু ! এ যে তব খেলনা—
ভাঙা গড়া নিতি নব, দুখ শোক বেদনা।

শ্যামল পল্লবে সাগর তরঙ্গে
তব রূপ লাবণী দু'লে ওঠে রঙ্গে,
বিহগের কণ্ঠে তব মধু কাকলি,
মায়াময় ! শত রূপে বিছাও মায়া ॥

৩৬৯

শুক সারী সম তনু মন মম
নিশিদিন গাহে তব নাম।
শুকতারা সম ছল ছল আঁখি
পথ চেয়ে থাকি ঘনশ্যাম ॥

হে চির সুন্দর আধো রাতে আসি
বল বল কে শোনায় আশার বাঁশী
কেন মোর জীবন মরণ সকলি
তব শ্রীচরণে সঁপিলাম ॥

কেন গোপন রোদনের যমুনায়
জোয়ার আসে ?
কেন নব নীরদ মায়া হেরি
হৃদি-আকাশে।
দেখা যদি নাহি দেবে কেন মোরে ডাকিলে
কেন অনুরাগ-তিলক ললাটে আঁকিলে ?
কেন কুহু কেকা সম বিরহ অভিমান
অন্তরে কাঁদে অবিরাম ॥

৩৭০

আদি পরম বাণী, উর বীণাপাণি।
আরতি করে তব কোটি কোবিদ জ্ঞানী ॥

হিমেল শীত গত, ফাগুন মুঞ্জরে,
কানন-বীণা বাজে সমীর-মরমরে।
গাহিছে মুহু মুহু আগমনী কুহু,
প্রকৃতি বন্দিছে নব কুসুম আনি ॥

মূক ধরণী করে বেদনা-আরতি,
বাণী-মুখর তারে কর মা ভারতী !
বক্ষে নব আশা, কণ্ঠে নব ভাষা
দাও মা, আশিস্ যাচে নিখিল প্রাণী ॥

শুচি রুচির আলো-মরাল-বাহিনী
আনিলে আদি জ্যোতি, সৃজিলে কাহিনী।
কণ্ঠে নাহি গীতি, বক্ষে ত্রাস-ভীতি,
কর প্রবুদ্ধ মা, বর অভয় দানি ॥

ব্রহ্মবাদিনী আদিম বেদ-মাতা !
এস মা, কোটি-দল হৃদি-আসন পাতা !
অশ্রুমতী মা গো, নব বাণীতে জাগো,
রুদ্ধ দ্বার খোলো সাজিয়া রুদ্রাণী ॥

৩৭১

কী দশা হয়েছে মোদের
দেখ মা উমা আনন্দিনী।
তোর বাপ হয়েছে পাষাণ গিরি
মা হয়েছে পাগলিনী ॥
(মা)। এদেশে আর ফুল ফোটে না
গঙ্গাতে আর ঢেউ ওঠে না,
তোর হাসি-মুখ না দেখলে যে মা
পোহায় না মোর নিশীথিনী

আর যাবি না ছেড়ে মোদের
বল মা আমার কণ্ঠ ধরি
সুর যেন তার না থামে আর
বাজালি তুই যে বাঁশরী
না পেলে তুই শিবের দেখা
রইতে যদি নারিস একা
আমি শিবকে বেঁধে রাখব মাগো
হয়ে শিব-পূজারিণী ॥

৩৭২

রাধা শ্যাম-কিশোর প্রিয়তম কৃষ্ণ গোপাল
বনমালী ব্রজের রাখাল।
কৃষ্ণ গোপাল শ্রীকৃষ্ণ গোপাল শ্রীকৃষ্ণ গোপাল ॥
কভু রাম রাঘব কভু শ্যাম মাধব
কভু সে কেশব যাদব ভূপাল ॥
যমুনা বিহারী মুরলীধারী
বৃন্দাবন-সখা গোপীমন হারী,
কভু মথুরাপতি কভু পার্থ সারথি
কভু ব্রজে যশোদা আনন্দ-দুলাল ॥

দোলে গলে তাহার মন-বন-ফুলহার,
বাজে, চরণে নূপুর গ্রহ-তারকার
কোটি গ্রহ-তারকার।
কালিয়-দমন কভু, করাল মুরারী
কানন-চারী শিখীপাখাধারী
শ্যামল সুন্দর গিরিধারী-লাল।
কৃষ্ণ গোপাল শ্রীকৃষ্ণ গোপাল শ্রীকৃষ্ণ গোপাল ॥

৩৭৩

ব্রজে আবার আসবে ফিরে আমার ননীচোরা

কাঁদিসনে গো তোরা।

স্বভাব যে ওর লুকিয়ে থেকে কাঁদিয়ে পাগল করা।

কাঁদিস নে গো তোরা ॥

আমি তো তার মা যশোদা

সে আমারেই কাঁদায় সদা,

যেই কাঁদি, সে যায় যে ভুলে বনে বনে ঘোরা।

কাঁদিনে নে গো তোরা ॥

মথুরাতে আমার গোপাল রাজা হল নাকি?

যেখানে যায়, সে রাজা হয়, ভুল দেখেনি আঁখি।

সে রাজা যদি হয়েই থাকে

তাই বলে কি ভুলবে মাকে?

আমি হব রাজ-মাতা তাই, ওর রাজ-বেশ পরা।

কাঁদিস নে গো তোরা ॥

৩৭৪

শ্যামের সাথে চল সখী খেলি সবে হোরী।

রং নে রং দে মদির আনন্দে

আয় লো বৃন্দাবনী গৌরী।

আয় চপল যৌবন মদে মাতি

অল্প বয়সী কিশোরী ॥

রঙ্গিলা গালে তাম্বুল রাঙা ঠোঁটে

হিঙ্গল রং লহ ভরি

ভুরু ভঙ্গিমা সাথে রঙ্গিম হাসি

পড়ুক মুহু মুহু ঝরি ॥

আগুন রাঙা ফুলে ফাগুন লালে লাল,
কৃষ্ণচূড়ার পাশে অশোক গালে গাল।
আকুল করে ডাকি
বকুল বনের পাখি
শ্যাম অঙ্গ আজি রঙে রঙে রাঙা হয়ে
কী শোভা ধরেছে মরি! মরি!!

৩৭৫

সাজায়ে রাখ লো পুষ্প-বাসর
তেমনি করিয়া তোরা
কে জানে কখন আসিবে ফিরিয়া
গোপিনীর মন-চোরা॥
সে কি ভুলিয়া থাকিতে পারে
তার চিরদাসী রাধিকারে
কত ঝড়-ঝঞ্ঝায় বাদল-নিশীথে
এসেছে সে অভিসারে॥
মধু-বন হতে চেয়ে আন আধফোটা বনফুল
পাপিয়ারে বল গান গাহিতে অনুকুল,
চাঁপার কলিকা এনে নূপুর গেঁথে রাখ
তেমনি তমাল-ডালে ঝুলনা বাঁধা থাক
[বেঁধে রাখ লো—ঝুলনা তেমনি বেঁধে রাখ লো—
তমাল-ডালে ঝুলনা তেমনি বেঁধে রাখ লো]
সখী, যোগিনীর বেশ ছাড়িয়া আবার পরিব নীলাম্বর
মথুরা ত্যজিয়া এ ব্রজে ফিরিয়া
আসিবে কিশোর হরি।

[ফিরে আসিবে—কিশোর নটবর ফিরে আসিবে—
এই ব্রজে পদরজ দিতে ফিরে আসিবে—
আনন্দে ভাসিবে—নিরানন্দ ব্রজপুর আনন্দে ভাসিবে—
এই নিরানন্দ ব্রজপুর হরিপদ-রজ লভি—আনন্দে ভাসিবে।]

৩৭৬

ওলো বিশাখা, ওলো ললিতে,
দে এই পথের ধূলি দে।
যে পথে শ্যামের রথ চলে গেছে
দে সেই পথের ধূলি দে॥

[ধূলি নয় ধূলি নয়—
এ যে হরিচন্দন ধূলি নয় ধূলি নয়—
এ যে হরিচন্দন, অঙ্গ শীতল করা—।
ওর, ভাগ্য ভাল—
রাধার চেয়ে ওর ভাগ্য ভাল—
ঐ, ধূলি মাথায় তুলে দে লো।]

ঐ পথের বুকে গেছে কৃষ্ণের রথ।
সখী, আমি কেন হই নাই ঐ ধূলি-পথ॥

[বঁধু, চলে যে যেত গো
আমার হিয়ার উপর দিয়া চলে যে যেত—
আমার, সকল জনম সফল হত—চলে যে যেত গো।]

অনুরাগের রজ্জু দিয়া বাঁধিতাম সে রথে
নিয়ে যেতাম সে রথ প্রেম-পথে। (ওলো ললিতে)

[নিয়ে যেতাম—অনুরাগ-রজ্জুতে বেঁধে—
প্রেমের পথে—অনুরাগ-রজ্জুতে বেঁধে—]

সখী আমি-ই না হয় মান করেছিনু
তোরা তো সকলে ছিলি
ফিরে গেল হরি, তোরা পায়ে ধরি
কেহ নাহি ফিরাইলি।
তারে ফিরায় যে পায়ে ধরি
তার পায়ে পায়ে ফেরেন হরি
পরিহরি মান, অভিমান
(তারে) কেন নাহি ফিরাইলি।
তোরা তো হরির স্বভাব জানিস।
তার স্ব-ভাবের চেয়ে পর-ভাব বেশী
তোরা তো হরির স্বভাব জানিস।
তার স্বভাব জেনেও রহিলি স্ব-ভাবে
ডাকিলি না পর বোধে
তোদের পরম-পুরুষ পর বোধ হল
ডাকিলি না পরবোধে।
তারে প্রবোধ কেন দিলিনে সই
তোরা তো চিনিস হরিরে
প্রবোধ কেন দিলিনে সই,
কেন ডাকিলি না পরবোধে।
হরি প্রহরী হইয়া রহিত রাধার
ঈষৎ অনুরোধে
তারে অনুরোধ কেন কর্লি নে সই,
তোরা যে আমার অনুরাধা
অনুরোধ কেন কর্লি নে সই।

তোরা যে রাধার অনুবর্তিনী
অনুরোধ কেন কর্লি নে সই
কেন ডাকিলি না পরবোধে ॥

৩৭৮

হেলে দুলে বাঁকা কানাইয়া গোকুলে চলে ॥
গোপ-নারী ভুলি স্বজন
যৌবন মন পায়ে তার লুটায়,
বংশী বাজায়ে সে বাজায়ে সে
বাজায়ে সে গোকুলে চলে ॥
দলে দলে গোপ-রাখাল
ব্রজ-দুলাল নাচে তমাল-ছায়।
পুষ্প-মালঞ্চে বনান্তে আনন্দে
গোপাল চলে ॥

৩৭৯

ওগো দেবতা তোমার পায়ে
গিয়াছিনু ফুল দিতে।
মোর মন চুরি ক'রে নিলে
কেন তুমি অলখিতে ॥

আজি ফুল দিতে শ্রীচরণে
মম হাত কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে;
কেন প্রণাম করিতে গিয়া—প্রিয়
সাধ জাগে পরশিতে ॥

তুমি দেবতা যে মন্দিরে—
কাছে এলে যাই ভুলে ;
প্রিয় আমি যে গো দেবদাসী
কেন তুমি মোরে ছুঁলে ॥

আমি হাতে আনি ফুল ভরি',
তুমি কেন চাহ আঁখি-বারি ;
আমি পূজা-অঞ্জলি আনি,
তুমি কেন চাহ মালা নিতে ॥

৩৮০

বঁধু আমি ছিনু বুঝি বৃন্দাবনে
রাধিকার আঁখি জলে।
বাদল সাঁঝে জুঁই ফুল হয়ে
আসিয়াছি ধরাতলে ॥

তাই যেমনি মিলন সাধ জেগে ওঠে
তুমি লুকাও হে চাঁদ বিরহের মেঘে ;
আমি পূবালী পবনে ঝুরে যাই বনে
দলগুলি যেই খোলে ॥

বঁধু এই বুঝি হায় নিয়তির খেলা—
মিলন আমার নহে,
ক্ষণিকের শুভ দৃষ্টি লভিয়া
কাঁদিব পরম বিরহে।

আসিব না আমি মাধবী নিশীথে,
বরষায় শুধু আসিব ঝুরিতে ;
অসহায় ধারাস্রোতে ভেসে যাব,
মালা হবো নাকো গলে।

৩৮১

দেবতা হে, খোলো দ্বার, আসিয়াছি মন্দিরে।
ফিরায়ো না মোরে আর, আঁধার এলো যে ঘিরে॥

রিক্ত আজ কানন নাই ফুল নিবেদন,
সাজায়েছি উপচার আকুল নয়ন নীরে॥

ঘনালো অন্ধ ঝড় গগনে বিজলি-লিখা,
কেঁপে ওঠে থর থর ভীরু মোর দীপ-শিখা।

বহু দূর হ'তে এসে তোমারে পেয়েছি শেষে
তুমিও ফিরালে মুখ পূজারিনী যাবে ফিরে॥

৩৮২

আমার মা যে গোপাল-সুন্দরী।
যেন একই বৃন্তে কৃষ্ণকলি,
অপরাজিতার মঞ্জরী॥

মা আধেক পুরুষ, অর্ধ অঙ্গে নারী,
আধেক কালী, আধেক বংশী-ধারী;
মা অর্ধ অঙ্গে পীতাম্বর আর
অর্ধঅঙ্গে দিগম্বরী।

মার যে পায়ে কুসুম ফোটায়
নূপুর-পরা সেই চরণ,
মার সেই হাতে রয় সর্প বলয়
যে হাতে প্রলয়-মরণ।

মার　　আধ-ললাটে অগ্নি-তিলক জ্বলে,
চন্দ্র-রেখা আধেক ললাট-তলে,
শক্তিতে আর ভক্তিতে মা
আছে যুগল রূপ ধরি'

৩৮৩

এসো শঙ্কর ক্রোধাগ্নি,
হে প্রলয়ঙ্কর।
রুদ্র ভৈরব সৃষ্টি
সংহর সংহর ॥

জ্ঞানহীন তমসায় মগ্ন;
পাপ-পঙ্কিলা
বিশ্ব জুড়ি' চলে শিবহীন
যজ্ঞের লীলা;
শক্তি যেথায় করে আত্ম বিসর্জন-
ঘৃণায় ধ্বংস কর সেই অশিব
যজ্ঞ অসুন্দর ॥

যথা দেবী শক্তি—নারী
অপমান সহে,
গ্লানিকর হানাহানি চলে—
ধরমের মোহে।
হানো সংঘাত, অভিসম্পাৎ
সেথা নিরন্তর ॥

৩৮৪

নাটুয়া ঠমকে যায় রহিয়া রহিয়া চায়—
কনক পুতুল রসময় রে।
যত রূপ তত বেশ নয়নে প্রেমাবেশ
(নদীয়ায়) দিনে হ'ল চাঁদের উদয় রে ॥

চাঁদ উঠেছে—
নদীয়ায় অপরূপ চাঁদ উঠেছে ;
বিজলী-জড়িত যেন চাঁদের কণিকা গো,
চরণ-নখর রাঙা হিঙুল-রাগে ;
মনোচরের পাখি পিয়াসে মরয়ে গো
উহারি পরশ-রস মাগে ॥

অপরূপ বঙ্কিম চূড়ার দোলনে গো,
ললাট শোভিত চন্দন-তিলকে ;
ইন্দু-লেখার মাঝে আবার বিন্দু যেন—
এ-সাজে এ মনোহরে সাজায়ে দিল কে,
ত্রিলোক ভুলাইতে তিলক দিল কে,
চন্দন-তিলকে এ শচী-নন্দনে সাজায়ে দিল কে ॥

৩৮৫

বনে যায়, গোঠে যায় আনন্দ-দুলাল।
বাজে চরণ-নূপুরে রুমুঝুমু তাল ॥

ওকি নন্দ-দুলাল ওকি ছন্দ-দুলাল ;
ওকি নন্দন-পথ-ভোলা নৃত্য-গোপাল

বেণ-রবে ধেনুগণে আগে যেতে পিছু চায়
ভক্তের প্রাণ গ'লে উজান বহিয়া যায় ;
তারে লুকিয়ে দেখিতে এল দেবতার দল
হয়ে কদম-তমাল ॥

গোপিকার প্রাণ তার চরণে নূপুর,
শ্রীমতী রাধিকা তার বাঁশরীর সুর ;
সে যে ত্রিলোকেরি স্বামী, তাই ত্রিভঙ্গ রূপ ;
করে বিশ্বের রাখালী সে চির-রাখাল ॥

৩৮৬

বাঁকা শ্যামল এল বন-ভবনে ।
তার বাঁশীর সুর শুনি পবনে ॥

রাঙা সে চরণের নূপুর-রোলে রে,
আকুল এ-হৃদয় পুলকে দোলে রে,
সে নূপুর শুনি' নাচে ময়ূর
কদম-তমাল-বনে ॥

বুঝি সে শ্যামের পরশ লাগিল,
আমার চরণে তাই নাচন জাগিল—
ঘিরি শ্যামে দক্ষিণ-বামে
নেচে বেড়াই আপন মনে ॥

৩৮৭

মৃত্যু-আহত দয়িতের তব
শোন এ করুণ মিনতি—
অমৃতময়ী মৃত্যুঞ্জয়ী
হে সাবিত্রী সতী ॥

ঘন অরণ্যে বাজে মোর স্বর,
মোরই রোদনের উঠিয়াছে ঝড়,
সাঁঝের চিতায় ওই নিভে যায়
মম নয়নের জ্যোতি ॥

যুগে যুগে তুমি বাঁচায়েছ মোরে
মৃত্যুর হাত হতে—
দেবী সাবিত্রী সতী ;
মোরই হাত ধ'রে রাজপুরী ছেড়ে
চলেছ বনের পথে—
বিধুরা অশ্রুমতী ।

জীবনের তৃষা মেটেনি আমার,
তুমি এসে মোরে বাঁচাও আবার ;
মৃত্যু তোমারে করিবে প্রণাম—
ধরার অরুন্ধতী ॥

৩৮৮

রস-ঘন-শ্যাম কল্যাণ-সুন্দর ।
প্রশান্ত সন্ধ্যার উদার শান্তি দাও,
শ্রান্ত মনের ভার হর, হে গিরিধর ॥

যে নিবিড় সমাধির গভীর আনন্দে
হিমালয় লীলায়িত নীরব ছন্দে,
সেই মহাযোগে কর মোরে মগ্ন—
যে মহাভাবে ভোর মৌন নীলাম্বর ॥

অপগত-দুখশোক
নিশীথ সুষুপ্তির মাঝে—

নিথর সিন্ধুর অতল তলে
যে শান্তি বিরাজে।

সে সুধা লভিয়া ঋষি মধুছন্দা
আনিল বেদবাণী অলকানন্দা—
অন্তরে বাহিরে সেই অমৃত দাও,
কর পুরুষোত্তম অজয় অমর ॥

৩৮৯

শ্রীকৃষ্ণ নাম মোর জপমালা নিশিদিন,
শ্রীকৃষ্ণ নাম মোর ধ্যান।
শ্রীকৃষ্ণ বসন, শ্রীকৃষ্ণভূষণ,
ধরম করম মোর জ্ঞান ॥

শয়নে স্বপনে ঘুমে জাগরণে
বিজড়িত শ্রীকৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ প্রিয়তম, কৃষ্ণ আত্মা মম,
ঐ নাম দেহ মন প্রাণ ॥

কৃষ্ণ গলার হার, কৃষ্ণ নয়ন-ধার,
এ হৃদয় তারি ব্রজধাম।
ঐ নাম-কলঙ্ক ললাটে আঁকিয়া গো
ত্যজিয়াছি লাজ-কুল-মান ॥

৩৯০

সতী-হারা উদাসী ভৈরব কাঁদে।
বিষাণ ত্রিশূল ফেলি' গভীর বিষাদে ॥

জটাজুট নিস্তরঙ্গা—
রাহু যেন গ্রাসিয়াছে ললাটের চাঁদে ॥

দুই করে দেবী দেহ ধরি' বুকে বাঁধে,
রোদনের সুর বাজে প্রণব-নিনাদে ॥

ভক্তের চোখে আজি ভগবান্ শঙ্কর
সুন্দরতর হ'ল পড়ি' মায়া-ফাঁদে ॥

৩৯১

সিন্ধুর কল্লোল ছন্দে ত্রিশ কোটি সন্তান বন্দে,
গাহে তব জয় গাথা— প্রণমি ভারত মাতা।
জাগ্রত ভারতবর্ষ ॥

মেঘেরা তোমায় চামর ঢুলায়
কটিতে নদীর চন্দ্রহার,
রবি-শশী-গ্রহ-তারকায় গাঁথা
মণিহার দোলে গলে তোমার।

সূর্যের অরুণ রাগে নিদ্রিত বন্দী জাগে,
রাত্রির কারাগার মাঝে আলোক-শঙ্খ বাজে।
জাগ্রত ভারতবর্ষ ॥

রাঙা বেদনার স্বস্তিকে তব
দেউল-দুয়ার হ'ল উজল,
নব জীবনের পূজায় লহ মা
নব দিবসের শ্বেত কমল।

বন্দিতা হে কল্যাণী, ঘুচাও শঙ্কা-গ্লানি;
জাগাও সত্যের ভাষা, বন্ধন মোচন-আশা।
জাগ্রত ভারতবর্ষ ॥

৩৯২

হে অশান্তি মোর, এস এস—
প্রবল প্রেমের লাগি' ভবন হ'তে
বৈরাগিণীর বেশে এসেছি বাহির পথে

কুণ্ঠা ভুলায়ে দাও খোল গুণ্ঠন,
দস্যু সম মোরে কর লুণ্ঠন ;
তৃণ সম মোরে ভাসাইয়া লয়ে যাও
কূল-ভাঙা বন্যার বিপুল স্রোতে ॥

নদীরে যেমন ক'রে টানে পারাবার
তেমনি মরণ-টানে আমারে টানো
হে বন্ধু আমার।

প্রলয় মেঘের বুকে বিজলী সম
তোমাতে জড়ায়ে রব, হে প্রিয়তম ;
হবে শুভ দৃষ্টি তোমায় আমায়
মরণ-হানা অশনির আলোতে ॥

৩৯৩

হে পাষাণ দেবতা !
মন্দির দুয়ার খোলো কও কথা ॥

দুয়ারে দাঁড়ায়ে শ্রান্তিহীন দীর্ঘদিন -
অঞ্চলের পূজাঞ্জলি শুকায়ে যায়
উষ্ণ বায় ;
আঁখি-দীপ নিভিছে হায়,
কাঁপিছে তনুলতা ॥

শুভ্রবাসে পূজারিনীর দিন শেষে
গোধূলির গেরুয়া রং হের প্রিয়
লাগে এসে ;
খোলো দ্বারা, শরণ দাও—
সহে না আর নীরবতা

৩৯৪

হে মায়াবী বলে যাও।
কেন দখিন হাওয়ার মত
ফুল ফুটিয়ে চলে যাও ॥

কেন ফাল্গুন এনে আনো বৈশাখী ঝড়,
কেন মন নিয়ে মনে রাখ না মনোহর ;
কেন মালা গেঁথে বুকে তুলে পায়ে দলে যাও

কেন সাগরের তৃষা এনে দাও নাকো জল,
তুমি প্রেমময়, নাকি মায়া-মরীচিকা ছল ;
কেন হৃদয়-আকাশে এনে গোধূলি লগন
অসীম শূন্যে গলে যাও ॥

৩৯৫

তেপান্তরের মাঠে বঁধু হে একা ব'সে থাকি।
তুমি যে-পথ দিয়ে গেছ চ'লে তারি ধূলা মাখি' হে
একা ব'সে থাকি ॥

যেমন পা ফেলেছ গিরিমাটির রাঙা পথের ধূলাতে,
অম্‌নি ক'রে আমার বুকে চরণ যদি বুলাতে,
আমি খানিক জ্বালা ভুল্‌তাম ঐ মানিক বুকে রাখি' ॥

আমার খাওয়া-পরায় নাই রুচি আর ঘুম আসে না চোখে,
আমি আউরী হ'য়ে বেড়াই পথে, হাসে পাড়ার লোকে—
দেখে হাসে পাড়ার লোকে ॥

আমি তাল-পুকুরে যেতে নারি, একি তোমার মায়া হে,
ঐ কালো জলে দেখি তোমার কালো রূপের ছায়া হে,
আমার কলঙ্কিনী নাম রটিয়ে তুমি দিলে ফাঁকি ॥

৩৯৬

আমি দ্বার খুলে আর রাখবো না
পালিয়ে যাবো গো।
নাম ধরে আর ডাকবো না
জানবে সবে গো ॥

এবার পূজার প্রদীপ হয়ে
জ্বলবে আমার দেবালয়ে
জ্বালিয়ে যাবে গো,
আর আঁচল দিয়ে ঢাকবো না
পালিয়ে যাবে গো ॥

হার মেনেছি গো—
হার দিয়ে আর বাঁধবো না;
দান এনেছি গো—
প্রাণ চেয়ে আর কাঁদবো না।

পাষাণ তোমায় বন্দী ক'রে
রাখবো আমার ঠাকুর ঘরে—
রইবো কাছে গো ;
আর অন্তরালে থাকবো না
পালিয়ে যাবে গো ॥

৩৯৭

আমি যার নূপুরের ছন্দ
বেণুকার সুর—
কে সেই সুন্দর কে।

আমি যার বিলাস-যমুনা
বিরহ-বিধুর—
কে সেই সুন্দর কে ॥

যাহার গানের আমি বনমালা
আমি যার কথার কুসুম-ডালা,
না-দেখা সুদূর—
কে সেই সুন্দর কে ॥

যার শিখী-পাখা লেখনী হয়ে
গোপনে মোরে কবিতা লেখায়—
সে রহে কোথায় হায়!

আমি যার বরষার আনন্দ-কেকা
নৃত্যের সঙ্গিনী দামিনী লেখা,
কে মম অঙ্গে কাঁকন কেয়ুর—
কে সেই সুন্দর কে ॥

৩৯৮

বন-তমালের ডালে বেঁধেছি ঝুলনা।
আজি রাতে দুলিব গো মোরা দু'জনা॥

পুলকে দুলিবে যমুনার জল,
নীপ কেশর হবে চঞ্চল,
জ্যোছনায় ঝলমল কৃষ্ণ মেঘদল
মোদের দোঁহার তুলনা॥

চাঁদ হয়ে রব আমি—
শ্যাম গুণ্ঠনখানি
মেঘের শ্যামল বুকে
ঢাকা রবে মোর মুখে;
আনন্দ ঘন শ্যাম তব সনে
লীলা হিন্দোলে দুলিব গোপনে;
মিনতি জড়ানো মোর হৃদয় কুসুম-ডোর
বাঁধিনু চরণে ভুল না॥

৩৯৯

বনের তাপস-কুমারী আমি গো, সখি মোর বনলতা॥
নীরবে গোপনে দুইজনে কই আপন মনের কথা॥

যবে গিরি পথে ফিরি সিনান করিয়া
লতা টানে মোরে আঁচল ধরিয়া,
হেসে বলি—ওরে ছেড়ে দে আসিছে তোদের বন-দেবতা॥

ডাকি যদি তারে আদর করিয়া 'ওরে— বন-বল্লরী,
আনন্দে তার ফোটা ফুলগুলি অঞ্চলে পড়ে ঝরি'।

লুকায় যখন মোর দেবতায়
আবরিয়া রাখে কুসুমে পাতায়,
চরণে আমার আসিয়া, জড়ায় যবে হই ধ্যানরতা ॥

৪০০

জগতের নাথ কর পার !
মায়া-তরঙ্গে টলমল তরণী,
অকুল ভব পারাবার ॥
নাহি কাণ্ডারী, ভাঙা মোর তরী,
আশা নাহি কূলে উঠিবার !
আমি গুণহীন ব'লে কর যদি হেলা
শরণ লইব তবে কার !!
সংসারের এই ঘোর পাথারে
ছিল যারা প্রিয় সাথী,
একে একে তারা ছেড়ে গেল, হায়,
ঘনাইল সেই দুখরাতি।
ধ্রুবতারা হ'য়ে তুমি জ্বালো
অসীম আঁধারে, প্রভু, আশার আলো ;
তোমার করুণা বিনা, হে দীনবন্ধু,
পারের আশা নাহি আর ॥

৪০১

মৃত্যু নাই, নাই দুঃখ, আছে শুধু প্রাণ-
অনন্ত আনন্দ হাসি অফুরান ॥

নিরাশার বিবর হ'তে
আয়রে বাহির পথে,
দেখ্ নিত্য সেথায় আলোকের অভিযান।

ভিতর হ'তে দ্বার বন্ধ ক'রে—
জীবন থাকিতে কে আছিস্ ম'রে।

ঘুমে যারা অচেতন—
দেখে রাতে দুঃস্বপন ;
প্রভাতে ভয়ের নিশি হয় অবসান॥

৪০২

হে মহামৌনী, তব প্রশান্ত গম্ভীর বাণী
শোনাবে কবে।
যুগ যুগ ধরে প্রতীক্ষায় রত আছে জাগি'
ধরণী নীরবে॥

যে বাণী শোনার অনুরাগে
উদার অম্বর জাগে,
অনাহত দিবা-নিশি অন্তর বাজে
ওঙ্কার প্রণবে॥

চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা জ্বলে যে বাণীর শিখায়,
পুষ্পে পর্ণে শত বর্ণে যে বাণীর ইঙ্গিত ভায়

যে অনাদি বাণী সদা শোনে
যোগী ঋষি মুনি জনে জনে
যে বাণী শুনি না কভু শ্রবণে,
বুঝি অনুভবে॥

৪০৩

আমি   কুসুম হয়ে কাঁদি কুঞ্জবনে,
সুন্দর শ্যাম হে।
আমি   মরিতে চাহি ঝরি' তব চরণে ;
সুন্দর শ্যাম হে ॥

মোর   ক্ষণিক এ জীবন নিশিশেষে
প্রিয়   ঝ'রে যাবো গো স্রোতে ভেসে ;
বঁধু   কাছে এসে ছুঁয়ো ভালবেসে,
জাগায়ো প্রেম-মধু গোপন মনে,
সুন্দর শ্যাম হে ॥

তব   সরস পরশ দিও মনোহর,
মোর   এ তনু রঙে রসে পূর্ণ কর ;
আমি   তোমার বুকে রব পরম সুখে,
ঝরিব, প্রিয়, চাহি' তব নয়নে,
সুন্দব শ্যাম হে ॥

মোর   বিদায়-বেলা ঘনায়ে আসে,
মোর   প্রাণ কাঁদে মিলন-পিয়াসে ,
এই   বিরহ মম, ওগো প্রিয়তম,
মিটাবে সে কোন্ শুভ লগনে,
সুন্দর শ্যাম হে ॥

৪০৪

বনমালীর ফুল যোগালি বৃথাই, বনলতা।
বনের ডালায় কুসুম শুকায়, বনমালী কোথা

শুকনো পাতার শুনি' নূপুর
চমকে ওঠে বনের ময়ূর,
রাস নাই আজ নিরাশ ব্রজে গভীর নীরবতা॥

যমুনা-জল উজান বেয়ে
কদম-তলে আসি'
ভাটিতে যায় ফিরে নাহি
শুনে শ্যামের বাঁশী।

তমাল ডালে ঝুলনা আর
গোপী নারীরা বাঁধেনি এবার,
শ্রাবণ এসে কেঁদে শুধায় ঘনশ্যামের কথা॥

৪০৫

ব্রজপুর-চন্দ্র পরম সুন্দর, কিশোর-লীলা-বিলাসী-
সখি গো, আমি তারই চিরদাসী।
অমৃত-রস-ঘন শ্যামল-শোভা, প্রেম-বৃন্দাবন-বাসী-
সখি গো, আমি তারই চিরদাসী॥

চাঁচর চিকুরে শিখী-পাখা যার,
গলে দোলে বন-কুসুম হার,
ললাটে তিলক, কপোলে অলকা
অধরে মৃদু মৃদু হাসি॥

মকর কুন্তল দোলে শ্রবণে,
বোলে মণি-মঞ্জীর রাতুল চরণে,
চির অশান্ত, চপল কান্ত—
বিশ্ব সে রূপ-পিয়াসী॥

যার বক্ষে শ্রীবৎস—কৌস্তুভ শোভে,
করে মুরলী মধুর রবে ;
পীতবসনধারী সেই মাধবে
যেন যুগে যুগে ভালবাসি ॥

৪০৬

মুখে তোমার মধুর হাসি,
হাতে কুটিল ফাঁসি।
সুন্দর চোর, চিনি তোমায়,
তবু ভালবাসি ॥

শত ব্রজে কেঁদে মরে
শত রাধা তোমার তরে,
কত গোকুল ডুবলো অকুল
আঁখির নীরে ভাসি' ॥

কত নারীর মন গেঁথে, নাথ,
পরলে বন-মালা,
যমুনাতে ডুবালে শ্যাম,
কত কুলের বালা।

দেখাও আসল হাত দু'খানি—
করাল গদা-চক্রপাণি,
তব ঐ দুটি হাত ছলনা, নাথ,
বাজাও যে হাতে বাঁশী ॥

৪০৭

শঙ্কর-অঙ্গলীনা যোগমায়া,
শঙ্করী শিবানী।
বালিকা-সম লীলাময়ী,
নীল উৎপল-পানি ॥

সজল কাজল ঝর্ণা,
মুক্ত-বেণী অপর্ণা,
তিমির বিভাবরী স্নিগ্ধ শ্যামা
কালিকা ভবানী ॥

প্রলয় ছন্দময়ী চণ্ডী
শব্দ-নূপুর-চরণা,
শাম্ভবী শিব-সীমন্তিনী
শঙ্করাভরণা ॥

অম্বিকা দুঃখহারিণী,
শরণাগত-তারিণী,
জগদ্ধাত্রী, শান্তিদাত্রী,
প্রসীদ, মা, ঈশানী ॥

৪০৮

শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও, জননী এসেছে দ্বারে।
সপ্ত-সিন্ধু কল্লোল-রোল জেগেছে সপ্ত তারে ॥
জননী এসেছে দ্বারে ॥

সুর সপ্তক তুলেছে তান সপ্ত ঋষির গানে,
সপ্ত স্বর্গে দুন্দুভি ঘোষে সপ্ত গ্রহের টানে,

অন্তরে মোর সপ্ত দোলের নব জাগরণ সাড়ে
জননী এসেছে দ্বারে ॥

সাত-রঙা রবি রামধনু হাতে বরণের বাণ হানে,
সপ্ত কোটি সুসন্তান বিজয়-মাল্য আনে ;
সপ্ত তীর্থ এক সাথ হয় হৃদি-মন্দির দ্বারে ।
জননী এসেছে দ্বারে ॥

৪০৯

শান্ত হও শিব বিরহ-বিহ্বল ।
চন্দ্রলেখায় বাঁধ জটাজূট পিঙ্গল ॥

ত্রি-বেদ যাহার দিব্য ত্রিনয়ন,
শুদ্ধ জ্ঞান যার অঙ্গ-ভূষণ,
সেই ধ্যানী শম্ভু কেন শোক-উতল ॥

হে লীলা-সুন্দর, কোন্ লীলা লাগি'
কাঁদিয়া বেড়াও হ'য়ে বিরহী-বিবাগী ॥

হে তরুণ যোগী, মরি ভয়ে ভয়ে—
কেন এ মায়ার খেলা, মায়াতীত হ'য়ে ;
ল'য় হবে সৃষ্টি তুমি হ'লে চঞ্চল ॥

৪১০

(ওহে) শ্যামো হে শ্যামো, নামো হে নামো,
কদম্ব ডাল ছাইড়ে নামো
তুমি দুপুর রোদে বৃথাই ঘামো
ব্যস্ত রাধা কাজে ।

ললিতা দেবী সলিতা পাকায়,
বিশাখা-ঝুলে হিজল-শাখায়,
বিন্দাদূতী পিন্দ্যা ধুতি
গোষ্ঠে গেছেন তেমার পোষ্টে
সাজিয়া রাখাল সাজে।
চন্দ্রা গেছে অন্ধ্রদেশে
মান্দ্রাজী জাহাজে॥

তুমি ইতিউতি চাও বৃথাই,
কমুনা কোথায় তোমার যমুনা-
কলিকাতা আর ঢাকা রমনার লেকে
পাবে তার নমুনা।

কলেজে ফিরিছে ছিদাম সুদাম
মেরে মালকোচা খুলিয়া বোতাম,
লাঙ্গল ছাড়িয়া বলরাম
ডাম্বেল মুগুর ভাঁজে॥

৪১১

নিঠুর কপট সন্ন্যাসী—ছি ছি,
লাজের নাহিক লেশ।
এক দেশ তুমি জ্বালাইয়া এলে
জ্বালাইতে আর দেশ॥

নীলাচলে এসে রাজ-রাজ হয়ে
নদীয়া গিয়াছ ভুলে,

কত কুলে তুমি কালি দিয়া শেষে
আসিলে সাগর-কূলে।
(ওহে গুণের সাগর আসিলে সাগর-কূলে)
কোন্ কুব্জায় কু বুঝাইয়া—
নদীয়ার চাঁদে আনিল হরিয়া,
কারে কাঁদাইয়া পাপক্ষয় লাগি'
মুড়ালে মাথার কেশ ॥

তোমারে দণ্ড দিল কে, ওহে দণ্ডধারী,
হাতে দণ্ড দিল কে।
কোন্ সে নদীয়া-বাসিনীর লাগি'
যৌবনে তুমি হয়েছ বিবাগী,
নব-যৌবনে বিষ্ণুপ্রিয়া
ধরেছে যোগিনী বেশ ॥

৪১২

আজ বন-উপবনমে চঞ্চল মেরে মন্‌মে
মোহন মুরলীধারী কুঞ্জ কুঞ্জ ফিরে শ্যাম
সুনো মোহন নূপুর গুঁজত হ্যেয়,
বাজে মুরলী বোলে রাধা নাম।
কুঞ্জ কুঞ্জ ফিরে শ্যাম ॥

বোলে বাঁশরী আও শ্যাম-পিয়ারী
ঢুঁড়ত হ্যেয় শ্যাম-বিহারী,
বনবালা সব চঞ্চল ওড়াওয়ে অঞ্চল
কোয়েল সখি গাওয়ে সাথ গুণধাম।
কুঞ্জ কুঞ্জ ফিরে শ্যাম ॥

ফুলকলি ভোলে ঘুংঘট খোলে
পিয়াকে মিলনকি প্রেমকি বোলি বোলে,
পবন পিয়া লেকে সুন্দর সৌরভ
হাঁসত যমুনা সখি দিবস-যাম।
কুঞ্জ কুঞ্জ ফিরে শ্যাম ॥

৪১৩

খেলত বায়ু ফুলবন মে, আও প্রাণ-প্রিয়া।
আও মন মে প্রেম-সাথী আজ রজনী,
গাও প্রাণ-প্রিয়া ॥

মন-বন সে প্রেম মিলি
খেলত হ্যেয় ফুলকলি,
বোলত হায় পিয়া পিয়া।
বাজে মুরলিয়া ॥

মন্দির মে রাজত হ্যেয় পিয়া তব মুরতি,
প্রেম-পূজা লেও পিয়া, আও প্রেম সাথী ॥
চাঁদ হাসে তারা সাথে
আও প্রিয়া প্রেম-রথে,
সুন্দর হ্যেয় প্রেম-রাতি—
আও মোহনিয়া।
আও প্রাণ-প্রিয়া ॥

৪১৪

চক্র সুদর্শন ছোড়কে মোহন
তুম ব্যনে বনওয়ারী।

ছিন লিয়ে হ্যেয় গদা পদম সব
মিল করকে ব্রজনারী।

চার ভুজা আব দো বনায়ে
ছোড়কে বৈকুণ্ঠ ব্রিজ মে আয়ে,
রাস রচায়ে ব্রিজ কে মোহন
ব্যন গয়ে মুরলিধারী ॥

সত্যভামাকো ছোড়কে আয়ে
রাধাপ্যারী সাথমে লায়ে,
বৈতরণী কো ছোড়কে ব্যন গয়ে
যমুনাকে তটচারী ॥

৪১৫

তুম প্রেমকে ঘনশ্যাম
মেয় প্রেম কি শ্যাম-প্যারী
প্রেমকা গান তুমহরে দান
মেয় হুঁ প্রেম-ভিখারী ॥

হৃদয় বিচমে যমুনা-তীরে—
তুমহরি মুরলী বাজে ধীর
নয়ন নীর কি বহত যমুনা
প্রেম সে মাতোয়ারী ॥

যুগ যুগ হোয়ে তুমহরী লীলা
মেরে হৃদয় বনমে,
তুমহরে মোহন-মন্দির পিয়া
মোহত মেরে মনমে।

প্রেম-নদী-নীর নিত বহি যায়
তুম্‌হরে চরণ কো কাঁছি না পায়,
রোয়ে শ্যাম-প্যারী সাথ ব্রিজনারী
আও মুরলীধারী ॥

৪১৬

তব গানের ভাষায় সুরে
বুঝেছি বুঝেছি বুঝেছি।
এতদিনে পেয়েছি তারে
আমি যারে খুঁজেছি ॥

ছিল পাষাণ হ'য়ে গভীর অভিমান,
সহসা এলো আনন্দ-অশ্রুর বান ;
বিরহ-সুন্দর হ'য়ে সে এলো
বন্ধু বলে যা'রে বুঝেছি ॥

তোমার দেওয়া বিদায়ের মালা
যেন প্রাণ পেল প্রিয়,
হয়ে শুভ-দৃষ্টির মিলন-মালিকা
বুকে ফিরে এলো প্রিয়।

যাহারে নিষ্ঠুর বলেছি,
নিশীথে গোপনে সেধেছি ;
নয়নের বারি হাসি দিয়ে মুছেছি।
বুঝেছি বুঝেছি বুঝেছি ॥

৪১৭

তব চরণপ্রান্তে মরণ-বেলায়
শরণ দিও হে প্রিয়।
তুমি মুছায়ে ক্লান্তি ঘুচায়ে শ্রান্তি
(প্রাণে) শান্তি বিছায়ে দিও ॥

বরণের ডালা সাজায়ে, হে স্বামী,
সারাটি জীবন চেয়ে আছি আমি
তুমি নিমেষের তরে মোর দ্বারে থামি'
সে ডালা চরণে নিও ॥

তারপর আছে মোর চিরসাথী
অকুল আঁধার অনন্ত রাতি,
ক্ষোভ নাই, যদি নিভে যায় বাতি-
তুমি এসে জ্বালাইও ॥

যে যাহা চেয়েছে, পেয়েছে সে কবে,
আশা ঝরে যায় নিরাশে নীরবে,
আঘাত-বেদনা, বঁধু, সব স'বে—
(শুধু) একবার দেখা দিও ॥

৪১৮

ধূলি-পিঙ্গল জটাজুট মেলে
আমার প্রলয়-সুন্দর এলে ॥

পথে-পথে ঝরা কুসুম ছড়ায়ে
রিক্ত শাখায় কিশলয় জড়ায়ে
গৈরিক উত্তরী গগনে উড়ায়ে
রুদ্ধ ভবনের দুয়ার ঠেলে ॥

বৈশাখী পূর্ণিমা চাঁদের তিলক
তোমারে পরাব,
মোর অঞ্চল দিয়া তব জটা নিঙাড়িয়া
সুরধ্বনি ঝরাব।

যে-মালা নিলে না আমার ফাগুনে,
জ্বালাব তারে তব রূপের আগুনে;
মরণ দিয়া তব চরণ জড়াব—
হে মোর উদাসীন, যেও না ফেলে ॥

৪১৯

নীপ-শাখে বাঁধো ঝুলনিয়া,
কাজল নয়না শ্যামলিয়া ॥

মেঘ মৃদঙ্গ তালে
শিখী নাচে ডালে-ডালে
মল্লার গান গাহিছে পবন পূরবিয়া ॥

কেতকী-কেশরে কুন্তল করো সুরভি,
পর কদম-মেখলা কটিতটে রূপ গরবী।

নব যৌবন-জল-তরঙ্গে
পায়ে পায়জোর বাজুক রঙ্গে
কাজরী ছন্দে নেচে চল করতালি দিয়া ॥

৪২০

পায়েলা বোলে রিনিঝিনি।
নাচে রূপ-মঞ্জরী শ্রীরাধার সঙ্গিনী

ভাব-বিলাসে
চাঁদের পাশে
ছড়ায়ে তারার ফুল নাচে যেন নিশীথিনী

নাচে উড়ায়ে নীলাম্বরী অঞ্চল,
মৃদু-মৃদু হাসে আনন্দ-রসে
শ্যামল চঞ্চল।

কভু মৃদু-মন্দ,
কভু ঝরে দ্রুত তালে
সুমধুর ছন্দ ॥

বিরহের বেদনা, মিলন-আনন্দ
ফোটায় তনুর ভঙ্গিমাতে
ছন্দ-বিলাসিনী ॥

৪২১

কে এলে গো চপল পায়ে।
নতুন পাতার নূপুর বাজে দখিন বায়ে ॥

ছায়া ঢাকা আমের ডালে চপল আঁখি—
উঠলো ডাকি' বনের পাখি,
নতুন চাঁদের জ্যোছনা মাখি',
সোনাল শাখায় দোল দোলায়ে ॥

সুনীল তোমার ডাগর চোখের দৃষ্টি পিয়ে
সাগর দোলে, আকাশ ওঠে ঝিল্‌মিলিয়ে।

পিয়াল বনে উঠলো বাজি' তোমার বেণু,
ছড়ায় পথে কৃষ্ণচূড়ার পরাগ-রেণু;
ময়ূর পাখা বুলিয়ে চোখে
কে দিলে গো ঘুম ভাঙায়ে॥

৪২২

ওগো তারি তরে মন কাঁদে হায় যায় না যারে পাওয়া
ফুল ফোটে না যে কাননে, কাঁদে দখিন্ হাওয়া॥

যে মায়া-মৃগ পালিয়ে বেড়ায়
কেন এ মন তার পিছে ধায়,
যে দ'লে গেল পায়ে আমায় কেন তাহারি পথ চাওয়া॥

যে আমায় ভুলে হলো সুখী, যায় না তারে ভোলা,
যে ফিরবে না আর, তারি তরে রাখি দুয়ার খোলা।

মৌন পাষাণ যে দেবতা
হেলার ছলে কয় না কথা,—
তারি দেউল-দ্বারে কেন বন্দনা গান গাওয়া।

৪২৩

মেঘবিহীন খর বৈশাখে
তৃষায় কাতর চাতকী ডাকে॥

সমাধি-মগ্না উমা তপতী—
রৌদ্র যেন তার তেজঃজ্যোতি,
ছায়া মাগে ভীতা ক্লান্তা কপোতী
কপোত পাখায় শুষ্ক শাখে॥

শীর্ণা তটিনী বালুচর ছাড়ায়ে
তীর্থে চলে যেন শ্রান্ত পায়ে।

দগ্ধা ধরণী যুক্ত-পাণি
চাহে আষাঢ়ের আশিস্ বাণী,
যাপিয়া নির্জলা একাদশী তিথি
পিপাসিত আকাশ যাচে কাহাকে ॥

৪২৪

অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে।
প্রদীপ শিখা সম কাঁপিছে প্রাণ মম
তোমারে, সুন্দর, বন্দিতে।

তোমার দেবালয়ে, কি সুখে কী জানি,
দুলে দুলে ওঠে আমার এ দেহখানি
আরতি নৃত্যের ভঙ্গিতে ॥

পুলকে বিকশিল প্রেমের শতদল,
গন্ধে-রূপে-রসে করিছে টলমল।

তোমার মুখে চাহি আমার বাণী যত
লুটাইয়া পড়ে ঝরা-ফুলের মত—
তোমার পদতল রঞ্জিতে ॥

৪২৫

আজ আগমনীর আবাহনে
কী সুর উঠেছে বেজে ॥
দোয়েল শ্যামা ডাক দিয়েছে
বরণের এয়ো সেজে ॥

ভরা ভাদরের ভরা নদী
কলকল ছোটে নিরবধি,
সে সুর গীতালি দেয় করতালি,
নাচে তরঙ্গ-দোলনে সে ॥

পূরব দীপক আরতির দীপ
শত ছটা মেঘ-জালে,
দিক্‌বালা তায় আলতা গুলেছে
রক্ত আকাশ-থালে।

ঘাসের বুকেতে শিশির-নীর
ধোয়াবে ও রাঙা চরণ ধীর,
সবুজ আঁচলে মুছে নেবে ব'লে
ধরণী শ্যামলা সেজেছে যে।

৪২৬

আমি গিরিধারী সাথে মিলিতে যাই গো—
সুন্দর সাজে মোরে সাজায়ে দে।
লাখ যুগের পরে শুভ দিন এল
মেহেদি রঙে হাত রাঙায়ে দে ॥

চন্দন-টিপ গলে মালতীর মালা
নয়নে কাজল পরায়ে দে।
অধর রাঙায়ে তাম্বুল রাগে
চরণে আলতা মাখায়ে দে ॥

প্রেম নীল শাড়ী প্রীতির আঙিয়া
অনুরাগ ভূষণে বধূ সাজিয়া
হৃদয়-বাসরে মিলিব দোঁহে—
কুসুমেরই প্রেম সখি বিছায়ে দে।

৪২৭

ওমা তোর চরণে কি ফুল দিলে পূজা হবে বল্
রক্ত-জবা অঞ্জলি মোর হলো যে বিফল ॥

বিশ্বে যাহা আছে মাগো
তাতেও পূজা হবে নাকো,
তাই তো দুখে নয়নে মোর শুধুই আসে জল ॥

মনের কোণে অর্ঘ্য রচি' আঁধার ঘরে একা,
ডাকলে তোরে সকল ভুলে দিবি না তুই দেখা ?

তখন কি মা দুঃখ-হরা
শেষ হবে না অশ্রুধারা,
কি ফুলে তোর পূজা হবে বল্—কেন করিস্ ছল ॥

৪২৮

ওমা দনুজ-দলনী মহাশক্তি,
নমঃ, অনন্ত কল্যাণ-দাত্রী।
পরমেশ্বরী মহিষ-মর্দিনী,
চরাচর-বিশ্ব-বিধাত্রী ॥

সর্বদেব-দেবী তেজোময়ী,
অশিব-অকল্যাণ অসুর-জয়ী,
দশ-ভুজা তুমি মা ভীত-জন-তারিণী,
জননী জগৎ-ধাত্রী ॥

দীনতা ভীরুতা দুখ গ্লানি ঘুচাও,
দলন কর মা লক্ষ দানবে ;
আয়ু দাও, যশ দাও, ধন দাও, মান দাও—
দেবতা কর মা ভীরু মানবে ।

শক্তি-বিভব দাও, দাও মা আলোক,
দুঃখ দারিদ্র্য অপসৃত হোক ;
জীবে জীবে হিংসা, এই সংশয়
দূর হোক, মাগো, দূর হোক্—
পোহায়ে দাও মা দুখ-রাত্রি ॥

৪২৯

ওরে গো-রাখা রাখাল,
তুই কোথা হতে এলি রে।
আষাঢ় মাসের মেঘের বরণ
কেমন করে পেলি রে ॥

কে দিয়েছে আলতা মেখে পায়,
চলতে গেলে নূপুর বেজে যায় রে ;
নূপুর বেজে যায় ;
তোর আতুল গায়ে বাঁধা কেন
গাঁদা রঙের চেলি রে ॥

তোর ঢলঢলে দুই চোখ যেন
নীল শালুকের কুঁড়ি রে,
তোকে দেখে কেন হাসে যত
গয়লা পাড়ার ছুঁড়ী রে।
তোর গলার মালার গন্ধে আমার মন
গুন্‌গুনিয়ে বেড়ায় রে
মৌমাছি যেমন ;
মোর ঘর-সংসার ভুলালি
কোন্ মায়াতে ছলি' রে ॥

৪৩০

ওরে মথুরাবাসিনী, মোরে বল—
কোথায় রাধার প্রাণ,
ব্রজের শ্যামল ॥

আজো রাজসভা মাঝে
সে রাজে কি রাখাল সাজে,
আজো তার বাঁশী শুনে
যমুনারি জল
হয় কি উতল ?

পায়ে কি নূপুর পরে,
শিরে ময়ূর পাখা,
আছে শ্রীমুখে কি
অলকা-তিলক আঁকা ?
'রাধা রাধা' বলে কি গো
কাঁদে সেই মায়ামৃগ ;
নারায়ণ হয়েছে যে
তোদের মথুরা এসে
মোদের চপল ॥

৪৩১

জাগো অরুণ-ভৈরব,
জাগো হে শিব ধ্যানী।
শোনাও তিমির-ভীত-বিশ্বে
নব দিনের বাণী ॥

তোমার তপঃতেজে, হে শিব,
দগ্ধ বুঝি হয় ত্রিদিব ;
শরণাগত চরণে তব
হের নিখিল প্রাণী ॥

ধ্যান হোক ভঙ্গ তব
শক্তি লয়ে সঙ্গে,
সৃষ্টির আনন্দে, হর,
লীলা কর রঙ্গে।

ললাটের বহ্নি ঢাকো,
শশী-লেখার তিলক আঁকো ;
ফণি হোক মণিহার
হে পিনাক-পাণি

৪৩২

ভগবান শিব, জাগো জাগো,
ছাড়িয়া গেছেন দেবী শিবানী সতী।
শান্তিহীন আজি সৃষ্টি
চন্দ্র-সূর্য-তারা হীন-জ্যোতি ॥

হে শিব, সতীহারা হয়ে নিষ্প্রাণ
ভূ-ভারত হইয়াছে শবের শ্মশান ;
কোলে ল'য়ে প্রাণহীন জড় সন্তান
শিব-নাম জপে ধরা অশ্রুমতী ॥

৪৩৩

মোর বেদনার কারাগারে জাগো, জাগো,
বেদনাহারী হে মুরারী।
অসীম দুঃখ-ঘেরা কৃষ্ণ তিথিতে—
এস হে কৃষ্ণ গিরিধারী॥

ব্যথিত এ চিত্ত দেবকীর সম
মূর্ছিত পাষাণের ভারে,
ডাকে প্রাণ-যাদব, এসো এসো মাধব,
উথলিছে প্রেম আঁখিবারি॥

হৃদয়-ব্রজে ভক্তি-প্রীতি গোপী
জাগিয়া আছে আশায়,
কদম্ব ফুল সম উঠিছে শিহরি'
প্রেম মম শ্যাম বরষায়।

ওগো বন্‌শীওয়ালা, তব না-শোনা বাঁশী
শোনে অনুরাগ রাধা প্রণয়-পিয়াসী;
গোপন ধ্যানের মধুবনে তব নূপুর
শুনি, হে কিশোর বনচারী॥

৪৩৪

সজল কাজল শ্যামল এসো
তমাল কানন ঘেরি-
কদম তমাল কানন ঘেরি।
মনের ময়ূর কলাপ মেলিয়া
নাচুক তোমারে হেরি'॥

ফোটাও নীরস চিত্তে সরস মেঘমায়া,
আনো তৃষিত নয়নে মেঘল ছায়া;
বাজাও কিশোর বাঁশের বাঁশরী
ব্যাকুল বিরহেরি ॥

দাও পদরজঃ হে ব্রজ-বিহারী
মনের ব্রজধামে,
রুমু ঝুমু ঝুমু বাজুক নূপুর চরণ ঘেরি'

৪৩৫

কাহারি তরে কেন ডাকে
পিয়া পিয়া পাপিয়া।
বঁধু বুঝি পরদেশে
(হায়) আছে ভুলিয়া ॥

বুঝিবা আসিবে ব'লে
ওগো প্রিয়া তারই গেছে চলে,
নিঠুর শ্যামেরই সম
পদে দলিয়া ॥

৪৩৬

কিশোরী, মিলন-বাঁশরী
শোন বাজায় রহি' রহি'
বনের বিরহী—
লাজ, বিসরি' চল জলকে ॥

তার বাঁশরী শুনি' কথার কুহু
ডেকে ওঠে কুহু কুহু মুহু মুহু,
রস যমুনা নীর হ'ল অধীর,
রহেনা থির—
ও তার দু'কূল ছাপায়ে
তরঙ্গ দল ওঠে ছল্‌কে ॥

কেন লো চম্‌কে দাঁড়ালি থম্‌কে,
পেলি দেখতে কি তোর প্রিয়তমকে ;-
পেয়ে তারি কি দেখা নাচিছে কেকা,
হ'ল উতলা মৃগ কি দেখে চপল্‌কে ॥

৪৩৭

কে গো গানে গানে হিয়া ভরালে
নিরাশা ভুলায়ে আশা ধরালে ॥

বল বল মোরে কেন এমন করে
পলকে পুলকে আঁখি ঝরালে ॥

৪৩৮

পূবালী পবনে বাঁশী বাজে রহি' রহি' ।
ভবনের বধূরে ডাকে বনের বিরহী ॥

রতন হিন্দোলা নীপ-ডালে বাঁধা ॥
দোলে দোলে, বলে যেন 'রাধা রাধা' ।
দুরু দুরু বুকে বাজে গুরু গুরু দেয়া,
কেয়াফুল আনে সোম-সুগন্ধ বহি' ॥

চোখে মাখি' সজল কাজলের ছলনা
অভিসারিকার সাজে সাজে গোপ-ললনা।

বৃষ্টির টিপ ফেলে ননদীর নয়নে
কদম-কুঞ্জে চলে গোপন চরণে।
মিলন বিরহ শোক তারি বুকে
কাঁদে 'রাধা-শ্যাম রাধা শ্যাম' কহি'॥

৪৩৯

প্রথম প্রদীপ জ্বালো
মম ভবনে, হে আয়ুষ্মতী!
আঁধার ঘিরে আশার আলো
আসুক তোমার দিনের জ্যোতি॥

হেরিয়া তোমার আঁখির আলোক
বিষাদিত সাঁঝ পুলকিত হোক;
যেন দূরে যায় সব দুখ শোক,
তব শাঁখ রব শুনি হে সতী॥

কাঁকন-ভরা তব শুভ কর
মুখর করুক এ নীরব ঘর,
এ গৃহে আনুক বিধাতার বর
তোমার মধুর প্রেম-আরতি॥

৪৪০

আমি বাঁধন যত খুলিতে চাই
জড়িয়ে পড়ি তত
শুভ দিন এলো না, দিনে দিনে
দিন হলো হায় গত॥

শত দুঃখ অভাব নিয়ে
জগৎ আছে জাল বিছিয়ে,
অসহায় এ পরান কাঁদে
জালে মীনের মত ॥

বোঝা যত কমাতে চাই
ততই বাড়ে বোঝা,
শান্তি কবে পাব, কবে
চলব হয়ে সোজা।

দাও বলে হে জগৎ-স্বামী
মুক্তি কবে পাব আমি,
কবে উঠবে ফুটে জীবন আমার
ভোরের ফুলের মত ॥

৪৪১

আমি রবি-ফুলের ভ্রমর।
তার আলোক মধু পিয়ে আমি
আলোর মধুপ অমর ॥

ঐ শ্বেত শতদল ফুটলো যেদিন
গভীর গগন নীল সায়রে,
তার আলোর শিখা আকাশ ছেপে
ছড়িয়ে গেল বিশ্ব 'পরে—
স্তরে স্তরে,
সেই বহ্নি-দলের পরাগ রেণু
আমিই যেন প্রথম পেনু—
প্রথম পেনু গো,

তাই বাহির পানে ধেয়ে এনু
গেয়ে আকুল স্বরে
আজ জাগো জগৎ! ঘুম টুটেছে
বিশ্বে নিবিড় তমোর ॥
তার জাগরণীর অরুণ কিরণ—
গন্ধ যেদিন নিশি শেষে
এই অন্ধ জগৎ জাগিয়ে গেল
আকাশ পথের হাওয়ায় ভেসে—
হঠাৎ এসে,
আমি ঘুম চোখে মোর পেনু আভাস,
ঘরের বাহির করা সে বাস
ভাঙলে আবাস মোর।
তাই কুজন-বেণু বাজিয়ে চলি
আলোর দেশের শেষে
যথা সহস্রদল কমল-আনন
জাগছে প্রিয়তমর ॥
যেন শ্বেত-সরোজ-সরোদ বাঁধা
সপ্ত সুরের রঙীন তারে-
রচছে সুরের ইন্দ্রধনু
গগন-সীমার তোরণ-দ্বারে—
তমোর পারে ;
তা'র সে সুর বাজি' আমার পাখায়
গগন-গহন শাখায় শাখায়
তারায় কাঁপায় গো।
জাগে ঐ কমলে পরশ প্রিয়ার
চরণ নিরুপমর ॥

৪৪২

কাণ্ডারী গো, কর কর পার
এই অকুল ভব-পারাবার।
তোমার চরণ-তরী বিনা প্রভু
পারের আশা নাহি আব ॥

পাপেব তাপের ঝড় তুফানে
শান্তি নাহি আমার প্রাণে,
আমি যেদিকে চাই দেখি কেবল
নিবাশাবই অন্ধকাব ॥

দিন থাকিতে আমার মত
কেউ নাহি সম্ভাষি,
দিন ফুরালে খাটে শুয়ে
এই ঘাটে সবাই আসি।

লয়ে তোমার নামের কড়ি
সাধু পেল চরণ-তরী
সে-কড়ি নাই যে কাঙালেব
হও হে দীনবন্ধু তাব ॥

৪৪৩

গোঠের রাখাল, বলে দে রে
কোথায় বৃন্দাবন।
যেথায় রাখাল রাজা গোপাল আমার
খেলে অনুক্ষণ ॥

যেথা দিনে রাতে নিরালাতে
চাঁদ হাসেরে চাঁদের সাথে,
যার পথের ধূলায় ছড়িয়ে আছে
কেবলই চন্দন ॥

যেথা কৃষ্ণ নামের ঢেউ ওঠে রে
সুনীল যমুনায়,
যার তমাল বনে আজো মধুর
নূপুর শোনা যায়।
আজো যাহার কদম ডালে
বেণু বাজে সাঁঝ-সকালে,
নিত্য লীলা করে যেথায়
মদন-মোহন ॥

৪৪৪

জাগো জাগো দেব-লোক।
এল স্বর্গে কি মৃত্যুর ভয় দুখ-শোক ॥

সাত সাগরের গড়খাই পার হ'য়ে ঐ
এসে পিশাচ প্রেতের দল নাচে থৈ থৈ,
জাগো সুর-ধীর দেব-বালা মাভৈঃ মাভৈঃ,
নব মন্ত্র-পূত নব-জাগরণ হোক ॥

ওরা আনিয়াছে পাতালের ভীতি মারীভয়,
মোরা ভয়ে শুধু পরাজিত, শক্তিতে নয়;
ওঠ ওঠ বীর উন্নত-শির দুর্জয়,
ভেদি' কুয়াশা মায়ার, আনো আশার আলোক ॥

৪৪৫

তোমার   কালো রূপে যাক না ডুবে
সকল কালো মম,
হে কৃষ্ণ প্রিয়তম—
নীল   সাগর জলে হারিয়ে যাওয়া
নদীর জলের সম ॥

কৃষ্ণ   নয়নতারায় যেমন
আলোকিত হেরি ভুবন,
তেমনি কাল রূপের জ্যোতি
দেখাও নিরুপম ॥

যাক্   মিশে আমার পাপ-গোধূলি
তোমার নীলাকাশে,
মোর   কামনা যাক্ ধুয়ে তোমার
রূপের শ্রাবণ মাসে।

তোমায় আমায় মিলন থাকুক
যেমন   নীল সলিলে সুনীল শালুক,
তুমি   জড়িয়ে থাক আমার হিয়ায়
গানের সুরের সম ॥

৪৪৬

তোর   নাম গানেরই দীপক রাগে
ধূপের মতন জ্বাল মোরে (মা)।
নামের মন্ত্র নিতে নিতে
শোধন হব গহন চিতে,
পরান-পাখি চরণ পাবে,
দেহ আমার থাকবে প'ড়ে (মা)

রক্ত হোক মা রক্তজবা,
দেহ আমার কোষাকুষি
অশ্রু হবে গঙ্গোদক মা—
সেই পূজাতে হও মা খুশী।

রসনা হোক্ মা নামাবলী,
দেহ আমার পূজার বলী,
ঐ নাম-অনলে যেন পুড়ি
চল্‌বো যখন যাত্রা ক'রে (মা) ॥

৪৪৭

নমো নমো নমঃ হিম-গিরি সুতা
দেবতা-মানস-কন্যা।
স্বর্গ হইতে নামিয়া ধূলায়
মর্ত্যে করিলে ধন্যা॥

আছাড়ি পড়িছ ভীষণ রঙ্গে
চূর্ণি পাষাণ ভীম তরঙ্গে,
কাঁপিছে ধরণী ভ্রূকুটি ভঙ্গে,
ভুজগ-কুটিল বন্যা॥

কুলে কুলে তব কন্যা কমলা
শস্যে কুসুমে হাসিছে অচলা,
বন্দিছে পদ শ্যাম-চঞ্চলা
ধরণী ঘোরা অরণ্যা॥

৪৪৮

নিশি-কাজল শ্যামা, আয় মা নিশীথ রাতে।
যেমন কালো বাদল নামে নীল আকাশের নয়নপাতে ॥
কুল-কুণ্ডলিনী রূপে ওঠ মা জেগে চুপে চুপে,
মা ছেলেতে যাব মা চল্ ভোলানাথের ঘুম ভাঙাতে ॥

তোর বরাভয় রূপ দেখায়ে দূর কর মা আঁধার ভীতি,
কৃষ্ণা চতুর্দশীতে মা দেখা পূর্ণ চাঁদের জ্যোতি ॥
পাতার কোলে কুঁড়ি সম মাগো হৃদয়-কমল মম—
তোর চরণ-অরুণ দেখার আশায় রাত্রি জাগে রাতের সাথে ॥

৪৪৯

বাঁশী বাজায় কে কদমতলায় ওগো ললিতে।
শুনে সরেনা পা পথ চলিতে ॥

তার বাঁশীর ধ্বনি যেন ঝু'রে ঝু'রে
আমারে খোঁজে লো ভুবন ঘুরে,
তার মনের বেদন শত সুরে-সুরে
ও সে কী যেন চায় কে মোরে বলিতে ॥

আছে গোকুল নগরে আরো কত নারী—
কত রূপবতী বৃন্দাবন-কুমারী,
কেন আমারই নাম ল'য়ে বংশীধারী
আসে মিছিমিছি মোরে ছলিতে।

সখী নির্মল কুলে মোর কৃষ্ণ কালী
কেন লাগালে কালিয়া বনমালী,
আমার বুকে দিল তুষের আগুন জ্বালি—
আরো কত জনম যাবে জ্বলিতে ॥

৪৫০

যুগ যুগ ধরি' লোকে লোকে মোর
প্রভুরে খুঁজিয়া বেড়াই।
সংসারে গেহে প্রীতি ও স্নেহে
আমার স্বামী বিনে নাই সুখ নাই ॥

তার চরণ পাবার আশা লয়ে মনে
ফুটিলাম ফুল হয়ে কতবার বনে,
পাখা হয়ে তারি নাম
শতবার গাহিলাম,
তবু হায় কভু তার দেখা নাহি পাই ॥

গ্রহ তারা হয়ে খুঁজেছি আকাশে,
দিকে দিকে ছুটেছি মিশিয়া বাতাসে,
পর্বত হয়ে নাম কোটি যুগ ধেয়ালাম,
নদী হয়ে কাঁদিলাম খুঁজিয়া বৃথাই ॥

ধরা দিই দিই ক'রে
সহসা সে যায় স'রে,
যত নাহি পাই তত তাঁহারে ধেয়াই ॥

৪৫১

ঝুলন ঝুলায়ে ঝাউ ঝক ঝোরে,
দেখো সখি চম্পা লচকে,
বাদরা গরজে দামিনী দমকে ॥

আও ব্রজকি কোঙারী ওড়ে নীল শাড়ী,
নীল কমল-কলিকে পহনে ঝুমকে ॥

ঝাররে ধান কি লও মে হো বালি,
ওড়নী রাঙাও সতরঙ্গী আলি,
ঝুলা ঝুলো ডালি ডালি,
আও প্রেম কোঙারী মন ভাও,
প্যারে প্যারে সুরমে শাওনী সুনাও।

রিমঝিম রিমঝিম পড়ত কোয়ারেঁ,
সুন্ পিয়া পিয়া কহে মুরলী পুকারে,
ওহি বোলি সে হিরদয় খটকে ॥

৪৫২

ঝুলে কদমকে ডারকে ঝুলনা পে কিশোরী কিশোর,
দেখে দোউ এক এককে মুখকো চন্দ্রমা চকোর—
যেয়সে চন্দ্রমা চকোর হোকে প্রেম নেশা বিভোর ॥

মেঘ মৃদং বাজে ওহি ঝুলনাকে ছন্দ্ মে,
রিমঝিম বাদর বরসে আনন্দ মে,
দেখনে যুগল শ্রীমুখ চন্দ্ কো
গগন ঘেরি আয়ে ঘনঘটা ঘোর ॥

নব নীর বরসনে কো চাতকিনী চায়,
ওয়সে গোপী ঘনশ্যাম দেখ তৃষ্ণা মিটায়,
সব দেবদেবী বন্দনা গীত গায়,
ঝরে বরষামে ত্রিভুবন কি আনন্দাশ্রুলোর ॥

৪৫৩

প্রেম নগরকা ঠিকানা করলে
প্রেমনগর কা ঠিকানা।
ছোড় করিয়ে দোদিন কা ঘর
ওহি রাহপে জানা॥

দুনিয়া দওলত হ্যায় সব মায়া,
সুখ দুখ হ্যায় দো জগৎ কা কায়া,
দুখকো তু গলে লাগালে—
আগে না পছ্‌তানা॥

আতি হ্যায় যব রাত আঁধারি—
ছোড় তুম মায়া বন্ধন ভারি,
প্রেম নগর কি কর্‌ তৈয়ারী,
আয়া হ্যায় পরোয়ানা।

৪৫৪

সোওত জাগত আঁঠু জান রাহত প্রভু
মন মে তুমহারে ধ্যান।
রাত আঁধেরি সে চাঁদ সমান প্রভু
উজ্জ্বল কর মেরা প্রাণ॥

এক সুর বোলে ঝিওর সারি রাত—
এ্যায় সে হি জপতুহু তেরা নাম হে নাথ,
রুম রুম মে রম রহো মেরে
এক তুমহারা গান॥

গয়ি বন্ধু কুটুম স্বজন—
ত্যজ দিনু ম্যায় তুমহারে কারণ,
তুম হো মেরে প্রাণ আধারণ,
দামী তুমহারি জ্ঞান ॥

৪৫৫

আমি হব মাটির বুকে ফুল।
প্রভাত বেলায় হয়তো পাব
তোমার চরণ-মূল ॥

ঠাঁই পাব গো তোমার থালায়,
রইব তোমার গলার মালায়,
সুগন্ধ মোর মিশবে হাওয়ায়
আনন্দ আকুল ॥

আমার রঙে রঙীন হবে বন,
পাখির কণ্ঠে আনব আমি
গানের হরষণ।

নাই যদি নাও তোমার গলে—
তোমার পূজা বেদীর তলে
শুকাব গো সেই হবে মোর
মরণ অতুল ॥

৪৫৬

এস চির জনমের সাথী।
তোমারে খুঁজেছি সুদূর আকাশে
জ্বালায়ে চাঁদের বাতি ॥

খুঁজেছি প্রভাতে গোধূলি লগনে,
মেঘ হয়ে আমি খুঁজেছি গগনে,
ঢেকেছে ধরণী আমার কাঁদনে
অসীম তিমির রাতি ॥

ফুল হয়ে আছে লতায় জড়ায়ে
মোর অশ্রুর স্মৃতি,
বেণুবনে বাজে বাদল নিশীথে
আমার করুণ গীতি।

শত জনমের মুকুল ঝরায়ে
ধরা দিতে এলে আজি মধু বায়ে,
ব'সে আছি আশা-বকুলের ছায়ে
বরণের মালা গাঁথি ॥

৪৫৭

এস হে সজল শ্যাম ঘন দেয়া।
বেণু কুঞ্জ ছায়া এস তাল তমাল বনে,
এস শ্যামল ফুটাইয়া যুঁথী কুন্দ নীপ কেয়া

বারিধারে এস চারিধার ভাসায়ে
বিদ্যুৎ ইঙ্গিতে দশদিক হাসায়ে
বিরহী মনের জ্বালায়ে আশা-আলেয়া।
ঘন দেয়া মোহনীয়া শ্যাম পিয়া ॥

শ্রাবণ বরিষণ হরষণ ঘনায়ে
এস নবঘন শ্যাম নূপুর শুনায়ে।
হিজল তমাল ডালে ঝুলন ঝুলায়ে,

তাপিতা ধরার চোখে অঞ্জন বুলায়ে,
যমুনা স্রোতে ভাসায়ে প্রেমের খেয়া।
ঘন দেয়া মোহনীয়া শ্যাম পিয়া ॥

৪৫৮

ও বাঁশের বাঁশীরে,
বারে বারে নদীর পাড়ে
ও সে কেঁদে কেঁদে ডাকে আমায় রাতের আঁধারে ॥
সই বন্ধুরে মোর আয় লো দিয়ে
আমার গলার মালা নিয়ে,
আমি পেয়েছি তার বাঁশীখানি বলিস্ লো তারে ॥

সই এ জনমে মিটলো না সাধ
হলেম না তার দাসী,
বলিস্ তারে আর জনমে
হই যেন তার বাঁশী।

গহীন রাতে মুখে মুখে
কাঁদব দু'জন মনের দুখে,
এবার মনের আশা ধুয়ে গেল নয়ন ধারে ॥

৪৫৯

ওকে টলে টলে চলে একেলা গোরী।
নব যৌবনা নীল বসনা কাঁখে গাগরী ॥

মদির মন্দ বায় অঞ্চল দোলে,
খোঁপা খুলে দোলে আকুল কবরী ॥

তারে ছল ছল ডাকে দূরে ডাকে নদী,
তারি নাম জপে পাপিয়া নিরবধি,
ডাকে বনের কিশোর বাজায়ে বাঁশরী॥

৪৬০

ওরে বেভুল—
তবু ভাঙলো না তোর ভুল ;
ভাঙলো যে তোর আশার প্রসাদ
ভাঙলো প্রেম-পুতুল ॥

দূর আকাশের সোনার চাঁদে
চাইলি পেতে বাহুর ফাঁদে,
আজ হতাশায় পরান কাঁদে
বৃথাই হ'স ব্যাকুল ॥
সাধ ক'রে তুই পরলি গলে
প্রেম ফুলের মালা,
ফুল সে তো নয় কাঁটা শুধু—
দেয় সে দহন-জ্বালা ॥
আলেয়ার ঐ আলোর পিছে
ঘুরে ঘুরে মরলি মিছে,
সাগরে তুই ভাসলি নিজে—
কোথায় পাবি কুল ॥

৪৬১

কানন পারে মুরলী ধ্বনি শুনি।
মনের তারে তারি বাজে রাগিণী ॥

সুরের মদিরা পিয়া
বিভোর অবশ হিয়া,
ভাসাই অকূল পানে হৃদি-তরণী ॥

৪৬২

ঝর্ঝর নির্ঝর ধারা বহে পাহাড়ী পথে
যেন বনদেবীর বীণা বাজে ভোর আলোতে ॥
ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি প্রভাতী তারা
শোনে সেই জল ছল ছল সুর তন্দ্রাহারা,
গলে পড়ে আনন্দে তুষার ধারা গিরি শিখর হতে ॥

রঙীন প্রজাপতি অলস মনে
হালকা পাখায় ফেরে দোপাটি বনে ;
শোনে মঞ্জীর বন লক্ষ্মীর,
কঙ্কন চুড়ি বাজে নুড়ির তালে,
পাষাণ-জাগানো ঝর্ণা স্রোতে ॥

৪৬৩

ঢল ঢল নয়নে
স্বপনের ছায়া গো।
কোন্ অমরার
কোন্ মায়া গো ॥
মনের বনের পারে
চকিতে দেখেছি যারে—
সে এলো কি আজ
ধরি কায়া গো ॥

৪৬৪

তুমি কেন এলে পথে।
ঝরা মল্লিকা জড়াইতেছিনু
একাকিনী নদী স্রোতে॥

কলসী আমার অলস খেলায়
ধীর তরঙ্গে যদি ভেসে যায়,
তীরে সে কলসী তুলে আনো তুমি
কেন নদীজল হতে॥

আমার নিরালা বনে
আমি গাঁথি হার, তুমি গান গাহি'
ধ্যান ভাঙো অকারণে।

আমি মুখ হেরি আরশীতে একা
তুমি সে মুকুরে কেন দাও দেখা,
বাতায়নে চাহি' তুমি কেন হাসো
আসিয়া চাঁদের রথে॥

৪৬৫

থৈ থৈ জলে ডুবে গেছে পথ,
এসো এসো পথভোলা।
সবাই দুয়ার বন্ধ করেছে,
আমার দুয়ার খোলা॥

সৃষ্টি ডুবায়ে ঝরুক বৃষ্টি,
ঘন মেঘে ঢাকা সবার দৃষ্টি,

ভুলিয়া ভুবন তুলিব দু'জন
গাহি প্রেম হিন্দোলা ॥

সব পথ যবে হারাইয়া যায়
দুর্দিনে মেঘে ঝড়ে—
কোন্ পথে এসে সহসা সেদিন
দোল মোরে বুকে ধ'রে।

নিরাশা তিমিরে ঢাকা দশদিশি,
এলো যদি আজ মিলনের নিশি—
আশার ঝুলনা বাঁধিয়া শ্রী হরি,
দাও দাও মোরে দোলা ॥

৪৬৬

পোহাল পোহাল নিশি
খোল গো আঁখি।
কুঞ্জ-দুয়ারে তব
ডাকিছে পাখি ॥

ঐ বংশী বাজে দূরে
শোন ঘুম ভাঙানো সুরে,
খুলি দ্বার বঁধুরে
লহ গো ডাকি ॥

৪৬৭

প্রাণে তোমার প্রাণ মিলিয়ে সই।
প্রাণে প্রাণে প্রাণের টানে
প্রাণের কথা কই ॥

আঁখি নটির নাচ দেখে তোর
ময়ুর নাচে গো,
তুলাল চাঁপার আতর মেখে
কোকিল ডাকে ঐ ॥

হৃদয় আমার হারিয়ে গেছে
তোমার কাছে গো
প'রে মোহন বাহুর বাঁধন
বন্দী হয়ে রই ॥

৪৬৮

বাঁকা ছুরির মতন বেঁকে
উঠলো যে তোর আঁখি রে।
ও বেদের তুলাল আমার সাথে
সাপ খেলাবি নাকি রে ॥

ও তোর জোড়া ভুরুর ধনুক
আমি চিনি,
পাখি আমি নই বেদিয়া,
আমি সে সাপিনী ॥
ভয় করিনা বাঁশীকে রে,
ডর লাগে তোর হাসিকে রে ;
ও তোর মনের ঝাঁপি খোলা পেলে
সেথায় গিয়ে থাকি রে ॥

৪৬৯

বাঁশীতে সুর শুনিয়ে নূপুর রুনঝুনিয়ে
এলে আজি বাদল প্রাতে।
কদম কেশর ঝুরে পুলকে তোমারই পায়ে,
তমাল বিছায় ছায়া শ্যামল আঁচল গায়ে,
অলকার পথ বাহি' আসিলে মেঘের নায়ে,
নাচের তালে বাজিয়া ওঠে চুড়ি কাঁকন হাতে ॥

ধানী রঙের শাড়ী ফিরোজা রঙ উত্তরীয়
পরেছি এ শ্রাবণ দোলাতে দুলিতে, প্রিয়!
কেশের কমল-কলি বনমালী তুলিয়া আদরে
চাঁচর চিকুরে আপনি পরিও,
তোমার রূপের কাজল পরাইও আমার আঁখিপাতে ॥

৪৭০

যে পাষাণ হানি' বারে বারে তুমি
আঘাত করেছ স্বামী;
সে পাষাণ দিয়ে তোমার পূজায়
এ মিনতি রাখি আমি ॥

যে আগুন দিলে দহিতে আমারে
হে রাজ, নিভিতে দিইনি তাহারে,
আরতি প্রদীপ হয়ে তারি বিভা
বুকে জ্বলে দিবা যামী ॥

তুমি যাহা দাও, প্রিয়তম মোর,
তাহা কি ফেলিতে পারি

তাই নিয়ে তব অভিষেক করি
নয়নে দিলে যে বারি।

ভুলিয়াও মনে কর না যাহারে
হে নাথ, বেদনা দাও না তাহারে ;
ভুলিতে পারো না মোরে, ব্যথা দেওয়া ছলে
তাই নিচে আস নামি' ॥

৪৭১

যৌবনে যোগিনী, আর কতকাল র'বি
অভিমানিনী।
ফিরে ফিরে গেল কেঁদে মধু-যামিনী ॥

ল'য়ে ফুলডালি এল বনমালি,
জ্বালিল আকাশ তারার দীপালি,
ভাঙিল না ধ্যান মন্দির-বাসিনী ॥

৪৭২

রুমঝুম ঝুম বাদল নূপুর বোলে।
তমাল-বরণী কে নাচে গগন-কোলে ॥

তার অঙ্গের লাবণী যেন ঝরে অবিরল
হয়ে শীতল মেঘলামতীর ধারাজল ;
তার কদম ফুলের পীত উত্তরীয়
পূব হাওয়াতে দোলে।

বিজলী ঝিলিকে কার বনমালা
অভাসে জাগ,
বনকুন্তলা ধরা হ'ল শ্যাম মনোহরা
কাহারই অনুরাগে।

তোরে হেরি পাপিয়া পিয়া পিয়া কহে,
সাগর কাঁদে, নদীজল বহে
ময়ুর-ময়ূরী বনশবরী
নাচে ট'লে ট'লে।

৪৭৩

সবার দেবতা তুমি, আমার প্রিয়—
এই শুধু জেনেছি মনে।
তাই আমার মাটির ঘরে তোমারে ডাকি—
তুমি আমি রব দু'জনে॥

দেবতা হে, মন্দির মাঝে
কহিতে না পারি কিছু লাজে,
কবে আমার মনের কথা শোনাব তোমায়
নিরালায় প্রেম-কুজনে॥
মোর পূজার থালিকা হ'তে নিয়েছ পূজা,
ভুলে গেছ পূজারিণীরে;
তব দেউল-দুয়ার হতে শূন্য হাতে
বারে বারে এসেছি ফিরে।

বল বল মোর প্রিয় বেশে
আমারে চাহিবে কবে এসে;

কবে তোমার নয়ন দু'টি মিলাবে প্রিয়
ভালবেসে মোর নয়নে

৪৭৪

স্বপন-বিলাসে চাঁদ যবে হাসে
কুমুদ ফোটে দীঘিতে।
সেই আধোরাতে নয়ন পাতে
ঘুম হয়ে এসো নিভৃতে

আমার অন্তর মাঝে
যেন তব বাঁশরী বাজে,
মম দেহ-বীণার ঝঙ্কার শুনিও
গভীর নিবিড় চিতে॥

সে বিফল মালা শুকায় নিরালা
বাতায়ন-লগ্ন,
পরশ করো এসে রহিব যবে আমি
ঘুমে নিমগ্ন।

শিশিরের মানিক তুলে
যখন এ হার মুকুলে
হে সুদূর পথিক, এসো পথ ভুলে
নীরব সে নিশীথে॥

৪৭৫

হয়ত আমার বৃথা আশা,
তুমি ফিরে আসবে না।

আশার তরী ডুববে কূলে,
দুঃখের স্রোতে ভাসবে না ॥

হয়ত তুমি এমনি ক'রে
পথ চাওয়াবে জনম ভ'রে,
রইবে দূরে চিরতরে,
সামনে এসে হাসবে না ॥

কামনা মোর রইল মনে,
রূপ ধ'রে তা উঠ্‌ল না ;
বারে বারে ঝরল মুকুল,
ফুল হয়ে তা ফুটল না ।

অবুঝ এ প্রাণ তবু কেন
তোমার ধ্যানে বিভোর হেন,
তুমি চির চপল নিঠুর—
জানি, ভাল বাসবে না ॥

৪৭৬

আমি কুল ছেড়ে চলিলাম ভেসে—
সই বলিস ননদীরে—
শ্রীকৃষ্ণ নামের তরণীতে
প্রেম যমুনার তীরে ॥

সংসারে মোর মন ছিল না
তবু মানের দায়ে
আমি ঘর করেছি সংসারেরই
শিকল বেঁধে পায়ে ;

শিকলি-কাটা পাখি কি আর
পিঞ্জরে সই ফিরে ॥

বলিস্ গিয়ে—কৃষ্ণ নামের
কলসী বেঁধে গলে
ডুবেছে রাই কলঙ্কিনী
কালিদহের জলে।

কলঙ্কেরই পাল তুলে সই
চল্লেম অকুল পানে—
নদী কি সই থাকতে পারে
সাগর যখন টানে!
রেখে গেলাম এই গোকুলে
কুলের বৌ-ঝিরে ॥

৪৭৭

আমি বাউল হলাম ধূলির পথে
ল'য়ে আমার নাম।
আমার একতারাতে বাজে শুধু
তোমারই গান, শ্যাম ॥

নিভিয়ে এলাম ঘরের বাতি,
এখন তুমি সাথের সাথী;
আমি যেখানে যাই সেই সে এখন
আমার ব্রজধাম ॥

আমি আনন্দ লহরী বাজাই
নূপুর বেঁধে পায়ে,

শ্রান্ত হলে জুড়াই তনু
বংশী-বটের ছায়ে।

ভাবনা আমার তুমি নিলে,
আমায় ভিক্ষা-পাত্র দিলে ;
কখন তুমি আমার হবে,
পুরবে মনস্কাম ॥

৪৭৮

ওরে নীল-যমুনার জল বল্‌রে, মোরে বল্‌
কোথায় ঘন-শ্যাম আমার কৃষ্ণ-ঘন-শ্যাম।
আমি বহু আশায় বুক বেঁধে যে এলাম ব্রজধাম ॥

তোর কোন্‌ কুলে কোন্‌ বনের মাঝে
আমার কানুর বেণুবাজে,
আমি কোথায় গেলে শুনতে পাবো 'রাধা' 'রাধা' নাম ॥

আমি শুধাই ব্রজের ঘরে ঘরে—কৃষ্ণ কোথায় বল্‌,
কেন কেউ কহে না কথা, হেরি সবার চোখে জল !

বল্‌ রে, আমার শ্যামল কোথায়—
কোন্‌ মথুরায় কোন দ্বারকায়,
বল্‌ যমুনা বল্‌—
বাজে বৃন্দাবনের কোন্‌ পথে তার নূপুর অভিরাম

৪৭৯

কালো জল ঢালিতে সই
চিকন কালোরে পড়ে মনে

কাল মেঘ দেখে শাওনে সই
পড়লো মনে কালো-বরণে ॥

কালো জলে দীঘির বুকে
কালায় দেখি নীল শালুকে,
আমি চমকে উঠি ডাকে যখন
কালো কোকিল বনে ॥

কলমী লতার পিছল পাতায়
দেখি আমার শ্যামে লো,
পিয়া ভেবে দাঁড়াই গিয়ে
পিয়াল গাছের বামে লো।

উড়ে গেলে দোয়েল পাখি
ভাবি কালার কালো আঁখি,
আমি নীল শাড়ী পরিতে নারি লো
কালারই স্মরণে ॥

৪৮০

গগনে কৃষ্ণ মেঘ দোলে—
কিশোর কৃষ্ণ দোলে বৃন্দাবনে;
স্থির সৌদামিনী রাধিকা দোলে
নবীন ঘনশ্যাম সনে।
দোলে রাধাশ্যাম ঝুলন-দোলায়—
দোলে দোলে আজি শাওনে ॥

পরি ধানী রং ঘাঘরী, মেঘ রং ওড়না
গাহে গান, দেয় দোল গোপিকা চল-চরণা;
ময়ূর নাচে পেখম খুলি' বন-ভবনে।

দোলে রাধা-শ্যাম ঝুলন-দোলায়—
দোলে দোলে আজি শাওনে ॥

গুরু গম্ভীর মেঘ-মৃদঙ্গ বাজে
আঁধার অম্বর তলে,
হেরিছে ব্রজের রস-লীলা
অরুণ লুকায়ে মেঘ-কোলে।

মুঠি মুঠি বৃষ্টির ফুলঝুরি হাসে,
দেব-কুমারীরা ঐ অদূর আকাশে
জড়াজড়ি করি, নাচে, তরু-লতা উতলা পবনে
দোলে দোলে রাধাশ্যাম ঝুলন-.দালায়—
দোলে দোলে আজি শাওনে ॥

৪৮১

চাঁদের কন্যা চাঁদ সুলতানা,
চাঁদের চেয়েও জ্যোতি।
তুমি দেখাইলে মহিমান্বিতা
নারী কী শক্তিমতী ॥
শিখালে কাঁকন চুড়ি পরিয়াও নারী
ধরিতে পারে যে উদ্ধত তরবারী;
না রহিত অবরোধের দুর্গ
হতো না এ দুর্গতি ॥
তুমি দেখালে নারীর শক্তি স্বরূপ—
চিন্ময়ী কল্যাণী,
ভারত-জয়ীর দর্প নাশিয়া
মুছালে নারীর গ্লানি।

তুমি গোলকুণ্ডার কোহিনূর হীরা সম
আজো ইতিহাসে জ্বলিতেছ নিরুপম ;
রণ-রঙ্গিণী ফিরে এস, ফিরে এস ;—
তুমি ফিরিয়া আসিলে ফিরিয়া আসিবে
লক্ষ্মী-সরস্বতী ॥

৪৮২

তুমি সারা জীবন দুঃখ দিলে,
তব দুঃখ দেওয়া কি ফুরাবে না
যে ভালবাসায় দুঃখে ভাসায়
সে কি আশা পুরাবে না ॥

মোর জনম গেল ঝুরে ঝুরে
লোকে লোকে ঘুরে ঘুরে,
তব স্নিগ্ধ পরশ দিয়ে কি নাথ
দগ্ধ হিয়া জুড়াবে না ॥

তুমি অশ্রুতে যে বুক ভাসালে,
সেই বক্ষে এস দিন ফুরালে ;
তুমি আঘাত দিয়ে ফুল ঝরালে—
হাত দিয়ে কি কুড়াবে না ॥

৪৮৩

তোমার দেওয়া ব্যথা, সে যে
তোমার হাতের দান ।

তাই তো সে দান মাথায় তুলে
নিলাম, হে পাষাণ ॥

তুমি কাঁদাও তাই ত, বঁধু,
বিরহ মোর হ'ল মধু,
সে যে আমার, গলার মালা
তোমার অপমান ॥

আমি বেদীতলে কাঁদি
তুমি পাষাণ অবিচল,
জানি জানি, সে যে তোমার
পূজা নেওয়াব ছল।

তোমার দেব-দেউলে মোরে
রাখলে পূজারিণী করে,
সেই আনন্দে ভুলেছি নাথ
সকল অভিমান ॥

৪৮৪

দুঃখ-সুখের দোলায় দয়াল
দোল দিতেছ অবিরত
তুমি হাস বুঝি মনে মনে
ভয়ে আমি কাঁদি যত ॥

দাতা হয়ে সবকিছু দাও,
নিঠুর করে সব কেড়ে নাও,
সাগর শুকাও, মরু ভাসাও,
ফোটায়ে ফুল ঝরাও কত ॥

তোমার লীলা তুমি জানো ;
জানি না বুঝি না—কেন
ভাঙো যত গড় তত।
অবহেলায় গেল বেলা,
ধূলা-খেলা হ'ল মেলা ;
এবার কোলে তুলে দাও ভুলায়ে
অবুঝ মনের ব্যথা-ক্ষত ॥

৪৮৫

নবজীবনের নব উত্থান—
আজান ফুকারি' এস নকীব।
জাগাও জড়, জাগাও জীব ॥

জাগে দুর্বল জাগে ক্ষুধাক্ষীণ,
জাগিছে কৃষাণ ধূলায় মলিন ;
জাগে গৃহহীন, জাগে পরাধীন,
জাগে মজলুম বদ নসীব ॥
মিনারে মিনারে বাজে আহ্বান,
আজ জীবনের নব উত্থান ;
শঙ্কাহরণ জাগিছে জোয়ান,
জাগে বলহীন, জাগিছে ক্লীব ॥

৪৮৬

বজ্র আলোকে মৃত্যুর সাথে
হবে নব পরিচয়।
জয় জীবনের জয় ॥

শক্তিহীনের বক্ষে জাগাব
শক্তির বিস্ময়।
জয় জীবনের জয়॥

ডঙ্কা বাজায়ে শঙ্কা-হরণে
আনিব সমরে অমর মরণে,
কণ্টক ক্ষত নগ্ন চরণে
দলিব মৃত্যু-ভয়।
জয় জীবনের জয়॥

মরু অরণ্য গিরি পর্বতে
রচিব রক্ত-পথ,
সেই পথ ধ'রে ভবিষ্যতের
আসিবে বিজয় রথ।

আমাদের শত শব-চিন্ ধরি'
আসিবে শক্তি প্রলয়ঙ্করী,
আসিবে মোদের রক্ত-সাঁতরি'
নবীন অভ্যুদয়।
জয় জীবনের জয়॥

৪৮৭

বিজলী খেলে আকাশে যেন—
কে জানে গো, কে জানে।
কোন্ চপলের চকিত চাওয়া
চমকে বেড়ায় দূর বিমানে॥

মেঘের ডাকে সিন্ধু-কূলে
অশান্ত স্রোত উঠল দুলে ;
সজল ভাষায় শ্যামল যেন
কইল কথা কানে কানে ॥

বারি-ধারায় কাঁদে বুঝি
মোর ঘনশ্যাম মোরে খুঁজি ;
আজ বরষার দুখের রাতে
বন্ধুরে মোর পেলাম প্রাণে ॥

৪৮৮

মোর ঘনশ্যাম এলে কি আজ
কালো মেঘের বেশে ।
দূর মথুরার নীল-যমুনা
পার হয়ে মোর দেশে

বৃষ্টিধারার টুপুর টুপুর
বাজে তোমার সোনার নূপুর,
বিজলীতে সেই চপল আঁখির
চমক বেড়ায় হেসে ॥

তোমার তনুর সুগন্ধ পাই
জুঁই কেতকী ফুলে,
ওগো রাজাধিরাজ ব্রজে আবার
এলে কি পথ ভুলে ।

মেঘ-গরজনের ছলে
ডাকো 'রাধা' 'রাধা' ব'লে,

বাদল হাওয়ায় তোমার বাঁশীর
বেদনা যে মেশে ॥

৪৮৯

যাই গো চলে যাই না-দেখা লোকে
জানিতে চির অজানায়।
নিরুদ্দেশের পথে মানস-রথে
স্বপন-ঘুমে মন যেথা চলে যায় ॥

সাগর জলে পাতাল তলে তিমিরে
অজানা মায়ায় আছে যে সে-দেশ ঘিরে—
মেঘলোক পারায়ে চাঁদের
কোটি গ্রহ-তারায় ॥

যাই হিম গিরি চূড়াতে মেরুর অন্ধকারে,
আকাশের দ্বার খুলে হেরিতে উষারে।
রামধনু রথে যথা পরীরা খেলে,
যে দেশ হইতে আসে এ জীবন,
যেখানে হারায় ॥

৪৯০

রাস মঞ্চে দোল লাগে রে,
জাগে ঘূর্ণি-নৃত্যের দোল।
আজি রাস-নৃত্যে নিরাশ চিত্ত জাগো রে,
চল যুগলে যুগলে বন-ভবনে,

আনো   নিথর হেমন্ত হিম পবনে
চঞ্চল হিল্লোল ॥

শত রূপে প্রকাশ আজি শ্রীহরি,
শত-দিকে শত সুরে বাজে বাঁশরী ;
সকল গোপিনী আজি রাই কিশোরী,
যাবে তৃষ্ণা পাবে কৃষ্ণের-কোল ॥

তরল তাল ছন্দ দুলাল
নন্দদুলাল নাচে রে,
অপরূপ রঙ্গে-নৃত্য বিভঙ্গে
অঙ্গের পরশ যাচে রে ।

মানস গঙ্গা অধীর তরঙ্গা —
প্রেমের যমুনা হ'ল রে উতরোল ॥

৪৯১

শ্যামা তোরে শ্যাম সাজায়ে
দেখি আয় ।
পীত ধড়া মোহন চূড়া
কেমন মানায় ॥

করেতে দেব মা বাঁশী
বনমালা গলে,
দাঁড়াবি ত্রিভঙ্গ হয়ে
কদম্বেরি তলে,
নতুবা ত্যজিব প্রাণ
যমুনারি জলে,—

অহরহ এ বিরহ
সহা নাহি যায়

৪৯২

সকাল-সাঁঝে প্রভু সকল কাজে
বেজে উঠুক তোমারই নাম।
নিশীথ রাতে তারার মত
বেজে উঠুক তোমারই নাম॥

তরুর শাখায় ফুলের সম
বিকশিত হোক, প্রভু,
তব নাম নিরুপম;
সাগর মাঝে তরঙ্গ সম
বহুক তোমারই নাম॥

পাষাণ-শিলায় গিরি-নির্ঝর সম
বহুক তোমারই নাম,
অকুল সমুদ্রে ধ্রুবতারা সম
প্রভু জাগি' রহুক তব নাম।

শ্রাবণ দিনের বারিধারার মত
ঝরুক ও নাম প্রভু অবিরত;
মানস-কমল-বনে, মধুকর সম
লুটুক তোমারই নাম॥

ঈদজ্জোহার চাঁদ হাসে ঐ
এল আবার দুস্‌রা ঈদ।
কোর্‌বানী দে কোর্‌বানী দে,
শোন্ খোদার ফরমান তাকীদ্ ॥

এম্‌নি দিনে কোরবানী দেন
পুত্রে হজরত ইব্‌রাহিম,
তেম্‌নি তোরা খোদার রাহে
আয় রে হবি কে শহীদ ॥

মনের মাঝে পশু যে তোর
আজকে তারে কর্ জবেহ্
পুল্‌সরাতের পুল হ'তে পার
নিয়ে রাখ্ আগাম রশীদ ॥

গলায় গলায় মিল্ রে সবে
ভু'লে যা ঘরোয়া বিবাদ,
শির্‌নী দে তুই শিরীন্ জবান
তশ্‌তরীতে প্রেম মফিদ্ ॥

মিলনের আর্‌ফাত ময়দান
হোক আজি গ্রামে গ্রামে,
হজের অধিক পাবি সওয়াব
এক হ'লে সব মুস্‌লিমে।
বাজ্‌বে আবার নূতন ক'রে
দীনী ডঙ্কা, হয় উমীদ ॥

৪৯৪

সাহারাতে ডেকেছে আজ বান, দেখে যা।
মরুভূমি হ'ল গুলিস্তান, দেখে যা ॥

সেই বানেরই ছোঁওয়ায় আবার আবাদ হ'ল দুনিয়া,
শুক্‌নো গাছে মুঞ্জরিল প্রাণ দেখে যা ॥

বিরান মুলুক আবার হ'ল গুলে গুলে গুলজার
মক্কাতে আজ চাঁদের বাথান, দেখে যা ॥

সেই দরিয়ায় পারাপারের তরী ভাসে কোর্‌আন,
ওড়ে তাহে কলেমার নিশান, দেখে যা ॥

কাণ্ডারী তার বন্ধু খোদার হজরত্‌ মোহাম্মদ
যাত্রী—যারা এনেছে ইমান দেখে যা ॥

সেই বানে কে ভাস্‌বি রে আয়
যাবি রে কে ফির্‌দৌস্‌,
খেয়া-ঘাটে ডাকিছে আজান, দেখে যা ॥

৪৯৫

উম্মত্‌ আমি গুনাহ্‌গার
তবু ভয় নাহি রে আমার।
আহ্‌মদ আমার নবি
যিনি খোদ্‌ হবিব খোদার ॥

যাঁহার উম্মত্‌ হ'তে চাহে সকল নবী।
তাঁহারি দামন ধরি'
পুল্‌সরাত হব হব পার ॥

কাঁদিবে রোজ-হাশরে সবে
যবে নফসি য়্যা নফ্‌সি রবে,
য়্যা উম্মতী ব'লে একা
কাঁদিবেন আমার মোখ্‌তার ॥

কাঁদিবেন সাথে মা ফাতেমা
ধরিয়া আরশ্‌ আল্লার
হোসায়নের খুনের বদ্‌লায়
মাফী চাই পাপী সবাকার ॥

দোজখ্‌ হয়েছে হারাম
যেদিন পড়েছি কলেমা
যেদিন হয়েছি আমি
কোরানের নিশান বর্দার ॥

৪৯৬

ফিরি পথে পথে মজ্‌নুঁ দীওয়ানা হয়ে।
বুকে মোর এয়্‌ খোদা তোমারি এশ্‌ক্‌ লয়ে ॥

তোমার নামের তস্‌বিহ্‌ লয়ে ফিরি গলে,
দুনিয়াদার বোঝেনা মোরে পাগল বলে,
ওরা চাহে ধনজন আমি চাহি প্রেম ময়ে ॥

আছ সকল ঠাঁয়ে শু'নে বলে সবে
এম্‌নি চোখে, তোমার দিদার কবে হবে,
আমি মনস্থর নহি যে পাগল হব "আনাল্‌হক" কয়ে ॥

তোমার হবিবের আমি উম্মত এয়্‌ খোদা,
তাইতো দেখিতে তোমায় সাধ জাগে সদা,

আমি মুসা নহি যে বেহোশ্ হয়ে পড়্ব ভয়ে ॥

তোমারি করুণায় যাবই তোমায় জেনে,
বসাব মোর হৃদে তোমার আর্শ্ এনে,
আমি চাইনা বেহেশ্ত, রব বেহেশ্তের মালিক লয়ে

৪৯৭

ভুবন-জয়ী তোরা কি হায় সেই মুসলমান।
খোদার রাহে আন্ল যারা দুনিয়া না-ফর্মান ॥

এশিয়া য়ুরোপ আফ্রিকাতে যাহাদের তক্বীর
হুঙ্কারিল, উড়ল যাদের বিজয়-নিশান ॥

যাদের নাঙ্গা তলোয়ারের শক্তিতে সেদিন
পারস্য আর রোম রাজত্ব হইল খান্খান্ ॥

শুক্নো রুটী খোর্মা খেয়ে যাদের খলিফা,
হেলায় শাসন করিল রে অর্ধেক জাহান ॥

যাদের নবী কম্লিওয়ালা শাহান্শাহ হয়ে
আজকে তারা বিলাস-ভোগের খুলেছে দোকান ॥

সিংহ-শাবক ভু'লে আছিস্ শৃগালের দলে,
দুনিয়া আবার পায়ে কি তোর হবে কম্পমান ॥

৪৯৮

বাজিছে দামামা, বাঁধ রে আমামা
শির উঁচু করি মুসলমান

দাওত এসেছে নয়া জমানার
ভাঙা কিল্লায় ওড়ে নিশান॥

মুখেতে কল্‌মা হাতে তলোয়ার,
বুকে ইস্‌লামী জোশ্‌ দুর্বার,
হৃদয়ে লইয়া এশ্‌ক্‌ আল্লার
চল্‌ আগে চল্‌ বাজে বিষাণ।
ভয় নাই তোর গলায় তাবিজ্‌
বাঁধা যে রে তোর পাক কোরান॥

নহি মোরা জীব ভোগ বিলাসের,
শাহাদত্‌ ছিল কাম্য মোদের,
ভিখারীর সাজে খলিফা যাদের
শাসন করিল আধা জাহান—
তারা আজ পড়ে' ঘুমায় বেহোশ্‌
বাহিরে বহিছে ঝড় তুফান॥
ঘুমাইয়া কাজা করেছি ফজ্‌র্‌,
তখনো জাগিনি যখন জোহর,
হেলা ও খেলায় কেটেছে আসর
মগ্‌রেবের আজ শুনি আজান।
জমাত্‌-শামিল হও রে এশাতে
এখনো জমাতে আছে স্থান॥

শুক্‌নো রুটীরে সম্বল ক'রে
যে ইমান আর যে প্রাণের জোরে
ফিরেছি জগৎ মন্থন ক'রে
সে শক্তি আজ ফিরিয়ে আন।
আল্লাহুআকবর্‌ রবে পুনঃ
কাঁপুক বিশ্ব দূর বিমান॥

খোদার হবিব হ'লেন নাজেল

খোদার ঘর ঐ কাবার পাশে।

ঝুঁকে পড়ে আর্শ্ কুর্শী,

চাঁদ সুরুয্ তাঁয় দেখতে আসে ॥

ভেঙে পড়ে মূরত-মন্দির,

লা'ত-মানাত্, শয়তানী তখ্ত্,

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু"র

উঠিছে তক্বীর আকাশে ॥

খুশীর মউজ তুফান তোরা

দেখে যা মরুভূমে,

কোহ-ই-তূরের পাথরে আজ

বেহেশ্তী ফুল ফু'টে হাসে ॥

য়েতিম-তারণ য়েতিম্ হয়ে

এল রে এই তুনিয়ায়,

য়েতিম মানুষ-জাতির ব্যথা

নৈলে এমন বুঝতনা সে ॥

সূর্য ওঠে, ওঠে রে চাঁদ,

মনের আঁধার যায়না তায়,

হৃদ্-গগনে কর্‌ল রওশন্

সেই মোহাম্মদ ঐ রে হাসে ॥

আপন পুণ্যের বদ্‌লাতে যে

মাগিল মুক্তি সবার,

উম্মতি উম্মতি কয়ে

দেখ্ আঁখি তাঁর জলে ভাসে ॥

৫০০

মর্‌হাবা সৈয়দে মক্কী মদনী আল্‌-আরবী।
বাদ্‌শারও বাদ্‌শাহ নবীনের রাজা নবী॥

ছিলে মিশে আহাদে আসিলে আহমদ্‌ হয়ে,
বাঁচাতে সৃষ্টি খোদার এলে খোদায় সনদ্‌ লয়ে
মানুষে উদ্ধারিলে মানুষের আঘাত সয়ে
মলিন দুনিয়ায় আনিলে তুমি সে বেহশ্‌তী ছবি॥

পাপের জেহাদ-রণে দাঁড়াইলে তুমি একা,
নিশান ছিল হাতে "লা শরীক আল্লাহ্‌" লেখা,
গেল দুনিয়া হ'তে ধুয়ে মুছে পাপের রেখা,
বহিল খুশীর তুফান উদিল পুণ্যের রবি॥

৫০১

তোমারি প্রকাশ মহান   এ নিখিল দুনিয়া জাহান।
তোমারি জ্যোতিতে রওশন্‌   নিশিদিন জমীন ও আস্‌মান॥

নিখিল কোটি তপন চাঁদ   খুঁজিয়া তোমারে প্রভু,
কত দাউদ ঈষা মুসা   করিল তব গুণগান॥

তোমারে কত নামে হায়   ডাকিছে বিশ্ব শিশুর প্রায়,
কত ভাবে পূজে তোমায়   ফেরেশ্‌তা হুর পরী ইন্‌সান॥

নিরাকার তুমি নিরঞ্জন   ব্যাপিয়া আছ ত্রিভুবন,
পাতিয়া মনের সিংহাসন   ধরিতে চাহে তবু প্রাণ॥